Contents

৩১ তম সংখ্যা

তাওহীদের ডাক

মে-জুন ২০১৭

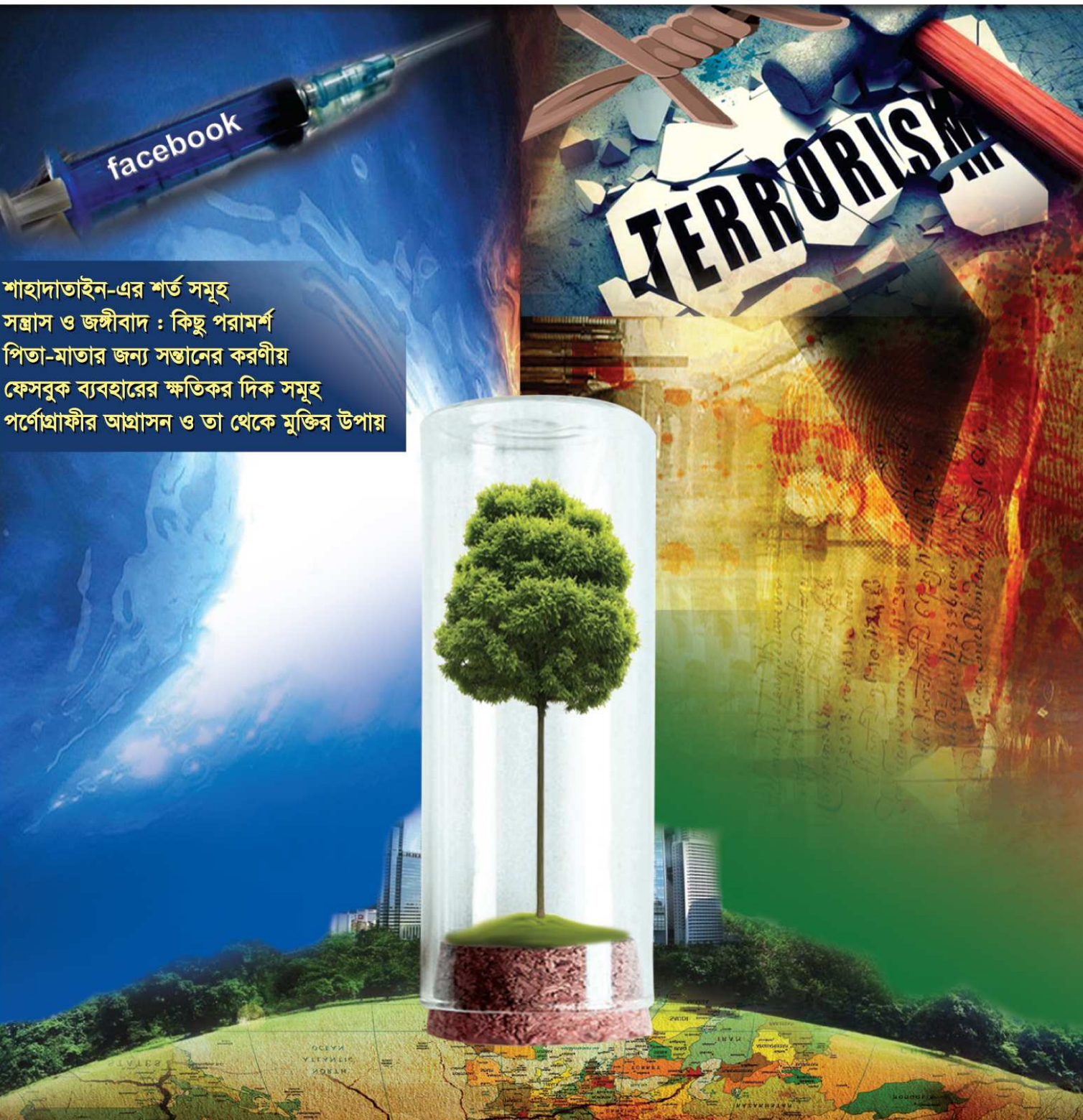

শাহাদাতাইন-এর শর্ত সমূহ
সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ : কিছু পরামর্শ
পিতা-মাতার জন্য সন্তানের করণীয়
ফেসবুক ব্যবহারের ক্ষতিকর দিক সমূহ
পর্ণোগ্রাফীর আগ্রাসন ও তা থেকে মুক্তির উপায়

Contents

তাওহীদের ডাক

The Call to Tawheed

৩১ তম সংখ্যা
মে-জুন ২০১৭

উপদেষ্টা সম্পাদক

অধ্যাপক মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম

নূরুল ইসলাম

আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

সম্পাদক

আব্দুর রশীদ আখতার

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক

আব্দুল্লাহিল কাফী

সহকারী সম্পাদক

মুখতারুল ইসলাম

যোগাযোগ

তাওহীদের ডাক

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা), নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩।

ফোন : ০৭২১-৮৬১৬৮৪

সার্কুলেশন বিভাগ

০১৭৬৬-২০১৩৫৩ (বিকাশ)

ই-মেইল

tawheederdak@gmail.com

ওয়েবসাইট

www.at-tahreek.com/tawheederdak

মূল্য : ২০ টাকা

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রকাশনা বিভাগ, নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী- ৬২০৩ থেকে সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত ও হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, রাজশাহী থেকে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

➪ **সম্পাদকীয়** ২

➪ **কুরআন ও হাদীছের পথ-নির্দেশিকা** ৩

➪ **আক্বীদা**

শাহাদাতাইন-এর শর্ত সমূহ *(পূর্বে প্রকাশিতের পর)* ৫

➪ **তাবলীগ**

সাংবাদিকতায় আহলেহাদীছ জামা'আতের অবদান (৪র্থ কিস্তি) ১২

অনুবাদ : নূরুল ইসলাম

➪ **তারবিয়াত**

পিতা-মাতার জন্য সন্তানের করণীয় ১৬

আব্দুর রহীম

➪ **তাজদীদে মিল্লাত**

সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ : কিছু পরামর্শ ২২

আযীযুর রহমান

➪ **চিন্তাধারা**

পর্ণোগ্রাফীর আগ্রাসন ও তা থেকে মুক্তির উপায় ২৬

মফীযুল ইসলাম

➪ **সাময়িক প্রসঙ্গ**

ফেসবুক ব্যবহারের ক্ষতিকর দিক সমূহ ৩০

মুহাম্মাদ রায়হানুল ইসলাম

➪ **আহলেহাদীছ আন্দোলন**

দক্ষিণ এশিয়ায় আহলেহাদীছ আন্দোলন ৩৩

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

➪ **মনীষীদের লেখনী থেকে**

খলীফা বা আমীর নিযুক্ত করা কি যরূরী? ৩৫

আল্লামা মুহাম্মাদ ইউসুফ কলকাত্তাবী

➪ **প্রবন্ধ**

নফল ইবাদতের গুরুত্ব *(পূর্বে প্রকাশিতের পর)* ৪০

জাহিদুল ইসলাম

➪ **ধর্ম ও সমাজ**

কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে ঈমানের শাখা (৪র্থ কিস্তি) ৪৩

হাফেয আব্দুল মতীন

➪ **পরশ পাথর** ৪৯

➪ **কবিতা** ৫১

➪ **সংগঠন সংবাদ** ৫২

➪ **সাধারণ জ্ঞান** ৫৪

➪ **সাধারণ জ্ঞান (ইসলাম)** ৫৫

Contents

সম্পাদকীয়

সামাজিক মূল্যবোধের চর্চা

একজন সভ্য মানুষের জীবন মানে বিশ্বাস ও মূল্যবোধের থাকে সুসমন্বয়। মানুষ যা বিশ্বাস করে, যা অন্তরের গহীনে লালন করে, তা-ই মূল্যবোধ আকারে প্রকাশ পায়। ইসলাম যেমন স্রষ্টার প্রতি সৃষ্টির দায়িত্ব-কর্তব্য নির্ধারণ করেছে, ঠিক তেমনি মানুষের প্রতি মানুষের পারস্পরিক দায়িত্ব-কর্তব্যও নির্ধারণ করে দিয়েছে। মানবসত্তার অন্তর্নিহিত মর্যাদাকে যথাযথ মূল্য দেয়ার মাধ্যমেই এই সামাজিক দায়িত্ববোধ ও মূল্যবোধের জন্ম হয়। পিতা-মাতা, স্বামী-স্ত্রী, আত্মীয়-স্বজন থেকে শুরু করে অধিনস্ত কর্মচারী, প্রতিবেশী, মেহমান, পথচারী, গরীব-দুখী প্রভৃতি সমাজের সর্বশ্রেণীর মানুষের প্রতি আলাদাভাবে কর্তব্য নির্ধারণ করেছে ইসলাম। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা সদ্ব্যবহার কর তোমাদের পিতা-মাতা, আত্মীয়-পরিজন, ইয়াতীম, মিসকীন, আত্মীয় প্রতিবেশী, অনাত্মীয় প্রতিবেশী, পার্শ্ববর্তী সাথী, মুসাফির ও দাস-দাসীদের সাথে। নিশ্চয়ই আল্লাহ অহংকারী ও গর্বিতজনকে ভালবাসেন না' *(নিসা ৪/৩৬)*। এই আয়াতে মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের প্রতিটি সামাজিক সম্পর্কের কথা পৃথকভাবে উল্লেখ করে তার প্রতি যত্নবান হওয়ার জন্য যেভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তা থেকে সুস্পষ্ট হয় যে, ইসলামে সামাজিক দায়িত্ববোধের স্থান অতীব প্রশস্ত ও গুরুত্বপূর্ণ।

একটি সমাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য যেমন আইন-আদালত ও প্রশাসনের নিত্য প্রয়োজন পড়ে; তেমনি প্রয়োজন হয় ব্যক্তিমানুষের মূল্যবোধের চর্চার। সামাজিক রীতিনীতি ও আচরণবিধির জন্ম হয় এই মূল্যবোধের জায়গা থেকেই। উত্তম আচরণ, সৌজন্যবোধ, সততা, ন্যায়নিষ্ঠা, বিশ্বস্ততা, ক্ষমাপরায়ণতা, সহানুভূতি, পরোপকার, ভাল-মন্দ বাছবিচার, দানশীলতা, মানুষের বিপদে-আপদে এগিয়ে আসা, নিজের এবং অপরের অধিকারের প্রতি সচেতনতা, শৃংখলাবোধ, কারো কোন প্রকার ক্ষতি না করা, মানুষের সুখ-দুঃখের প্রতি লক্ষ্য রাখা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করা ইত্যাদি মানবজাতির এমন অত্যাবশ্যক কিছু আচরণবিধি, যার উপস্থিতি একটি সমাজকে কল্যাণময় মানবীয় সমাজে পরিণত করে। বিনির্মাণ করে সভ্যতার সুরম্য প্রাসাদ। অপরদিকে এর অনুপস্থিতিতে সৃষ্টি হয় সামাজিক অবক্ষয়ের।

একটি সমাজ সুরক্ষায় জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সরকার ও প্রশাসন নিয়ামক শক্তি হলেও জনগণের অংশগ্রহণ ছাড়া তা কখনই সফল হয় না। যে সকল দেশকে উন্নত দেশ হিসাবে দেখা হয়, সেসব দেশে সরকারের পাশাপাশি জনগণের সচেতনতাই সবচেয়ে কার্যকর ভূমিকা রেখেছে।

দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আধুনিক মুসলিম সমাজের দিকে তাকালে মোটাদাগে যে সমস্যাগুলো চোখে ধরা পড়ে, তার একটা বড় অংশেরই উদ্ভব ঘটেছে সামাজিক মূল্যবোধ চর্চার ঘাটতি থেকে। বিশ্বাসে ও সংস্কৃতিতে শ্রেষ্ঠ উম্মত হলেও, সেই বিশ্বাস ও সংস্কৃতির প্রতিফলন ঘটানোয় আমাদের যে বিরাট গাফলতি ও ঘাটতি রয়েছে, তা স্বতঃসিদ্ধ এবং প্রমাণিত। পাশ্চাত্য বিশ্ব এবং মুসলিম বিশ্বের মধ্যে আজ সভ্যতার সূচকে যে আনুপাতিক ব্যবধান তৈরী হয়েছে, তার জন্য বহুলাংশে দায়ী হল বৃহত্তর মুসলিম জনগোষ্ঠীর মাঝে সামাজিক দায়িত্ববোধের প্রবল অভাব। ১৮৮১ সালে প্যারিস সম্মেলন থেকে ফিরে মুফতী মুহাম্মাদ আবদুহু (১৮৪৯-১৯০৫ খৃ.) মুসলিম জাতির এই দুর্দশার দিকে ইঙ্গিত করে বেদনার্ত কণ্ঠে যথার্থই বলেছিলেন, ذهبت للغرب، فوجدت إسلاما، ولم أجد مسلمين، ولما عدت للشرق، وجدت مسلمين، ولكن لم أجد إسلاما 'আমি পশ্চিমে গেলাম, সেখানে পেলাম ইসলাম, কিন্তু মুসলমান পেলাম না; আবার যখন প্রাচ্যে ফিরলাম, তখন মুসলমান পেলাম কিন্তু ইসলাম পেলাম না'। পাশ্চাত্য বিশ্ব তাদের সমাজে অভ্যন্তরীণ শৃংখলা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে সভ্যতার মাপকাঠিতে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। অপরপক্ষে মুসলিম বিশ্ব ধর্মীয় চেতনায় সমৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও দায়িত্ব ও চেতনাবোধের প্রকট দুর্বলতার কারণে প্রায় সর্বত্রই বিশৃংখলা ও পশ্চাদগামিতার স্রোতে খাবি খাচ্ছে। আমরা আদর্শের কথা বলি, কিন্তু তা নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করি না। সততার দাবী করি, কিন্তু নিজেকে অসততা থেকে বের করে আনতে পারি না। মানুষের কাছে বিশ্বস্ততা কামনা করি, অথচ নিজে বিশ্বস্ত হ'তে পারি না। অপরের কাছ থেকে ন্যায়ের প্রত্যাশা করি, কিন্তু নিজে ন্যায়পরায়ণ হ'তে পারি না। অপরকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার নছীহত করি, অথচ নিজে ঘর কিংবা গাড়ির জানালা থেকে টুপ করে ময়লা নিক্ষেপ করতে কিংবা যত্রতত্র থুথু ও সিগারেট নিক্ষেপ করতে একটুও দ্বিধাবোধ করি না। কি অশিক্ষিত, কি শিক্ষিত, প্রত্যেকেই আমরা কমবেশী এই দ্বিচারিতার মধ্যে ডুবে আছি। ফলে সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শবাদী সমাজ হওয়া সত্ত্বেও মুসলিম সমাজ আধুনিক বিশ্বে পশ্চাৎপদ সমাজ হিসাবেই পরিগণিত।

আশার কথা হ'ল, আধুনিক মুসলিম যুবসমাজ এখন বেশ সচেতন হয়ে উঠছে। তারা এই পশ্চাৎপদতার বৃত্ত থেকে বেরিয়ে এসে মুসলিম সমাজকে কথায়-কাজে, চলনে-বলনে একটি সুসভ্য সমাজ হিসাবে গড়ে তোলার তাকীদ অনুভব করছে। তারা চেষ্টা করছে একটু একটু করে মানুষের মাঝে সামাজিক দায়িত্ববোধ জাগিয়ে তুলতে। নিঃসন্দেহে এ কাজ কঠিন। তবুও শক্ত হাতে সকল বাধা পেরিয়ে যাবার হিম্মত নিয়ে যদি এগিয়ে যাওয়া যায়, তবে এই প্রয়াস অবশ্যই একদিন সফলতার মুখ দেখবে ইনশাআল্লাহ। তরুণ সমাজের প্রতি তাই আমাদের আহ্বান, আসুন! সামাজিক মূল্যবোধ চর্চায় আমরা নিজেরা যত্নবান হই এবং মানুষের মাঝে সততা, কল্যাণ ও ন্যায়ের বার্তাগুলো সাধ্যমত ছড়িয়ে দেই। সমাজের সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের সাহায্যার্থে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করি। নিদেনপক্ষে কেবল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং পরিবেশ রক্ষার মত অতি সাধারণ বিষয়গুলোতেও যদি গণজাগরণ তৈরী করা যায়, তবুও সমাজে কার্যকর ও টেকসই পরিবর্তন আসতে খুব বেশী সময় লাগার কথা নয়। সর্বোপরি এর মাধ্যমে আল্লাহ রব্বুল আলামীন দুনিয়া ও আখেরাতে আমাদের অবস্থানকে অনেক উঁচু করবেন ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন- আমীন!

ইহতিসাব বা ছওয়াবের আকাংখা

আল-কুরআনুল কারীম :

১- وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ-

(১) 'লোকদের মধ্যে এমন লোক রয়েছে, যে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করে। বস্তুতঃ আল্লাহ তার বান্দাদের প্রতি বড়ই স্নেহশীল' *(বাক্বারাহ ২/২০৭)*।

১- لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا-

(১) 'তাদের অধিকাংশ শলা-পরামর্শে কোন মঙ্গল নেই। কিন্তু যে পরামর্শে তারা মানুষকে ছাদাক্বা করার বা সৎকর্ম করার কিংবা লোকদের মধ্যে পরস্পরে সন্ধি করার উৎসাহ দেয় সেটা ব্যতীত। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে সেটা করে, সত্বর আমরা তাকে মহা পুরস্কার দান করব' *(নিসা ৪/১১৪)*।

৩- وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ-

(৩) 'পক্ষান্তরে যারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন ও নিজেদের আত্মাকে (অর্থাৎ ছওয়াব পাবার বিশ্বাসকে) দৃঢ়তর করার জন্য ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উদাহরণ সমভূমির ঐ বাগিচার মত, যেখানে প্রবল বৃষ্টিপাত হলে দ্বিগুণ শস্য উৎপাদিত হয়। আর প্রবল বৃষ্টি না হলে হাল্কা বৃষ্টিই যথেষ্ট হয়। বস্তুতঃ তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ সবই প্রত্যক্ষ করেন' *(বাক্বারাহ ২/২৬৫)*।

٤- لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ-

(৪) 'তাদেরকে হেদায়াত করার দায়িত্ব তোমার নয়। বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা হেদায়াত দান করে থাকেন। আর তোমরা ধন-সম্পদ হ'তে যা ব্যয় কর, তা তোমাদের নিজেদের জন্যেই করে থাক। আর তোমরা তো আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যয় করো না। উত্তম সম্পদ হ'তে তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে, তার পুরস্কার তোমরা পুরাপুরি পেয়ে যাবে। তোমাদের প্রতি কোনরূপ অন্যায় করা হবে না' *(বাক্বারাহ ২/২৭২)*।

٥- وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ. جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ. سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ-

(৫) 'আর যারা তাদের প্রতিপালকের চেহারা অন্বেষণের জন্য ধৈর্য ধারণ করে ও ছালাত প্রতিষ্ঠা করে এবং আমরা তাদের যে রূযী দান করেছি সেখান থেকে খরচ করে গোপনে ও প্রকাশ্যে। আর যারা ভাল দ্বারা মন্দকে প্রতিরোধ করে, তাদের জন্যই রয়েছে পরকালের গৃহ। তা হল স্থায়ী বসবাসের জান্নাত। তাতে তারা প্রবেশ করবে এবং তাদের সৎকর্মশীল বাপ-দাদা, স্বামী-স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি। ফেরেশতারা তাদের কাছে আসবে প্রত্যেক দরজা দিয়ে। তারা বলবে, তোমরা ধৈর্য ধারণ করেছ বিধায় তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হৌক! কতই না সুন্দর তোমাদের এই পরিণাম গৃহ' *(রা'দ ১৩/২২-২৪)*।

হাদীছে নববী :

٦- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى مَا لِعَبْدِى الْمُؤْمِنِ عِنْدِى جَزَاءٌ، إِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا، ثُمَّ احْتَسَبَهُ إِلاَّ الْجَنَّةُ-

(৬) আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার মুমিন বান্দার জন্য আমার নিকট জান্নাত ব্যতীত অন্য কোন পুরস্কার নেই, যখন আমি তার দুনিয়ার প্রিয়তম কাউকে কেড়ে নেই এবং সে ছওয়াবের নিয়তে ছবর করে'।[১]

٧- عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ الْبَدْرِىِّ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا أَنْفَقَ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً.

(৭) আবূ মাস'উদ আল বাদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'মুসলিম ব্যক্তি ছওয়াবের আশায় তার পরিবার-

১. *বুখারী, মিশকাত হা/১৭৩১; মুসনাদে আহমাদ হা/৯৩৮২।*

Contents

পরিজনের জন্য যা কিছু খরচ করবে, সবই তার জন্য ছাদাক্বা হিসেবে গণ্য হবে'।[২]

৮- عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ:ابْنَ آدَمَ إِنْ صَبَرْتَ وَاحْتَسَبْتَ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى، لَمْ أَرْضَ لَكَ ثَوَابًا دُونَ الْجَنَّةِ-

(৮) আবু উমামা (রাঃ) রাসূল (ছাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে আদম সন্তান! যদি তুমি বিপদের প্রথমেই ধৈর্যধারণ কর এবং নেকীর আশা রাখ, তাহ'লে আমি তোমার জন্য জান্নাত ব্যতীত কোন নেকীতে সন্তুষ্ট হব না'।[৩]

৯- عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجَبٌ لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ حَمِدَ اللَّهَ وَشَكَرَوَإِنْ أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ حَمِدَ اللَّهَ وَصَبَرَ، فَالْمُؤْمِنُ يُؤْجَرُ فِي كُلِّ أَمْرِهِ حَتَّى يُؤْجَرَ فِي اللُّقْمَةِ يَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِهِ-

(৯ ওমর ইবনু সা'দ ইবনু আবু ওয়াক্কাছ তাঁর পিতা হ'তে বর্ণনা করেন রাসূল (ছাঃ) বলেন, মুমিনদের বিষয় আশ্চর্যজনক, যদি তার প্রতি কোন কল্যাণ বর্তায় সে আল্লাহ্র প্রশংসা করে ও শুকরিয়া জ্ঞাপন করে। আর যদি কোন বিপদ আপতিত হয়, তবুও সে আল্লাহ্র প্রশংসা করে এবং ধৈর্যধারণ করে। সুতরাং মুমিন তার প্রত্যেক কাজেই নেকী অর্জন করে। এমনকি স্ত্রীর মুখে খাদ্যের লোকমা তুলে দিলেও নেকী পায়'।[৪]

১০- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِنِسْوَةٍ مِنَ الأَنْصَارِلاَ يَمُوتُ لإِحْدَاكُنَّ ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَتَحْتَسِبَهُ إِلاَّ دَخَلَتِ الْجَنَّةَ.فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ أَوِ اثْنَيْنِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَوِ اثْنَيْنِ.

(১০) আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) একজন আনছার মহিলাকে বলেন, তোমাদের মধ্যে যার তিনটি সন্তান মারা যাবে আর সে ধৈর্যধারণ করবে এবং নেকীর আশা রাখবে নিশ্চয়ই সে জান্নাতে যাবে। এসময় তাদের মধ্যেকার একজন মহিলা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! যদি দুইজন মারা যায়? রাসূল (ছাঃ) বললেন, দু'জন মারা গেলেও সে জান্নাতে যাবে'।[৫]

মনীষীদের বক্তব্য :

১. খোবায়েব (রাঃ) বলেন, 'আমি যখন মুসলিম হিসাবে নিহত হই তখন আমি কোন পরোয়া করি না যে, আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য আমাকে কোন্ পার্শ্বে শোয়ানো হচ্ছে'। 'আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্যই আমার মৃত্যু হচ্ছে। তিনি ইচ্ছা করলে আমার খণ্ডিত টুকরা সমূহে বরকত দান করতে পারেন'।[৬]

২. হাসান বাছরী (রহঃ) বলেন, আমার দেখা, বলা, হাত নড়াচড়া করা, পা উত্তোলন যাবতীয় কর্মকাণ্ডে খেয়াল করি, সেটিতে নেকী নাকি গোনাহ। যদি নেকী হয় তবে অগ্রসর হয় আর যদি গোনাহ হয় তাহলে পিছিয়ে আসি'।[৭]

৩. মু'আয (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল আর আপনি কিভাবে তিলাওয়াত করেন, হে মু'আয? উত্তরে তিনি বললেন, আমি রাতের প্রথমাংশে শুয়ে পড়ি এবং নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ঘুমিয়ে আমি উঠে পড়ি। এরপর আল্লাহ আমাকে যতটুকু তাওফীক দান করেন তিলাওয়াত করতে থাকি। এতে আমি আমার নিদ্রার অংশকেও (ছওয়াবের বিষয় বলে) মনে করি, যেমন আমার দাঁড়িয়ে তিলাওয়াতকেও আমি (ছওয়াবের বিষয় বলে) মনে করি'।[৮]

৪. তাবেঈ বিদ্বান ত্বালক বিন হাবীব বলেন, ফিৎনায় পতিত হ'লে তাক্বওয়া দিয়ে তা নিভিয়ে দাও। লোকেরা বলল, তাক্বওয়া কি? তাক্বওয়া হ'ল- নেকীর আশায় আল্লাহ প্রদর্শিত আলোয় আলোকিত হয়ে তার আনুগত্য করা এবং তাঁর শাস্তির ভয়ে তাঁর নির্দেশনা অনুযায়ী পাপাচার বর্জন করা।[৯]

৫. ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, প্রত্যেকটি আমলের নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকা আবশ্যক। আর ঈমান থেকে উৎসারিত না হ'লে কোন আমলই আল্লাহ্র আনুগত্য ও তাঁর নৈকট্য হাছিলের মাধ্যম হ'তে পারে না। সব কাজের প্রেরণাদায়ী হবে ঈমান। অভ্যাস, প্রবৃত্তি পূজা, সুনাম, সম্মান লাভ প্রভৃতি নয়। বরং তার ভিত্তি হবে স্রেফ ঈমান এবং উদ্দেশ্য হবে ছওয়াব ও আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করা।[১০]

সারবস্তু :

১. নেকীর আকাংখা নিয়ে সমস্ত ইবাদত সম্পাদন করা প্রত্যেক মুমিনের অবশ্য কর্তব্য।

২. ইহতিসাব মুমিনের বিশ্বাসগত পূর্ণতার দলীল। এর মাধ্যমে যেমন আল্লাহ খুশী হন, তেমনিভাবে বান্দার চক্ষু শীতল হয় ও আত্মা পরিতৃপ্ত হয়।

৩. যেকোন কর্ম যদি আল্লাহ্র সন্তুষ্টির পরিবর্তে শ্রুতি বা লৌকিকতার উদ্দেশ্যে করা হয়, তবে তা নিশ্চিতভাবেই নেকীর আশাকে নিরাশায় পরিণত করবে।

২. মুসলিম হা/২৩৬৯।
৩. ইবনু মাজাহ হা/১৫৯৭; মিশকাত হা/১৭৫৮; ছহীহুল জামে‘ হা/৮১৪৩।
৪. বায়হাক্বী, মিশকাত হা/১৭৩৩; ছহীহুল জামে‘ হা/৩৯৮৬।
৫. মুসলিম,মিশকাত হা/১৭৩০।
৬. ইবনু হিশাম ২/১৭৬; বুখারী হা/৩০৪৫, ৩৯৮৯।
৭. মাওসূ‘আতে ইবনু আবিদ্দুনিয়া, ১/২৩১ পৃ.।
৮. বুখারী হা/৪৩৪৪।
৯. ইবনু রজব, জামেউল উলূম ওয়াল হিকাম, ১/৪০০।
১০. ইবনুল ক্বাইয়িম, যাদুল মুহাজির ইলা রব্বিহী ১৩ পৃ.।

শাহাদাতাইন-এর শর্ত সমূহ

-খায়রুল ইসলাম

(পূর্বে প্রকাশিতের পর)

وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا-

'আর মুনাফিক পুরুষ ও নারী এবং মুশরিক পুরুষ ও নারী যারা আল্লাহ সম্বন্ধে মন্দ ধারণা পোষণ করে তাদেরকে তিনি শাস্তি দিবেন। তাদের চারিদিকে অমঙ্গল চক্র, আল্লাহ তাদের প্রতি রাগ করেছেন, তাদের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন এবং তাদের জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত রেখেছেন। উহা কত নিকৃষ্ট আবাস্থল' *(ফাতাহ ৪৮/৬)*। يَظُنُّوْنَ بِاللهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ- 'তারা আল্লাহ সম্পর্কে মূর্খদের মতো অন্যায় ধারণা করছিল' *(আলে ইমরান ৩/১৫৪)*। অধিকাংশ মানুষ আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা ধারণা পোষণ করে থাকে। যে ব্যক্তি সত্যিকারার্থে আল্লাহকে চিনে, তার নামসমূহ ও গুণাবলীসমূহ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান রাখে। তারা মিথ্যা ধারণা মুক্ত থাকে। কিছু মিথ্যা ধারণার উদাহরণ হ'ল।

১. ভাল-মন্দের প্রতিফল বলতে কিছুই নেই।

২. আমল যে যাই করুক আল্লাহ করান, বিধায় তিনি দায়ী। বান্দার ভাল-মন্দ করার এখতিয়ার, শক্তি বা ক্ষমতা নেই।

৩. আল্লাহ্‌র চোখ, কান বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বর্ণনাগুলো কুদরতী অঙ্গ-প্রতঙ্গ, কোন কিছুর সাথে সাদৃশ্য স্থাপন করা।

৪. তিনি যেমন ঈমান, পুণ্য, আনুগত্য সংস্কার পসন্দ করেন তেমন কুফর, ফাসিক্বী, সীমালঙ্ঘন করাও পসন্দ করেন।

৫. তিনি সর্বত্র বিরাজমান, যেমন উপরে আছেন তেমনি নীচেও আছেন। যেমন আসমানে আছেন তেমনি পাতালেও আছেন।

৬. নবী-রাসূল, কিতাব বলতে কিছুই নেই। চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় আমাদেরকে এমনিই সৃষ্টি তৈরী করা হয়েছে। উল্লেখিত মিথ্যা, অমূলক ধারণা ব্যতীত আরো অসংখ্য ধারণা প্রচলিত রয়েছে। সকল প্রকার কুধারণা মুক্ত ঈমান গ্রহণ করাই لا إله إلا الله গ্রহণ করার একটি শর্ত। মিথ্যা ধারণা ত্যাগ করতে হবে। হাদীছে কুদসীতে এসেছে,

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ اللهُ تَعَالَى أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِىْ بِىْ، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِىْ، فَإِنْ ذَكَرَنِىْ فِىْ نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِىْ نَفْسِى، وَإِنْ ذَكَرَنِىْ فِىْ مَلأٍ ذَكَرْتُهُ فِى مَلأٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَىَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَىَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، وَإِنْ أَتَانِى يَمْشِى أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً-

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ ঘোষণা করেন, 'আমি সে রকমই, যে রকম বান্দা আমার প্রতি ধারণা রাখে। আমি বান্দার সঙ্গে থাকি যখন সে আমাকে স্মরণ করে। যদি সে মনে মনে আমাকে স্মরণ করে; আমিও তাকে নিজে স্মরণ করি। আর যদি সে জন-সমাবেশে আমাকে স্মরণ করে, তবে আমিও তাদের চেয়ে উত্তম সমাবেশে তাকে স্মরণ করি। যদি সে আমার দিকে এক বিঘত এগিয়ে আসে, তবে আমি তার দিকে এক হাত এগিয়ে যাই, যদি সে আমার দিকে এক হাত অগ্রসর হয়; আমি তার দিকে দু'হাত এগিয়ে যাই। আর সে যদি আমার দিকে হেঁটে আসে, আমি তার দিকে দৌড়ে যাই'।[১]

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِىِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ مَوْتِهِ بِثَلاَثَةِ أَيَّامٍ يَقُوْلُ لاَ يَمُوْتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلاَّ وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ-

জাবির ইবনু আবদুল্লাহ আনছারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর তিন দিন পূর্বে আমি তাকে এ কথা বলতে শুনেছি যে, তোমাদের প্রত্যেকেই যেন আল্লাহ্‌র প্রতি নেক ধারণা পোষণ করা অবস্থায় মারা যায়'।[২]

হাদীছে এ ব্যাপারে সতর্কতা রয়েছে,

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيْثِ وَلاَ تَحَسَّسُوْا وَلاَ تَجَسَّسُوْا وَلاَ تَنَافَسُوْا وَلاَ تَحَاسَدُوْا وَلاَ تَبَاغَضُوْا وَلاَ تَدَابَرُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا-

আবু হুরায়রা হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা অনুমান থেকে বেঁচে থাক। কারণ অনুমান সবচেয়ে বড় মিথ্যা। আর কারো দোষ খুঁজে বেড়িও না, গোয়েন্দাগিরি করো না, পরস্পরকে ধোঁকা দিও না, আর পরস্পরকে হিংসা করো না, একে অন্যের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব পোষণ করো না এবং পরস্পরের বিরুদ্ধাচরণ করো না। বরং সবাই

১. *বুখারী হা/৭৪০৫।*
২. *মুসলিম হা/৭৪১২।*

Contents

আল্লাহ্র বান্দা ভাই ভাই হয়ে যাও’।[৩] উক্ত আলোচনায় বুঝা গেল, ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’-এর প্রতি এমন ইয়াক্বীন থাকতে হবে যা সন্দেহ-সংশয়কে প্রতিহত করতে সক্ষম।

৩য় শর্ত : اَلْقَبُوْلُ (আল-কবূল) গ্রহণ করা :

যখন তাওহীদের ইলম অর্জন ও দৃঢ় বিশ্বাস পয়দা হবে তখন এই তাওহীদী কালিমার প্রাপ্য হক্ব হ’ল তা গ্রহণ করে নেয়া। কোন ক্ষেত্রে হিংসা ও অহংকার বশতঃ তার কোন অংশ অস্বীকার করলে তবে সে মুশরিক, কাফির এবং অমুসলিমের অন্তর্ভুক্ত। মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّهُمْ كَانُوْا إِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ يَسْتَكْبِرُوْنَ وَيَقُوْلُوْنَ أَئِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُوْنٍ– ‘যখন তাদেরকে বলা হ’ত, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তখন তারা ঔদ্ধত্য দেখাতো এবং বলত, আমরা একজন উন্মাদ কবির কথায় আমাদের উপাস্যদের পরিত্যাগ করব? *(ছাফফাত ৩৭/৩৫-৩৬)*।

যখন তাওহীদের ইলম অর্জন ও এর দৃঢ় বিশ্বাস পয়দা হবে তখন এই ইলম ও ইয়াক্বীনের প্রভাবে তাওহীদের প্রয়োজনীয় বিষয়াদি অন্তর ও মুখের দ্বারা প্রকাশিত হয়ে যাবে।

৪র্থ শর্ত : اَلاِنْقِيَادُ (আল-ইনক্বিয়াদ) অনুগত হওয়া :

‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ মুখে উচ্চারণের সাথে সাথে এর প্রতি দৃঢ়বিশ্বাস স্থাপন এবং নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করে দিতে হবে। এই আত্মসমর্পণ হ’ল দু’টি বিষয়ের উপরে। (১) এক আল্লাহ্র ইবাদত বা একত্বের ঘোষণা (২) সকল প্রকার ত্বাগূত্বী শক্তি বর্জন করা। মহান আল্লাহ বলেন,

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ أُمَّةٍ رَسُوْلًا أَنِ اعْبُدُوْا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ–

‘প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নিকট আমরা রাসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর এবং ত্বাগূত থেকে দূরে থাক’ *(নাহল ১৬/৩৬)*।

অতএব যারা গুমরাহকারী ত্বাগূতকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহ তে বিশ্বাস স্থাপন করে সে সুদৃঢ় হাতল ধারণ করেছে যা ভাঙ্গার নয়। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيْمٌ–

‘যে ব্যক্তি তাগূতে অবিশ্বাস করবে এবং আল্লাহ্র উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করবে, সে ব্যক্তি এমন এক মযবুত হাতল আঁকড়ে ধরল, যা কখনোই ভাঙ্গবার নয়। বস্তুতঃ আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ’ *(বাক্বারাহ ২/২৫৬)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন,

وَالَّذِيْنَ اجْتَنَبُوْا الطَّاغُوْتَ أَنْ يَعْبُدُوْهَا وَأَنَابُوْا إِلَى اللهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ–

‘পক্ষান্তরে যারা ত্বাগূতের পূজা হ’তে বিরত থাকে এবং আল্লাহ মুখী হয়, তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ। অতএব সুসংবাদ দাও আমার বান্দাদেরকে’ *(জুম‘আর ৩৯/১৭)* উল্লেখিত আয়াতগুলিতে ত্বাগূত বর্জন এবং তাওহীদ অর্জনের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। নিম্নে ত্বাগূতের সংক্ষিপ্ত পরিচয় পেশ করা হ’ল।

ত্বাগূত-এর পরিচয় :

(الطَّاغُوْتَ) ‘ত্বাগূত’ শব্দটি আরবী الطغيان (তুগইয়ান) শব্দ থেকে নির্গত। ত্বাগূত (الطَّاغُوتَ)-এর শাব্দিক অর্থ বিপদগামী, সীমালঙ্ঘনকারী, আল্লাহদ্রোহী, অবাধ্য, পথভ্রষ্ট, মূর্তি, শয়তান, দেবতা। প্রসিদ্ধ আরবী অভিধান লিসানুল আরব-এ বলা হয়েছে, كُلُّ مُجَاوِزٍ حدَّه فِي العِصْيان طَاغٍ– ‘যে বা যারা আনুগত্যের ক্ষেত্রে সীমালংঘন করে তারাই ত্বাগূত’।[৪]

ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন, الطَّاغُوتَ كلُّ مَا عُبِدَ مِنْ دُوْنِ اللهِ– আল্লাহ ব্যতীত অন্য যারই ইবাদত করা হয় তাকেই ‘ত্বাগূত’ বলা হয়’।[৫]

আবু ইসহাক বলেন, كلُّ معبودٍ مِنْ دُونِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ جِبْتٌ وطاغُوْتٌ– আল্লাহ ব্যতীত অন্য যারই ইবাদত করা হয় সেটিই ‘জিবত’ ও ‘ত্বাগূত’।[৬]

আবার যে ব্যক্তি আল্লাহ্র বিধানকে বাদ দিয়ে নিজের মন মত বিধান রচনা করে সেও ত্বাগূত হিসাবে পরিগণিত হবে। আর যারা মানব রচিত আইন মেনে চলে তারা ত্বাগূতের অনুসারী।

ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (৬৬১-৭২৮ হিঃ) বলেন,

---

৩. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫০২৮।

৪. লিসানুল আরব ১৫/৮ পৃ.।
৫. ফাতহুল মাজীদ শারহু কিতাবুত তাওহীদ পৃ. ৪৪ ।
৬. লিসানুল আরব ১৫/৯ পৃ. ।।

فالمعبود من دون الله اذا لم يكن كارها لذالك طاغوب ولهذا سمي النبي صلي الله عليه وسلم الاصنام طواغيت–

‘আল্লাহ ছাড়া যাদের ইবাদত করা হয় তারা যদি এতে অসন্তুষ্ট না হয় তবে তারাই ত্বাগূত। এজন্যই রাসূল (ছাঃ) মূর্তিগুলিকে ত্বাগূত নামকরণ করেছিলেন’।[৭]

মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহ্হাব বলেন,

الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله رضي بالعبادة من معبود او متبوع او مطاع في غير طاعة الله و رسوله فهو طاغوت-

‘ত্বাগূত হ’ল ঐ সকল মা‘বূদ অনুকরণীয়, অনুসরণীয় ব্যক্তি বা বস্তু আল্লাহ ব্যতীত যাদের ইবাদত করা হয় আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্যের বিপরীতে এবং তারা এতে সন্তুষ্টি থাকে’।[৮]

সাইয়্যেদ কুতুব বলেন,

كل ما يطغي علي الوعي و يجوز علي الحق ويتجاوز الحدود التي رسمها الله للعبادة، ولا يكون له ضابط من العقيدة في الله من الشريعة التي يسنها الله-

‘যারা সত্যকে অমান্য করে আল্লাহ্র দেওয়া সীমারেখা ইবাদতের ক্ষেত্রে অতিক্রম করে, আল্লাহ্র দেওয়া শরী‘আতের কোন পরোয়া করে না। ইসলামী আক্বীদার কোন গুরুত্ব রাখে না। এরা সবাই ত্বাগূত’।[৯]

ইবনে আবি হাতিমের বর্ণনায় রয়েছে ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) বলেন, الطاغوتُ الشيطانُ ‘ত্বাগূত হ’ল শয়তান’।[১০]

জাবির (রাঃ) বলেন,

الطَّاغُوتَ : كهان كانت عليهم الشياطين–

‘ত্বাগূত হ’ল জ্যোতিষী যার উপর শয়তান অবতরণ করে’।[১১]

এই ত্বাগূতকে বর্জন করার শিক্ষা দিতেই যুগে যুগে মহান আল্লাহ তা‘আলা রাসূল প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ বলেন,

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ–

‘প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নিকট আমরা রাসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর এবং ত্বাগূত থেকে দূরে থাক’ *(নাহল ১৬/৩৬)*।

ত্বাগূতে বিশ্বাসীদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ أُوتُوْا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا–

‘তুমি কি তাদের (ইহুদীদের) দেখনি, যাদেরকে ইলাহী কিতাবের কিছু অংশ দেওয়া হয়েছে। যারা প্রতিমা ও শয়তানের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং (মক্কার) কাফিরদের বলে যে, তারাই মুমিনদের চাইতে অধিক সুপথপ্রাপ্ত’ *(নিসা ৪/৫১)*। তিনি আরো বলেন,

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا–

‘আপনি কি তাদের দেখেননি, যারা ধারণা করে যে, তারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে যা আপনার উপর নাযিল হয়েছে তার উপর এবং যা আপনার পূর্বে নাযিল হয়েছে তার উপর। তারা ত্বাগূতের নিকট ফায়ছালা পেশ করতে চায়। অথচ তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল তাকে অস্বীকার করার জন্য। বস্তুতঃ শয়তান তাদেরকে দূরতম ভ্রষ্টতায় নিক্ষেপ করতে চায়’ *(নিসা ৪/৬০)*। অন্যত্র তিনি বলেন,

الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا–

‘যারা ঈমানদার তারা লড়াই করে আল্লাহ্র পথে। আর যারা কাফের তারা লড়াই করে ত্বাগূতের পথে। অতএব তোমরা লড়াই কর শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে। নিশ্চয়ই শয়তানের কৌশল অতীব দুর্বল’*(নিসা ৪/৭৬)*।

উল্লেখিত বর্ণনার প্রেক্ষিতে বুঝা যায়, ত্বাগূতের অনুসারীরা ভয়াবহ পরিস্থির শিকার হবে। যারা মনগড়া আইনে বিচার করে, তাক্বলীদের অনুসারী, মাযার-দরগার অনুসারী, গণক, জ্যোতিষী, যাদুতে বিশ্বাসী তারাই ত্বাগূতে বিশ্বাসী, এসব বিশ্বাস ত্যাগ করে তাওবা করা আবশ্যক। অন্যথায় জাহান্নামী হওয়ার নিশ্চয়তা রয়েছে।

৫ম শর্ত : الصِّدْقُ (আছ-ছিদক্ব) সত্যবাদিতা :

মিথ্যা এবং নিফাক্বী বর্জিত সত্যতা। ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ গ্রহণ করার পর এর এমন সত্যতা প্রকাশ করতে হবে যার মাঝে নিফাক্বী তথা শঠতা থাকবে না, থাকবে না মিথ্যা সন্দেহ-সংশয়, ও অবিশ্বাস। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

৭. ফাতাওয়া ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) ২৮/২০০।
৮. মাজমু‘ আত-তাওহীদ পৃ. ৯।
৯. তাফসীর ফী যিলালিল কুরআন ১/২৯২ পৃ.।
১০. ফাতহুল মাজীদ ১/১৬ পৃ.।
১১. ঐ।

Contents

إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَا يَقُولُهَا عَبْدٌ حَقًّا من قلبه فَيَمُوت وَهُوَ عَلَى ذَلِكَ إِلا حَرَّمَهُ اللَّه عَلَى النَّارِ لَا إِلَه إِلَّا اللهُ–

'নিশ্চয়ই আমি একটি কালিমা জানি যদি বান্দা সত্যিকারে অন্তর থেকে তা বলে এবং তার উপরে অটল থেকে মৃত্যু বরণ করে তবে তার জন্য জাহান্নাম হারাম হয়ে যায়, তা হ'ল 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'।[১২]

পক্ষান্তরে মুনাফিক্বরা তাওহীদের কালেমা মুখে বললেও অন্তরে তার স্থান নেই। মহান আল্লাহ বলেন, يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ– 'তারা মুখে তা বলে যা তাদের অন্তরে নেই'। *(ফাৎহ ৪৮/১১)*। অন্যত্র তিনি বলেন,

إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ–

'যখন তোমার কাছে মুনাফিকরা আসে, তখন বলে, আমরা স্বাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহ্‌র রাসূল এবং আল্লাহ জানেন যে, অবশ্যই তুমি তাঁর রাসূল। আর আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, অবশ্যই মুনাফিকরা মিথ্যাবাদী' *(মুনাফিকুন ৬৩/১)*। এ সকল বিষয় থেকে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, কালিমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর সত্যতা ভিতরে-বাহিরে সমানভাবে থাকতে হবে। শুধু বাহ্যিক সাক্ষ্য প্রদানের সত্যতার মাধ্যমে মুসলিম বা মুমিন হওয়া যায় না। বরং এটা মুনাফিকের লক্ষণ। আল্লাহ বলেন,

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ–

'আর লোকদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে, যারা বলে আমরা আল্লাহ ও বিচার দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি। অথচ তারা বিশ্বাসী নয়' *(বাক্বারাহ ২/৮)*। অত্র আয়াত দ্বারা বুঝা যায় অন্তরের সত্যায়ন ব্যতীত ঈমানদার হওয়া যায় না।

৬ষ্ঠ শর্ত : الْمُحَبَّةُ (আল-মুহাব্বাত) ভালোবাসা :

মুমিনগণ তাওহীদের এই কালিমাকে মনেপ্রাণে ভালোবাসবে, এর চাহিদা অনুযায়ী আমল করবে, এর প্রতি যাদের গভীর জ্ঞান রয়েছে তাদেরকেও ভালোবাসবে। নিজেকে কালিমার নিকট সমর্পণ করবে, মুখে ও অন্তরে কালিমার মুহাব্বাত প্রকাশ করবে। এই ভালোবাসার কিছু নিদর্শন বা আলামত হ'ল- ১. আল্লাহ্‌র ভালোবাসাকে অগ্রাধিকার দেওয়া ২. আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বন্ধুকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করা ৩. আল্লাহ্‌র শত্রুদের সাথে শত্রুতা পোষণ করতে হবে। ৪. রাসূল (ছাঃ)-এর পূর্ণ অনুগত্যশীল হ'তে হবে। ৫. তার আনিত হেদায়াতই হেদায়াতের একমাত্র পথ হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন,

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ–

'আর মানুষের মধ্যে এমন কিছু মানুষ রয়েছে, যারা অন্যকে আল্লাহ্‌র সমকক্ষ সাব্যস্ত করে। তারা তাদেরকে ভালোবাসে আল্লাহকে ভালোবাসার ন্যায়। কিন্তু যারা ঈমানদার তারা আল্লাহ্‌র জন্য সর্বাধিক ভালোবাসা পোষণ করে থাকে' *(বাক্বারাহ ২/১৬৫)*। তিনি আরো বলেন,

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ-

'মুহাম্মাদ আল্লাহ্‌র রাসূল এবং তার সহচরগণ কাফিরদের প্রতি কঠোর, নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভুতিশীল' *(ফাতাহ ৪৮/২৯)*।

৭ম শর্ত : الْإِخْلَاصُ (আল-ইখলাছ) একনিষ্ঠতা :

ইখলাছ বা একনিষ্টতা হ'ল বান্দার ইবাদত একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্যই নিবেদিত হওয়া, ইবাদতে গায়রুল্লাহ্‌র জন্য বিন্দু পরিমাণ অংশও নিবেদিত না হওয়া। এই কালিমাই যে ইসলামের একমাত্র মূলমন্ত্র তাতে দৃঢ় বিশ্বাস, অন্তর দিয়ে গ্রহণ এবং এতে নিজেকে সমর্পণ করাই এর মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। মহান আল্লাহ বলেন,

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ–

'অথচ তাদেরকে এছাড়া কোন নির্দেশ দেয়া হয়নি যে, তারা খালেছ অন্তরে একনিষ্ঠভাবে কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে এবং ছালাত কায়েম করবে ও যাকাত আদায় করবে। আর এটাই হ'ল সরল দ্বীন' *(বাইয়েনাহ ৯৮/৫)*।

ইতবান (রাঃ)-এর বর্ণনায় পাওয়া যায় রাসূল (ছাঃ) বলেন,

فَإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ يَبْتَغِى بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ–

'আল্লাহ তা'আলা এমন ব্যক্তির উপর জাহান্নামের আগুন হারাম করে দিয়েছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলেন'।[১৩]

এখানে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্থই হ'ল ইখলাছ। যার মধ্যে ইখলাছ নেই সে মুশরিক। আর যার মধ্যে এর সত্যতার স্বীকৃতি নেই সে মুনাফিক। ইখলাছের সাথে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলার সুফল সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন,

---

১২. মুসতাদরাক হাকেম হা/২৪২।

১৩. বুখারী হা/৪২৫; মুসলিম হা/১৫২৮।

يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَفِى قَلْبِه وَزْنُ شَعِيرَةٍ مِنْ خَيْرٍ، وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَفِى قَلْبِه وَزْنُ بُرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ، وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَفِى قَلْبِه وَزْنُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ قَالَ أَبَانُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنَسٌ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ إِيْمَانٍ. مَكَانَ مِنْ خَيْرٍ–

‘যে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলবে এবং তার অন্তরে একটি যব পরিমাণ ও নেকী থাকবে তাকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে। যে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলবে এবং তার অন্তরে একটি গম পরিমাণও নেকী থাকবে তাকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে। যে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলবে এবং তার অন্তরে একটি অনু পরিমাণও নেকী থাকবে তাকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন,

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَنْ لاَ يَسْأَلَنِى عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدٌ أَوَّلُ مِنْكَ،لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيثِ، أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ أَوْ نَفْسِهِ–

‘রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ’ল ক্বিয়ামতের দিন মানুষের মাঝে আপনার শাফা‘আত পেয়ে কে সবচেয়ে বেশী ধন্য হবে? উত্তরে রাসূল (ছাঃ) বললেন, ক্বিয়ামতের দিন মানুষের মাঝে ঐ ব্যক্তি আমার শাফা‘আত পেয়ে বেশী ধন্য হবে যে একনিষ্ঠচিত্তে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলবে’।[১৪]

উল্লেখিত হাদীছগুলোর মূল উদ্দেশ্য হ’ল ইখলাছের সাথে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’-এর সাক্ষ্য প্রদান করা। তাহ’লে ইখলাছের অর্জন করতে হ’লে সকল প্রকার হারাম কাজ-কর্ম ত্যাগ করতে হবে।

‘মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ’ তথা মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহ্র রাসূল এ কথার সাক্ষ্য প্রদানের শর্তসমূহ

ইলামের প্রথম স্তম্ভের ২য় অংশ হ’ল একথার সাক্ষ্য প্রদান করা যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহ্র প্রেরিত রাসূল। যিনি আব্দুল্লাহ্র ঔরশে আমেনার গর্ভে সকল মানবের সাধারণ নিয়মে পৃথিবীতে আগমণ করেন। মাটির তৈরী রক্ত-গোশতে গড়া এক মহান মানব। যার বংশ তালিকা ইসমাঈল (আঃ) পর্যন্ত মিশেছে। মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে রাসূল হিসাবে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করতে হ’লে ৪টি শর্ত অবশ্যই মেনে চলতে হবে।

১ম শর্ত : (طاعة النبي صلي الله عليه وسلم فيما امر) নবী করীম (ছাঃ) যা আদেশ করেছেন তার আনুগত্য করা :

মহান আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ–

‘হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর ও তোমাদের নেতৃবৃন্দের আনুগত্য কর। অতঃপর যদি কোন বিষয়ে তোমরা বাক-বিতণ্ডা কর, তাহ’লে বিষয়টি আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও। যদি তোমরা আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাক। এটাই কল্যাণকর ও পরিণতির দিক দিয়ে সর্বোত্তম’*(নিসা ৪/৫৯)*। অন্যত্র তিনি আরো বলেন,

مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا–

‘যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করে, সে আল্লাহ্র আনুগত্য করে। আর যে ব্যক্তি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাদের উপর আমরা আপনাকে রক্ষকরূপে প্রেরণ করিনি’ *(নিসা ৪/৮০)*।

রাসূলের অনুসরণের গুরুত্ব যেমন রয়েছে তেমন তার সফলতাও রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ–

‘এগুলি হ’ল আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমা। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে, তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার তলদেশ দিয়ে নদী সমূহ প্রবাহিত হয়। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আর এটাই হ’ল মহা সফলতা’ *(নিসা ৪/১৩)*। তিনি অন্যত্র বলেন,

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ–

‘তুমি বল, হে মানবজাতি! আমি তোমাদের সকলের প্রতি আল্লাহ্র প্রেরিত রাসূল। যার জন্যই আসমান ও যমীনের রাজত্ব। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। যিনি জীবিত করেন ও মৃত্যু দান করেন। অতএব তোমরা বিশ্বাস স্থাপন কর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর, যিনি নিরক্ষর নবী। যিনি বিশ্বাস স্থাপন করেছেন আল্লাহ ও তার বিধান সমূহের উপর। তোমরা তার অনুসরণ কর যাতে তোমরা সুপথপ্রাপ্ত হতে পার’ *(আ‘রাফ ৭/১৫৮)*।

---

১৪. *বুখারী হা/৯৯।*

Contents

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

كُلُّ أُمَّتِى يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَنْ أَبَى قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَمَنْ يَأْبَى قَالَ مَنْ أَطَاعَنِى دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِى فَقَدْ أَبَى-

'আমার সকল উম্মত জান্নাতে প্রবেশ করবে তবে যারা অস্বীকার করে তারা ব্যতীত। বলা হ'ল কারা অস্বীকার করে হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! তিনি বললেন, যে আমার অনুসরণ করে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে আর যে আমার অবাধ্যতা করবে সে জান্নাতে যেতে অস্বীকার করে'।[১৫]

মহান আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ-

'তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য কর এবং রাসূল (ছাঃ)-এর আনুগত্য কর এবং নিজেদের কর্ম বিনষ্ট করো না' *(মুহাম্মাদ ৪৭/৩৩)*। আয়াত ও হাদীছসমূহে রাসূল (ছাঃ)-এর আনুগত্যের তাকীদ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি এর অবহেলাকারীদের অপমানজনক অবস্থার সম্মুখীন হ'তে হবে।

২য় শর্ত : (تصديق فيما اخبر) রাসূল (ছাঃ) যে সকল বিষয়ে সংবাদ প্রদান করেছেন তার সত্যতা স্বীকার করা :

কারণ তিনি নিজে থেকে কিছুই বলেন না অহী ব্যতীত। মহান আল্লাহ বলেন,

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى-

'তিনি নিজের মনগড়া কিছুই বলেননি যতক্ষণ পর্যন্ত আমার পক্ষ থেকে অহি করা না হয়েছে' *(নজম ৫৩/৩-৪)*। তিনি আরো বলেন,

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ-

'সে যদি আমার নামে কোন কথা রচনা করত; তবে আমি তার ডান হাত ধরে ফেলতাম, অতঃপর তার গ্রীবা কেটে ফেলতাম। আর তোমাদের কেউ তাকে রক্ষা করতে পারত না' *(হাক্কাহ ৬৯/৪৪-৪৭)*। অতএব রামূল (ছাঃ) যেহেতু আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আদিষ্ট হয় কথা বলেন, 'সেহেতু রাসূলের কথা মুমিনের জন্য শিরোধার্য। এর ব্যতিক্রম করা যাবে না। আল্লাহ বলেন,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا-

'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে ফায়ছালা দিলে কোন মুমিন পুরুষ বা নারীর সে বিষয়ে নিজস্ব কোন ফায়ছালা দেওয়ার এখতিয়ার নেই। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করবে, সে ব্যক্তি স্পষ্ট ভ্রান্তিতে পতিত হবে' *(আহযাব ৩৩/৩৬)*।

৩য় শর্ত : (اجتناب ما نهي عنه صلي الله عليه وسلم وزجر) রাসূল (ছাঃ) যে সকল বিষয় নিষেধ করেছেন এবং ধমক দিয়েছেন তা বর্জন করা :

মহান আল্লাহ বলেন,

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا-

'রাসূল তোমাদের যা দিয়েছেন তা গ্রহণ কর, আর যা নিষেধ করেন তা বর্জন কর' *(হাশর ৫৯/৭)*। তিনি আরো বলেন,

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ-

'যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করে এবং তার সীমা অতিক্রম করে তিনি তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। সে সেখানে চিরকাল থাকবে। তার জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি *(নিসা ৪/১৪)*।

৪র্থ শর্ত : (ان لا يعبد الله الا بما شرع) রাসূল (ছাঃ) যা বিধিবদ্ধ করেছেন তা ব্যতীত আল্লাহ্র ইবাদত না করা :

নির্ধারিত কোন ইবাদতের ব্যাপারে রাসূল কর্তৃক শিখানো শরী'আতের কোন পদ্ধতি গ্রহণ না করে ইজতিহাদের দ্বারস্থ হওয়া সঠিক হবে না। বরং বিদ'আতের রূপান্তর হবে। যা জাহান্নামী হওয়ার পথ আর জান্নাতী হওয়ার অন্তরায়। মহান আল্লাহ বলেন,

كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ-

'আপনি মুশরিকদের সে বিষয়ে আমন্ত্রণ জানান তা তাদের মনোনীত করেন এবং তার অভিমুখী হয়, তাকে পথ প্রদর্শন করেন *(শুরা ৪২/১৩)*। রাসূলের শরী'আত ব্যতীত অন্য শরী'আত প্রনয়ণকারীদের ও অনুসরীদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। আল্লাহ বলেন,

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ-

'তাদের কি এমন শরীক আছে (মা'বূদ আছে) যারা তাদের জন্য সে ধর্মের শরী'আত প্রনয়ণ করেছে অথচ যার অনুমতি আল্লাহ দেননি? যদি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না থাকত তবে তাদের

১৫. *বুখারী হা/৭২৮০।*

ব্যাপার ফায়ছালা হয়ে যেত। নিশ্চয়ই যালেমদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি' *(শূরা ৪২/২১)*।

অত্র আয়াতে শরী'আত তৈরী এবং অন্য শরী'আত মেনে নেয়া উভয়ই চরম শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসাবে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيْ مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ–

'প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য আমরা পৃথক বিধান ও পন্থা নির্ধারণ করেছি। আল্লাহ চাইলে তোমাদের সবাইকে এক দলভুক্ত করে দিতেন। কিন্তু তিনি চান তোমাদেরকে যে বিধানসমূহ দিয়েছেন, তাতে তোমাদের পরীক্ষা নিতে। অতএব তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্যপূর্ণ কর্মসমূহে প্রতিযোগিতা কর। (মনে রেখ) আল্লাহ্র নিকটে তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন স্থল। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে অবহিত করবেন যেসব বিষয়ে তোমরা মতভেদ করতে' *(মায়েদাহ ৫/৪৮)*। এ আয়াতের তাফসীরে এসেছে,

وهي طاعة الله واتباعه شرعه الذي جعله ناسخا لما قبله والتصديق بكتابه القران الذي هو اخر كتاب انزله–

এখানে فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ অর্থ হ'ল তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য গ্রহণ কর সেই শরী'আতের অনুসরণ কর যা দ্বারা পূর্বের ধর্মের মানসুখ করা হয়েছে আর তার ঐ কিতাব 'আল কুরআন'-এর সত্যায়ন কর যা সর্বশেষ নাযিলকৃত কিতাব'।[১৬]

অত্র তাফসীরে স্পষ্টই বুঝা যায়, সকলকে রাসূল (ছাঃ)-এর শরী'আতের প্রতি দ্রুত অগ্রসর হ'তে হবে। শরী'আত কারো ব্যক্তিগত মতের ভিত্তিতে হ'তে পারে না।

আলী (রাঃ) বলেন, لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْىِ لَكَانَ أَسْفَلُ الْخُفِّ أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْـــلاَهُ – 'যদি দ্বীন মানুষের রায় অনুযায়ী হ'ত, তা'হলে মোযার উপরে মাসাহ করার চেয়ে তার নীচে মাসাহ করা অধিক উত্তম হ'ত।[১৭]

মহান আল্লাহ বলেন,

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيْعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ–

'অতঃপর আমরা তোমাকে রেখেছি ধর্মের এক বিশেষ শরী'আতের উপর। অতএব তুমি এর অনুসরণ কর এবং অজ্ঞদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করবে না। আল্লাহ্র সামনে তারা তোমার কোন উপকারে আসবে না। যালেমরা একে অপরের বন্ধু। আর আল্লাহ পরহেযগারদের বন্ধু' *(জাছিয়া ৪৫/১৮-১৯)*। এতে পরিস্কারভাবেই বুঝা যায় একজন মাত্র ব্যক্তির মাধ্যমে শরী'আত হয় তার নাম মুহাম্মাদ (ছাঃ)। সর্বশেষ এ কথা স্পষ্টই বলা যায় যে, যত বিধানাবলীর নির্দেশিকা আল্লাহ তা'আলা দিয়েছেন তা অনুসরণে বাধ্যবাদকতার আদেশ দানে নবীকে স্বয়ং আল্লাহ বলতে আদেশ দিয়েছেন,

অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ–

'আর এটিই আমার সরল পথ। অতএব তোমরা এ পথেরই অনুসরণ কর। অন্যান্য পথের অনুসরণ করো না। তাহলে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুৎ করে দেবে। এসব বিষয় তিনি তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যাতে তোমরা (ভ্রান্ত পথ সমূহ থেকে) বেঁচে থাকতে পার' *(আন'আম ৬/১৫৩)*।

পূর্বোল্লিখিত শর্ত সাপেক্ষে একজন মানুষ মুমিন হিসাবে পরিচয় দিতে পারে। শর্ত অপূর্ণ রেখে কেউ মুমিন দাবী করলেও মূলত মুমিন হ'তে পারবে না। বহু স্বঘোষিত মুমিনকে আল্লাহ তা'আলা বেঈমান, মুশরিক বলে ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি বলেন,

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ–

'আর লোকদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে, যারা বলে আমরা আল্লাহ ও বিচার দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি। অথচ তারা বিশ্বাসী নয়' *(বাক্বারাহ ২/৮)*। তিনি আরো বলেন,

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ–

'তাদের অধিকাংশ আল্লাহকে বিশ্বাস করে। অথচ সেই সাথে শিরক করে' *(ইউসুফ ১২/১০৬)*।

পরিশেষে বলব, কালিমার শর্তসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে মহান আল্লাহ আমাদেরকে খাঁটি ঈমানদার হওয়ার তাওফীক দান করুন-আমীন!

লেখক : ভেরামতলী, শ্রীপুর, গাজীপুর।

আহলেহাদীছ আন্দোলন কি?

ইহা দুনিয়ার মানুষকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মর্মমূলে জমায়েত করার জন্য ছাহাবায়ে কেরামের যুগ হ'তে চলে আসা নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলনের

১৬. ইবনু কাছীর ২/৯৩ পৃ.।

১৭. আবুদাউদ হা/১৬২।

সাংবাদিকতায় আহলেহাদীছ জামা'আতের অবদান

মূল (উর্দূ) : মাওলানা মুহাম্মাদ মুস্তাক্বীম সালাফী
অনুবাদ : নূরুল ইসলাম

(৪র্থ কিস্তি)

আহলেহাদীছ জামা'আতের যে সকল পত্র-পত্রিকা অদ্যাবধি চালু আছে :

যে সকল পত্র-পত্রিকা অদ্যাবধি চালু আছে তার সংখ্যা ৫৫টি। এগুলিকে পুরাতন পত্র-পত্রিকাগুলির মতো ভাগ করা হয়নি। এজন্য যে, দু'একটি বাদে প্রায় সব পত্রিকাই ধর্মীয়, গবেষণামূলক, নৈতিক ও সামাজিক প্রবন্ধমালাকে শামিল করে।

১. আছার (آثار) উর্দূ মাসিক; প্রকাশস্থল : মৌনাথভঞ্জন, প্রধান সম্পাদক মাওলানা জামীল আহমাদ আছারী, প্রকাশকাল : জানুয়ারী ১৯৮৩ খৃঃ। এই পত্রিকাটি জামে'আ আছারিয়া, মৌনাথভঞ্জনের মুখপত্র। এতে ধর্মীয়, গবেষণামূলক ও সংস্কারমূলক প্রবন্ধমালা প্রকাশিত হয়। এর মুখ্য উদ্দেশ্য হ'ল ইসলামী মাসলাক এবং ইসলামী আক্বীদা ও আমলকে তুলে ধরা। আর নেতিবাচকের চেয়ে ইতিবাচক দিকগুলো বেশী বর্ণনা করা। এর প্রথম সম্পাদক ছিলেন মাওলানা আব্দুল লতীফ আছারী। অতঃপর জুলাই ১৯৮৭ থেকে মাওলানা আযীযুল হক উমারী সম্পাদক ছিলেন এবং জুলাই ১৯৮৮ থেকে মাওলানা জামীল আহমাদ আছারী সম্পাদক আছেন। কিছু সমস্যার কারণে ১৯৮৮ থেকে এ পত্রিকাটি 'আছারে জাদীদ' (آثار جديد) নামে চালু আছে।

২. ইসলাম (اسلام) উর্দূ মাসিক; প্রকাশস্থল : মাদরাসা রিয়াযুল উলূম, দিল্লী, সম্পাদক মাওলানা আব্দুর রশীদ আযহারী, প্রকাশকাল : ১৯৭৭ খৃঃ। এটি একটি নিছক সংস্কারধর্মী পত্রিকা। এতে অবস্থার প্রেক্ষিতে উপকারী প্রবন্ধসমূহ প্রকাশিত হয়। এর প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম সম্পাদক ছিলেন মাওলানা আব্দুস সালাম বাস্তাবী। তাঁর মৃত্যুর পর ফেব্রুয়ারী ১৯৭৪ মোতাবেক ছফর ১৩৯৪ হিজরী থেকে অদ্যাবধি মাওলানা আব্দুর রশীদ আযহারী এর সম্পাদনা করছেন। এর কভারপেজে إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্র মনোনীত একমাত্র দ্বীন হ'ল ইসলাম' *(আলে ইমরান ৩/১৯)* লেখা থাকে।

৩. ইছলাহে সমাজ (اصلاح سماج) হিন্দী মাসিক; প্রকাশস্থল : দিল্লী, সম্পাদক ইহসানুল হক, প্রকাশকাল : মে ১৯৯০ খৃঃ। এই পত্রিকাটি মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছ, হিন্দ-এর মুখপত্র। এতে ধর্মীয়, সংস্কারমূলক ও নৈতিক প্রবন্ধমালা প্রকাশিত হয়। এতে দরসে কুরআনের একটা সিলসিলা শুরু করা হয়েছে। যেখানে মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরীর কুরআনের অনুবাদ পেশ করা হয়ে থাকে। এছাড়া দরসে হাদীছে নতুন নতুন মাসআলা, সম্পাদকীয় নোট, ধর্মীয় বিধি-বিধান ও মাসায়েল, সাংগঠনিক ও মুসলিম বিশ্বের সংবাদসমূহ, মহিলাদের মাসায়েল প্রভৃতি থাকে। নবী (ছাঃ)-এর সীরাত বিষয়ে 'পয়গম্বরে ইসলাম' নামে প্রত্যেক মাসে একটি প্রবন্ধও প্রকাশিত হয়।

৪. ইক্বরা (اقرأ) মালয়ালম, প্রকাশস্থল : কেরালা।

৫. আহলেহাদীছ (الحديث) উর্দূ মাসিক, প্রকাশস্থল বিশাখাপট্টম, অন্ধ্র প্রদেশ। এতে ধর্মীয় ও সংস্কারমূলক প্রবন্ধমালা প্রকাশিত হয়।

৬. আহলেহাদীস (বাংলা) মাসিক; প্রকাশস্থল : কলকাতা, সম্পাদক মাওলানা আইনুল বারী, প্রকাশকাল : ১৯৭২ খৃঃ। এতে ইসলামী কৃষ্টি-কালচার তুলে ধরা হয় এবং ধর্মীয় ও সংস্কারমূলক প্রবন্ধমালা প্রকাশিত হয়।

৭. এয়ারপোর্ট টাইমস (ایرپورٹ ٹائمز) উর্দূ দৈনিক; প্রকাশস্থল : জম্মু। এতে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সংবাদ সমূহ প্রকাশিত হয়।

৮. বালাকুতোকাম (بالاکوتو کام) মালয়ালম মাসিক; প্রকাশস্থল : কালিকট ১নং আরসিসি রোড, কেরালা। এটি ছোট ছোট বাচ্চাদের জন্য নির্দিষ্ট একটি ধর্মীয় পত্রিকা। এতে রাসূল জীবনী, ছাহাবী ও তাবেঈদের জীবনী, ছালাতের গুরুত্ব, ছালাত আদায়ের পদ্ধতি এবং ছালাতের দো'আসমূহ প্রভৃতি বিষয়ে প্রবন্ধমালা প্রকাশিত হয়। এটি প্রত্যেক মাযহাবের মুসলমানদের নিকট গ্রহণযোগ্য। এটি 'ত্বলাবাতুল মুজাহিদীন'-এর তত্ত্বাবধানে বের হয়।

৯. আল-বালাগ (البلاغ) উর্দূ মাসিক; প্রকাশস্থল : দারুল মা'আরিফ, মুম্বাই, সম্পাদক শায়খ আরশাদ মুখতার আযহারী, প্রকাশকাল : আগস্ট ১৯৯০ মোতাবেক মুহাররম ১৪১১ হিঃ। এটি একটি ধর্মীয়, সমাজ সংস্কারমূলক ও শিক্ষা বিষয়ক পত্রিকা। এর কভারপেজে লেখা আছে هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ- 'এটা মানুষের জন্য একটি সতর্ক বার্তা! যাতে এর মাধ্যমে তারা সাবধান হয় এবং জানতে পারে যে, তিনিই একমাত্র উপাস্য। আর যাতে জ্ঞানীরা উপদেশ গ্রহণ করে' *(ইবরাহীম ১৪/৫২)*। এতে সমকালীন সামাজিক সমস্যা সমূহ এবং দৈনন্দিন

Contents

জীবনে প্রয়োজনীয় প্রশ্নসমূহের উত্তর কুরআন ও হাদীছ থেকে দেয়া হয়। এর কভারপেজ খুব সুন্দর ও দৃষ্টিনন্দন।

১০. বুতাওয়া (بوتاوا) মালয়ালম মাসিক; প্রকাশস্থল : মুজাহিদ সেন্টার, কেরালা, সম্পাদক ও প্রকাশকাল অজ্ঞাত। এটি ‘ইদারায়ে হারকাতুস সাইয়িদাত ওয়াত তৃলেবাত’ (‘মহিলা ও ছাত্রীদের আন্দোলন’)-এর তত্ত্বাবধানে বের হয়। মহিলাদের মধ্যে ধর্মীয় অনুরাগ সৃষ্টি করার জন্য এতে প্রবন্ধমালা প্রকাশিত হয় এবং তাদের সম্পর্কে মাসআলা-মাসায়েল বর্ণনা করা হয়।

১১. বেংকার প্রোকতা (بنکر پروکتا) হিন্দী সাপ্তাহিক; প্রকাশস্থল : মৌনাথভঞ্জন, সম্পাদক মাওলানা ফযলুর রহমান আনছারী, প্রকাশকাল : ১৯৮৯ খৃঃ। এই পত্রিকায় স্থানীয় ও দেশীয় খবর সমূহ প্রকাশিত হয়। সাথে সাথে ইসলামের শিক্ষাসমূহ ও তার সৌন্দর্য বিষয়ক প্রবন্ধমালা থাকে।

১২. আল-বায়ান (البيان) উর্দূ মাসিক; প্রকাশস্থল : হায়দারাবাদ, দাক্ষিণাত্য, সম্পাদক মাওলানা মুশীরুদ্দীন, প্রকাশকাল : ১৯৫৫ খৃঃ। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মাওলানা আবূ তামীম মরহূম। এতে ধর্মীয় প্রবন্ধাবলী ছাড়াও প্রশ্নোত্তর এবং সংগঠন সংবাদ প্রকাশিত হয়। এতে কয়েক বছর পর্যন্ত ‘আল-মুনতাকা’-এর অনুবাদ ‘আল-মুছত্বফা’ প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৭৩ সালের ৫ই জানুয়ারীতে এর প্রতিষ্ঠাতার মৃত্যু হলে কয়েক মাস এ পত্রিকাটি বন্ধ থাকে। দ্বিতীয়বার ১৯৭৩ সালের জুলাই মাসে চালু হয় এবং সাইয়িদ আব্দুল হাকীম (এম. এ) সম্পাদক হন। পত্রিকা থেকে তার আলাদা হয়ে যাওয়ার পর এপ্রিল ১৯৭৪ থেকে এর সম্পাদক হন মাওলানা মুশীরুদ্দীন। যিনি প্রথম থেকেই এর সহকারী সম্পাদক ছিলেন। এর কভারপেজে লিখিত আছে هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ– ‘এই কিতাব (কুরআন) মানবজাতির জন্য স্পষ্ট বর্ণনা এবং আল্লাহভীরুদের জন্য পথপ্রদর্শক ও উপদেশবাণী’ *(আলে ইমরান ৩/১৩৮)*। এটি প্রাদেশিক জমঈয়তে আহলেহাদীছ, অন্ধ্র প্রদেশের মুখপত্রের ভূমিকা পালন করে।

১৩. পাডওয়া (پڈوا) মালয়ালম মাসিক; প্রকাশস্থল : কালিকট ১নং আরসিসি রোড, কেরালা। এই পত্রিকায় ধর্মীয়, সংস্কারমূলক ও সামাজিক প্রবন্ধমালা প্রকাশিত হয়।

১৪. তারজুমান (ترجمان) উর্দূ সাপ্তাহিক; প্রকাশস্থল : আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, সম্পাদক ফাওক্ব কারীমী, প্রকাশকাল অজ্ঞাত।

১৫. তারজুমানুস সালাফিইয়াহ (ترجمان السلفية) উর্দূ ত্রৈমাসিক; প্রকাশস্থল : মাশহাদাবাদ (হায়দারাবাদ); সম্পাদক হাকীম মুহাম্মাদ আব্দুছ ছবূর মাদানী, প্রকাশকাল অজ্ঞাত। এই পত্রিকায় ধর্মীয় ও সংস্কারধর্মী প্রবন্ধমালা প্রকাশিত হয়।

১৬. তারজুমানুস সুন্নাহ (ترجمان السنة) উর্দূ ত্রৈমাসিক; প্রকাশস্থল : রাচা (Racha), ব্রেলী। সম্পাদক মাওলানা রেযাউল্লাহ আব্দুর করীম মাদানী, প্রকাশকাল : মার্চ-মে ১৯৯২ মোতাবেক রামাযান-যিলক্বদ ১৪১২ হিঃ। এই পত্রিকায় ধর্মীয় ও সমাজ সংস্কারমূলক প্রবন্ধমালা ছাড়াও সুন্দরভাবে শিরক ও বিদ‘আতের খণ্ডন করা হয়। এটি আল-মা‘হাদুল ইসলামী, রাচার মুখপত্রের ভূমিকা পালন করে। এতে সংগঠন সংবাদও থাকে। এর কভারপেজে লিখিত আছে وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ– ‘যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে এবং আল্লাহকে ভয় করে ও তাঁর অবাধ্যতা হতে বেঁচে থাকে, তারাই হল কৃতকার্য’ *(নূর ২৪/৫২)*।

১৭. তাওহীদ (توحيد) উর্দূ পাক্ষিক; প্রকাশস্থল : শ্রীনগর, কাশ্মীর, সম্পাদক মুহাম্মাদ মুবারক মুবারকী। প্রকাশকাল : ১৯৮৭ খৃঃ। এই পত্রিকাটি মাওলানা আবুল হাসান মুবারকীর স্মরণে বাযমে তাওহীদে আহলেহাদীছ, জম্মু ও কাশ্মীরের তত্ত্বাবধানে বের হয়। এতে ধর্মীয় ও সংস্কারমূলক প্রবন্ধমালা প্রকাশিত হয়।

১৮. আত-তাও‘ইয়াহ (التوعية) উর্দূ মাসিক; প্রকাশস্থল : মাকতাবাতুত তাও‘ইয়াহ আল-ইসলামিয়াহ, জোগাবাঈ, নয়াদিল্লী। প্রকাশকাল : জানুয়ারী ১৯৮৬ মোতাবেক রবীউল আখের ও জুমাদাল উলা ১৪০৬ হিঃ, সম্পাদক মাওলানা আশিক আলী আছারী।

এই পত্রিকায় ধর্মীয়, সংস্কারমূলক ও ঐতিহাসিক প্রবন্ধমালা প্রকাশিত হয়। এর অন্যতম একটি উদ্দেশ্য হ’ল, এর মাধ্যমে ইসলাম ও ইসলামের নবীর শিক্ষাসমূহ এবং তাঁর জীবনের সঠিক পরিচয় তুলে ধরা। শত শত বছরের সেইসব অজ্ঞতা ও ভ্রান্ত ধারণার অবসান ঘটানোর চেষ্টা করা, যা দেশবাসীর মন-মস্তিষ্কে জেঁকে বসে আছে।

সময়ের পরিক্রমায় এর সম্পাদক পরিবর্তন হতে থাকে। মাওলানা আশিক আলী আছারীর পরে ডিসেম্বর ১৯৮৭ মোতাবেক রবীউল আখের ১৪০৮ হিজরী থেকে এর সম্পাদক হন মাওলানা রফীক আহমাদ সালাফী। ডিসেম্বর ১৯৯৬ পর্যন্ত তিনি এ পদে বহাল থাকেন। অতঃপর কিছু সমস্যার কারণে এই পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। অতঃপর মাকতাবাতুত তাও‘ইয়াহ আল-ইসলামিয়াহ, দিল্লী, ২০০৫ সাল থেকে তদস্থলে ‘আত-তিবয়ান’ নামে অন্য একটি পত্রিকা চালু করে। এর সম্পাদক হন শাকীল আহমাদ সানাবিলী। এ পত্রিকাটি অদ্যাবধি চালু আছে।

১৯. জারীদা তারজুমান (جريده ترجمان) উর্দূ সাপ্তাহিক; প্রকাশস্থল : দিল্লী, সম্পাদক মুহাম্মাদ সুলাইমান ছাবের, প্রকাশকাল : ১৯৫২ খৃঃ। এই পত্রিকাটি মারকাযী জমঈয়তে

আহলেহাদীছ, হিন্দ-এর তত্ত্বাবধানে বের হয়। এটি জমঈয়তের মুখপত্র। সাধারণতঃ মারকাযী জমঈয়তের সাধারণ সম্পাদকবৃন্দ এর তত্ত্বাবধান করেন। প্রথমে এই পত্রিকার নাম ছিল 'তারজুমান'। মাসে মাসে প্রকাশিত হ'ত। ১৯৫৭ সালে একে পাক্ষিক করা হয়। অতঃপর কিছু সমস্যার কারণে ১৯৮০ সালের জুনে 'জারীদা তারজুমান' নামে প্রকাশিত হতে শুরু করে। জানুয়ারী ১৯৯০ থেকে একে পাক্ষিকের পরিবর্তে সাপ্তাহিক করা হয়। পরপরই পুনরায় পাক্ষিক করা হয়। এর প্রথম প্রধান সম্পাদক ছিলেন মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্হাব আরাভী এবং প্রথম সম্পাদক ছিলেন মাওলানা আব্দুল হাকীম মাজায আ'যমী। অতঃপর মাওলানা আব্দুল জলীল রহমানী, মাওলানা আবু মাসঊদ ক্বামার বেনারসী, মাওলানা মুহাম্মাদ দাঊদ রায, ড. মুহাম্মাদ ইউসুফ মারকাযী একের পর এক সম্পাদক হন। মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্হাব আরাভীর পর সেপ্টেম্বর ১৯৭১ থেকে এর প্রধান সম্পাদক ও সম্পাদক হন মাওলানা আব্দুল হামীদ রহমানী।

১৯৭৫ সালে মাওলানা আব্দুস সালাম রহমানী এর সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেছিলেন। এরপর ১৯৭৮ সালের জুলাইয়ে মাওলানা আবুল কালাম আহমাদ বাস্তাবী এর সম্পাদক হন। অতঃপর বদর আযীমাবাদী, হাফেয মুহাম্মাদ ইউসুফ, হাকীম আজমল খাঁ একের পর এর সম্পাদক হন। অতঃপর ১৬ই মার্চ ১৯৮৭ থেকে ২১শে মার্চ ১৯৯০ পর্যন্ত মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্হাব খালজী এবং ১১ই এপ্রিল ১৯৯০ থেকে ২৯শে অক্টোবর ১৯৯৯ পর্যন্ত মাওলানা মুহাম্মাদ সুলাইমান ছাবের এর সম্পাদক ছিলেন। এরপর আব্দুল কুদ্দূস ইবনে আহমাদ নাকভী অনারারী সম্পাদক হন। অতঃপর ২৬শে জানুয়ারী ২০০১ থেকে ১লা ডিসেম্বর ২০০৬ পর্যন্ত মাওলানা রেযাউল্লাহ আব্দুল করীম সম্পাদক ছিলেন। এরপর ৩রা এপ্রিল ২০১১ পর্যন্ত মাওলানা মুহাম্মাদ মুকীম ফায়যী সম্পাদক ছিলেন। অতঃপর মে ২০১১ থেকে অদ্যাবধি এর সম্পাদক আছেন আব্দুল কুদ্দূস আতহার নাকভী।[১]

এই পত্রিকায় ধর্মীয়, গবেষণাধর্মী, নৈতিক, সংস্কারমূলক এবং সাংগঠনিক প্রবন্ধসমূহ প্রকাশিত হয়। উপরন্তু দেশের (ভারত) ও বিশ্বের মুসলমানদের সমস্যাসমূহের উপর আলোকপাত করা হয়।

২০. আল-জান্নাহ (*الجنة*) উর্দূ মাসিক; প্রকাশস্থল : মাদ্রাজ, সম্পাদক মাওলানা যায়নুল আবেদীন আলাভী, প্রকাশকাল : আগস্ট ১৯৯০। এই পত্রিকাটি ধর্মীয়, সংস্কারমূলক ও সামাজিক প্রবন্ধমালা প্রকাশ করে।

---

১. বর্তমানে এর প্রধান সম্পাদক মারকাযী জমঈয়তের সেক্রেটারী জেনারেল আছগার আলী ইমাম মাহদী সালাফী ।-অনুবাদক।

২১. আল-জান্নাহ (*الجنة*) তামিল মাসিক; প্রকাশস্থল : ৬৩ আয়ারকাট : স্ট্রীট, প্রেমবাট, মাদ্রাজ। সম্পাদক ও প্রকাশকাল অজ্ঞাত।

২২. আল-জিহাদ (*الجهاد*) আরবী, প্রকাশস্থল : কেরালা, সম্পাদক অজ্ঞাত।

২৩. হালাতে জাদীদ (*حالات جديد*) উর্দূ সাপ্তাহিক; প্রকাশস্থল : মৌনাথভঞ্জন, সম্পাদক ফযলুর রহমান আনছারী, প্রকাশকাল : ১৯৮৭ খৃঃ। এটি একটি রাজনৈতিক পত্রিকা। এতে দেশীয় সংবাদসমূহ প্রকাশিত হয়। বর্তমানে এর সম্পাদক শাহেদ জামাল আনছারী।

২৪. খবরনামা (*خبرنامہ*) উর্দূ দ্বিমাসিক; প্রকাশস্থল : সুহাস বাজার, সিদ্ধার্থনগর। সম্পাদক মাওলানা হামেদ আনছারী আঞ্জুম, প্রকাশকাল : সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর ১৯৯০ মোতাবেক মুহাররম ও রবীউল আউয়াল ১৪১১ হিঃ। এই পত্রিকাটি মারকাযুদ দাওয়াহ আস-সালাফিইয়াহ, সুহাস-এর মুখপত্র। এতে ধর্মীয় ও সাহিত্যিক প্রবন্ধমালা প্রকাশিত হয়। প্রথমে এটি ত্রৈমাসিক ছিল। জুলাই ১৯৯১ থেকে দ্বিমাসিক হয়েছে।

২৫. দাওয়াতে সালাফিইয়াহ (*دعوت سلفیہ*) উর্দূ মাসিক; প্রকাশস্থল : আলীগড়, সম্পাদক মাওলানা রেযাউল্লাহ আব্দুল করীম মাদানী, প্রকাশকাল : এপ্রিল ১৯৮৬ মোতাবেক শা'বান ১৪০৬ হিঃ। এটি একটি ধর্মীয় ও সংস্কারমূলক পত্রিকা। এর মুখ্য উদ্দেশ্য হ'ল ইসলাম ধর্মের পরিচিতি তুলে ধরা ও তার প্রচার-প্রসার, আত্মভোলা মানুষকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনা এবং লোকদের কুরআন ও সুন্নাহ্র উপর আমল করার দাওয়াত দেয়া। এ পত্রিকার প্রথম সম্পাদক ছিলেন মাওলানা মুহাম্মাদ আমীন আছারী। তারপর ১৯৮৮ সালে রফীক আহমাদ রঈস সালাফী এটির সম্পাদক হন। অতঃপর কিছুদিন মুহাম্মাদ শাহেদ আসলাম এর সম্পাদনা করেন। মার্চ-এপ্রিল ১৯৯১ থেকে এর সম্পাদক হিসাবে আছেন মাওলানা রেযাউল্লাহ আব্দুল করীম মাদানী । এর কভারপেজে রয়েছে ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ 'তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান কর প্রজ্ঞার মাধ্যমে' *(নাহল ১৬/১২৫)।*

২৬. দাওয়াতে ছাদিক (*دعوت صادق*) উর্দূ ত্রৈমাসিক; প্রকাশস্থল : পাটনা, সম্পাদক মাওলানা আব্দুস সামী' মাদানী, প্রকাশকাল : জুন-আগস্ট ১৯৮৭ খৃঃ। এই পত্রিকায় ধর্মীয়, সাহিত্যিক, গবেষণামূলক ও রাজনৈতিক প্রবন্ধসমূহ প্রকাশিত হয়। এছাড়া 'আক্বওয়ালে যর্রী', 'গুলদাস্তায়ে আশ'আর', 'গুলযারে তাবাসসুম' শিরোনামে প্রবন্ধমালা এবং কবিতা ও গযল প্রভৃতি প্রকাশিত হয়।

Contents

২৭. রাহে ই'তিদাল (راہ اعتدال) উর্দূ মাসিক; প্রকাশস্থল : ওমরাবাদ, মাদ্রাজ; সম্পাদক মাওলানা আবুল বায়ান হাম্মাদ উমারী, প্রকাশকাল : জানুয়ারী ১৯৯১ খৃঃ। এই পত্রিকায় ধর্মীয়, সংস্কারমূলক এবং সামাজিক প্রবন্ধমালা প্রকাশিত হয় এবং শেষ পৃষ্ঠাগুলিতে সংগঠন সংবাদও থাকে। এই পত্রিকাটি জামে'আ দারুস সালাম, ওমরাবাদ-এর পুরাতন ছাত্রদের মুখপত্র। এতে আধুনিক যুগের সমস্যাগুলির উপরে পর্যালোচনাও থাকে। এর কভারপেজে লেখা আছে قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي– 'তুমি বল এটাই আমার পথ। আমি ও আমার অনুসারীগণ ডাকি আল্লাহ্‌র দিকে জাগ্রত জ্ঞান সহকারে' *(ইউসুফ ১২/১০৮)*। মার্চ ১৯৯২ থেকে এর সম্পাদক হিসাবে আছেন মাওলানা হাবীবুর রহমান আ'যমী।

২৮. রাহে মনযিল (راہ منزل) উর্দূ সাপ্তাহিক; প্রকাশস্থল : জম্মু।

২৯. আর-রাহীক (الرحیق) উর্দূ মাসিক; প্রকাশস্থল : দিল্লী, সম্পাদক মাওলানা আবুল কালাম আহমাদ আছারী, প্রকাশকাল : জুলাই ১৯৮৯ মোতাবেক যিলহজ্জ ১৪০৯ হিঃ। এই পত্রিকায় ধর্মীয়, সংস্কারমূলক এবং নৈতিক প্রবন্ধমালা প্রকাশিত হয়। সাথে সাথে মুসলিম বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ সমূহের উপর পর্যালোচনা থাকে।

৩০. আস-সালসাবীল (السلسبیل) মালয়ালম দৈনিক; প্রকাশস্থল : কেরালা, সম্পাদক শায়খ ওমর আহমাদ মালাবারী; প্রকাশকাল অজ্ঞাত। এটি একটি রাজনৈতিক পত্রিকা। এতে স্বদেশ ও বিদেশের খবরাবর প্রকাশিত হয়।

৩১. আস-সালসাবীল (السلسبیل) মালয়ালম পাক্ষিক; প্রকাশস্থল : কেরালা, সম্পাদক শায়খ ওমর আহমাদ মালাবারী; প্রকাশকাল : অজ্ঞাত। এটি একটি ধর্মীয় পত্রিকা। এর উদ্দেশ্য কুরআন ও সুন্নাহ এবং বিগত সালাফী বিদ্বানদের শিক্ষাসমূহকে জনসাধারণের কাছে উপস্থাপন করা।

৩২. আশ-শাবাব (الشباب) মালয়ালম সাপ্তাহিক; প্রকাশস্থল : কালিকট, কেরালা; সম্পাদক শায়খ আব্দুর রাযযাক আস-সুল্লামী, প্রকাশকাল : অজ্ঞাত। এই পত্রিকাটি 'ইতিহাদুশ শুব্বান আল-মুজাহিদীন' কেরালার মুখপত্র। এতে যুবকদের রুচি অনুযায়ী কুরআন ও হাদীছের আলোকে প্রবন্ধমালা প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকাটি বিশেষভাবে আধুনিক শিক্ষা দ্বারা প্রভাবিত মুসলমানদেরকে ইসলামের সর্বোত্তম শিক্ষাভিমুখী করে।

৩৩. ছওতুল ইসলাম (صوت الاسلام) উর্দূ মাসিক; প্রকাশস্থল : জামে'আ রহমানিয়া, কান্দেঅলী (কাণ্ডিভ্যালী), মুম্বাই; সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হুসাইন ফায়যী, প্রকাশকাল আগস্ট ১৯৮৭। এই পত্রিকায় ধর্মীয়, সংস্কারমূলক ও সামাজিক প্রবন্ধমালা প্রকাশিত হয় এবং এর শেষ পৃষ্ঠাগুলিতে সংগঠন সংবাদও থাকে। (ক্রমশঃ)

[লেখক : সাবেক শায়খুল জামে'আহ, জামে'আ সালাফিইয়াহ, বেনারস, ভারত। অনুবাদক : গবেষণা সহকারী, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ এবং ভাইস প্রিন্সিপাল, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী]

লেখা আহ্বান

ইসলামের বিশুদ্ধ ও চিরন্তন আদর্শের প্রচার-প্রসার এবং সুস্থ সাহিত্য বিনির্মাণের দৃপ্ত অঙ্গীকার নিয়ে এগিয়ে চলেছে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর মুখপত্র **'তাওহীদের ডাক'**। সত্যানুসন্ধিৎসু যুবক, ছাত্র ও লেখকদের নিকট থেকে বিশুদ্ধ ইসলামী আক্বীদা ও সমাজ সংস্কারমূলক প্রবন্ধ-নিবন্ধ, মুসলিম ইতিহাস-ঐতিহ্য, আহলেহাদীছ আন্দোলন, মনীষী চরিত, সাময়িক প্রসঙ্গ, কবিতা, মতামত, শিক্ষণীয় গল্প প্রভৃতি বিষয়ে লেখা আহ্বান করা হচ্ছে।

-সহকারী সম্পাদক

পিতা-মাতার জন্য সন্তানের করণীয়

-আব্দুর রহীম

ভূমিকা :

এ পৃথিবীতে পিতা-মাতার সম্মান ও মর্যাদা নিঃসন্দেহে সবার উপরে। মহান আল্লাহ সমগ্র বিশ্ববাসীর একমাত্র উপাস্য ও অভিভাবক, পিতা-মাতা হ'ল সন্তানদের ইহকালীন জীবনের সাময়িক অভিভাবক। সুতরাং সন্তানদের কাজ হ'ল, আল্লাহ তা'আলার যাবতীয় হুকুম-আহকাম মানার সাথে সাথে পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করা। সন্তান জন্মের পর বাল্যকাল থেকে শুরু করে কৈশোর পর্যন্ত পিতা-মাতার তত্ত্বাবধানেই থাকে এবং সম্পূর্ণ অনুগত থাকে। অতঃপর যৌবনে বা সংসার জীবনের কোন কোন ক্ষেত্রে পিতা-মাতার সঙ্গে তার সন্তানদের মতপার্থক্য দেখা দিতে পারে, এটা স্বাভাবিক। সেজন্য মহাজ্ঞানী আল্লাহ তা'আলা পিতা-মাতার সঙ্গে তার সন্তানদের বাল্য জীবনের ভালবাসার ন্যায়ই সারা জীবন তা মযবূত ও বহাল রাখার আদেশ দিয়েছেন। নিম্নে এ বিষয়ে সবিস্তারে আলোকপাত করা হ'ল।

আল্লাহর পরেই পিতা-মাতার মর্যাদা :

মানব সৃষ্টির ইতিহাসে আদম ও হাওয়া ব্যতীত সকল সৃষ্টিই পিতা-মাতার মাধ্যমে পৃথিবীতে এসেছে। আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির পরিকল্পনা পিতামাতার মাধ্যমে সমাধান করেন। আর এজন্য তার ইবাদত পালনের পরপরই পিতামাতার সাথে সদাচারণ করা আবশ্যক করে দিয়েছেন। তাদের আদেশ-নিষেধ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে না হ'লে তা মান্য করে চলতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন,

وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُلْ لَّهُمَا أُفٍّ وَّلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيْماً- وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِيْ صَغِيْراً-

'আর তোমার প্রতিপালক আদেশ করেছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারু উপাসনা করো না এবং তোমরা পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ করো। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়ে যদি তোমার নিকট বার্ধক্যে উপনীত হন, তাহলে তুমি তাদের প্রতি উহ শব্দটিও করো না এবং তাদেরকে ধমক দিয়ো না। আর তাদের সাথে নরমভাবে কথা বল। আর তাদের প্রতি মমতাবশে নম্রতার পক্ষপুট অবনমিত কর এবং বল, হে আমার প্রতিপালক! তুমি তাদের প্রতি দয়া কর যেমন তারা আমাকে ছোটকালে দয়াবশে প্রতিপালন করেছিলেন' *(বনী ইসরাঈল ১৭/ ২৩- ২৪)*।

অন্যত্র তিনি বলেন,

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَاناً حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَّوَضَعَتْهُ كُرْهاً وَّحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَثُوْنَ شَهْراً حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِيْ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْ أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِيْ فِيْ ذُرِّيَّتِيْ إِنِّيْ تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ.

'আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহারের আদেশ দিয়েছি। তার জননী তাকে কষ্টসহকারে গর্ভে ধারণ করেছে এবং কষ্ট সহকারে প্রসব করেছে। তাকে গর্ভে ধারণ করতে ও তার দুধ ছাড়াতে লেগেছে ত্রিশ মাস। অবশেষে সে যখন শক্তি-সামর্থ্যের বয়সে ও চল্লিশ বছরে পৌঁছেছে, তখন বলতে লাগল, হে আমার পালনকর্তা! আমাকে সামর্থ্য দাও, যাতে আমি তোমার নে'মতের শুকরিয়া আদায় করতে পারি, যা তুমি দান করেছ আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে এবং যাতে আমি তোমার পসন্দনীয় সৎকাজ করি। আমার সন্তানদেরকে সৎকর্মপরায়ণ কর, আমি তোমারই অভিমুখী হ'লাম এবং আমি আজ্ঞাবহদের অন্যতম' *(আহক্বাফ ৪৬/১৫)*। অত্র আয়াতে চল্লিশ বছর বয়স উল্লেখ করার কারণ হ'ল- যে সন্তান এ বয়স পর্যন্ত মাতা-পিতার সাথে সুন্দর আচরণ করে তারা এর পরের বয়সে সাধারণত মাতা-পিতার অবাধ্য হয় না। তাদের চিন্তা থাকে তারা মাতা-পিতার সাথে খারাপ আচরণ করলে তাদের সন্তানেরাও তাদের সাথে খারাপ আচরণ করবে।

এ বিষয়ে আল্লাহ আরও বলেন, وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلَى وَهْنٍ وَّفِصَالُهُ فِيْ عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِيْ وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيْرُ. 'আর আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। তার মাতা তাকে কষ্টের পর কষ্ট স্বীকার করে গর্ভে ধারণ করেছে। তার দুধ ছাড়ানো হয় দু'বছরে। নির্দেশ দিয়েছি যে, আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। অবশেষে আমারই নিকট ফিরে আসতে হবে' *(লোক্বমান ৩১/ ১৪)*।

পবিত্র কুরআনের বাণীগুলোকে পরম শ্রদ্ধা ও বিনয়াবনত হৃদয়ে মূল্যায়ন করতে হবে। এখানে কোন দ্বিমত বা ভিন্নমত পোষণ করা হ'তে বিরত থাকতে হবে। আয়াতগুলোতে সাধারণভাবে মানুষকে আল্লাহর আনুগত্য ও ইবাদতের প্রতি অবিচল থাকা ও সাথে সাথে পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার, তাদের সেবা-যত্ন ও আনুগত্যের নির্দেশও দান করা হয়েছে। আয়াতের প্রারম্ভেই পিতা-মাতা উভয়ের সাথে সদ্ব্যবহারের আদেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু পরক্ষণেই মাতার কষ্টের কথা উল্লেখ করেছেন। গর্ভ ধারণের সময় কষ্ট, প্রসব বেদনার কষ্ট

ও দুধ পানের সময় কষ্ট সব সন্তানের ক্ষেত্রে মা'কেই সহ্য করতে হয়।

অতঃপর সকল আত্মীয়-স্বজন, আপনজন ও সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে সর্বাগ্রে পিতা-মাতার হক সম্পর্কিত আলোচনা করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

وَاعْبُدُوْا اللهَ وَلاَ تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِيْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالاً فَخُوْراً.

'উপাসনা কর আল্লাহ্র, শরীক করো না তাঁর সাথে অপর কাউকে, পিতা-মাতার সাথে সৎ ও সদয় ব্যবহার কর এবং নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম-মিসকীন, নিকট প্রতিবেশী, দূর প্রতিবেশী সংঙ্গী-সাথী, মুসাফির এবং দাস-দাসীর প্রতিও। নিশ্চয়ই আল্লাহ পসন্দ করেন না দাম্ভিক-অহংকারীকে' *(নিসা ৪/৩৬)*।

অন্যত্র আল্লাহ নিজের অবদানের পাশাপাশি মায়ের অবদান সন্তানদের স্মরণ করিয়ে বলেন, وَاللهُ أَخْرَجَكُم مِّنْ بُطُوْنِ أُمَّهَاتِكُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ. 'আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের মায়ের গর্ভ থেকে বের করেছেন। তোমরা কিছুই জানতে না। তিনি তোমাদেরকে কর্ণ, চক্ষু ও অন্তর দিয়েছেন, যাতে তোমরা অনুগ্রহ স্বীকার কর' *(নাহল ১৬/৭৮)*।

পবিত্র কুরআনে পিতা-মাতার হক সমূহকে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত ও আনুগত্যের সাথে যুক্ত করে বর্ণনা করা হয়েছে। যাতে বান্দা তার জীবদ্দশায় সতর্কতা বজায় রেখে অকৃত্রিমভাবে পিতা-মাতার ন্যায়সঙ্গত অধিকার পূর্ণ করতে সক্ষম হয়।

আল্লাহ্র অবাধ্যতায় মাতা-পিতার আনুগত্য প্রত্যাখ্যান করা : পিতামাতা তার সন্তানকে শরী'আত বিরোধী কোন কাজের আদেশ করলে, সন্তান তা প্রত্যাখ্যান করলেও কোন দোষ হবে না। যেমন আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কালামে বলেছেন,

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوْفاً وَاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُوْنَ.

'পিতা-মাতা যদি তোমাকে আমার সাথে এমন বিষয়কে শরীক স্থির করতে পীড়াপীড়ি করে, যার জ্ঞান তোমার নেই। তবে তুমি তাদের কথা মানবে না এবং দুনিয়াতে তাদের সাথে সদ্ভাবে সহঅবস্থান করবে। যে আমার অভিমুখী হয়, তার পথ অনুসরণ করবে। অতঃপর তোমাদের প্রত্যাবর্তন আমারই দিকে এবং তোমরা যা করতে, আমি সে বিষয়ে তোমাদেরকে অবগত করব' *(লোক্বমান ৩১/১৫)*।

এখানে শিরক বলতে আল্লাহ্র সত্তার সঙ্গে অন্য কিছুকে শরীক করা। একইভাবে আল্লাহ্র বিধানের সাথে অন্যের বিধানকে শরীক করা বুঝায়। ধর্মের নামে ও রাষ্ট্রের নামে মানুষের মনগড়া সকল বিধান এর মধ্যে শামিল। অতএব পিতা-মাতা যদি সন্তানকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বাইরে অন্য কিছু করতে চাপ প্রয়োগ করেন, তবে সেটি মানতে সন্তান বাধ্য হবে না। কিন্তু অন্য সকল বিষয়ে সদাচরণ করবে।

মুছ'আব বিন সা'দ তার পিতা সা'দ বিন খাওলা হ'তে বর্ণনা করেন যে, আমার মা একদিন আমাকে কসম দিয়ে বলেন, আল্লাহ কি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দেননি? فَوَاللهِ لاَ أَطْعَمُ طَعَاماً وَلاَ أَشْرَبُ شَرَاباً حَتَّى أَمُوتَ أَوْ تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ 'অতএব আল্লাহ্র কসম! আমি কিছুই খাবো না ও পান করবো না, যতক্ষণ না মৃত্যুবরণ করব অথবা তুমি মুহাম্মাদের প্রতি ঈমান পরিত্যাগ করবে'।[1] ফলে যখন তারা তাকে খাওয়াতেন, তখন গালের মধ্যে লাঠি ভরে দিয়ে ফাঁক করতেন ও তরল খাদ্য দিতেন। এভাবে তিন দিন যাওয়ার পর যখন মায়ের মৃত্যুর উপক্রম হ'ল, তখন সূরা আনকাবূত ৮ আয়াত নাযিল হ'ল, وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ– 'আর আমরা মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি যেন তারা পিতা-মাতার সাথে (কথায় ও কাজে) উত্তম ব্যবহার করে। তবে যদি তারা তোমাকে এমন কিছুর সাথে শরীক করার জন্য চাপ দেয়, যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, সে বিষয়ে তুমি তাদের কথা মান্য করো না। আমার কাছেই তোমাদের প্রত্যাবর্তনস্থল। অতঃপর আমি তোমাদের জানিয়ে দেব যেসব কাজ তোমরা করতে'।[2]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, মা বললেন, তুমি অবশ্যই তোমার দ্বীন ছাড়বে। নইলে আমি খাবনা ও পান করব না, এভাবেই মরে যাব। তখন তোমাকে লোকেরা তিরষ্কার করে বলবে, يَا قَاتِلَ أُمِّهِ 'হে মায়ের হত্যাকারী'! আমি বললাম, يَا أُمَّاهُ! لَوْ كَانَتْ لَكِ مِائَةُ نَفْسٍ، فَخَرَجَتْ نَفْسًا نَفْسًا مَا تَرَكْتُ دِينِي هَذَا فَإِنْ شِئْتِ فَكُلِي، وَإِنْ شِئْتِ فَلَا تَأْكُلِي 'হে মা! যদি তোমার একশ'টি জীবন হয়, আর এক একটি করে এভাবে বের হয়, তবুও আমি আমার এই দ্বীন ছাড়ব না। এখন তুমি চাইলে খাও, চাইলে না খাও! অতঃপর আমার এই দৃঢ় অবস্থান

---

১. *আহমাদ হা/১৬১৪; তিরমিযী হা/৩১৮৯, সনদ ছহীহ।*

২. *আনকাবূত ২৯/৮; ইবনু হিব্বান হা/৬৯৯২; শু'আবুল ঈমান হা/৭৯৩২; তাফসীরে ইবনু কাছীর ৬/২৬৫, সনদ ছহীহ।*

Contents

দেখে তিনি খেলেন। তখন অত্র আয়াত নাযিল হ'ল'।[৩] বস্তুতঃ এমন ঘটনা সকল যুগে ঘটতে পারে। তখন মুমিনকে অবশ্যই দুনিয়ার বদলে দ্বীনকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

মানব জাতিকে এক আল্লাহ্র ইবাদত ও আনুগত্য করার জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে। অতঃপর শ্রেষ্ঠত্বের এই মর্যাদা রক্ষায় তাকে প্রয়োজনীয় জ্ঞান-বুদ্ধি দান করা হয়েছে। কিন্তু মানবজাতির শত্রু ইবলীস ইবাদতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। ফলে সন্তানকে সতর্ক করা হয়েছে, যাতে শয়তানের অনুগত কোন মুশরিক পিতা-মাতা পিতৃত্বের দাবী নিয়ে নিজ সন্তানদের শিরক স্থাপনে বাধ্য করতে না পারে। কারণ শিরক হ'ল অমার্জনীয় পাপ। এখানে মহান আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে অধিকার প্রাপ্ত পিতা-মাতা ও সন্তান উভয়কেই শিরকমুক্ত থেকে ইসলামের প্রতি সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিগ্রহণের কঠোর নির্দেশ রয়েছে।

পবিত্র কুরআনে লিপিবদ্ধ ইবরাহীম (আঃ)-এর কাহিনী অবলম্বনে পিতা কর্তৃক পুত্রকে শিরকের পথে আহ্বান এবং পুত্র কর্তৃক পিতাকে সত্যের পথে আহ্বানের দলীল পাওয়া যায়। ইবরাহীম (আঃ)-এর পিতা মূর্তিপূজক তথা মুশরিক। অথচ ইবরাহীম (আঃ) ছিলেন সুপথপ্রাপ্ত। মহান আল্লাহ বলেন, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيْمُ لأَبِيْهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَاماً آلِهَةً إِنِّيْ أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِيْ ضَلاَلٍ مُّبِيْنٍ. 'স্মরণ করুন, যখন ইবরাহীম পিতা আযরকে বললেন, তুমি কি প্রতিমাসমূহকে উপাস্য মনে কর? আমি দেখতে পাচ্ছি যে, তুমি ও তোমার সম্প্রদায় প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় রয়েছ' *(আন'আম ৭৪)*।

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন,

وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيْمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِه عَالِمِيْنَ، إِذْ قَالَ لِأَبِيْهِ وَقَوْمِه مَا هَذِه التَّمَاثِيْلُ الَّتِيْ أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُوْنَ، قَالُوْا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِيْنَ، قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِيْ ضَلاَلٍ مُّبِيْنٍ.

'ইতিপূর্বে আমরা ইবরাহীমকে সৎপথের জ্ঞান দান করেছিলাম। আর আমরা তার সম্পর্কে সম্যক অবগত ছিলাম। যখন তিনি তার পিতা ও সম্প্রদায়কে বললেন, এই মূর্তিগুলি কী, যাদের পূজায় তোমরা রত আছ? তারা বলল, আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে এদের পূজারী হিসাবে পেয়েছি। তিনি বললেন, তোমরা ও তোমাদের বাপ-দাদারা স্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে রয়েছ' *(আম্বিয়া ২১/ ৫১-৫৪)*। ইবরাহীম (আঃ) পিতা কর্তৃক শিরকের আহ্বানে সাড়া দেননি। কারণ তাঁর পিতা আল্লাহ্র বিরুদ্ধে আহ্বান করেছিল। আর রাসূল (ছাঃ) সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, لاَ طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ 'স্রষ্টার অবাধ্যতায় সৃষ্টির প্রতি কোন আনুগত্য নেই'।[৪]

জীবিত থাকা অবস্থায় পিতা-মাতার সাথে সদাচরণের ফযীলত :

মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার জিহাদ অপেক্ষা উত্তম :

দ্বীন রক্ষার জন্য অনেক সময় জিহাদে যেতে হয়। আর আল্লাহ্র পথে জিহাদের ফযীলত কত বেশী তা বলার অপেক্ষা রাখে না। অথচ এই ফযীলতপূর্ণ আমলের উপর মাতা-পিতার সেবা করাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। যেমন হাদীছে এসেছে-

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضى الله عنهما يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَأْذَنَهُ فِى الْجِهَادِ، فَقَالَ : أَحَيٌّ وَالِدَاكَ ؟ . قَالَ : نَعَمْ . قَالَ: فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ-

আব্দুল্লাহ বিন আমর হতে বর্ণিত তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী (ছাঃ)-এর নিকট এসে জিহাদে যাবার অনুমতি প্রার্থনা করল। তখন তিনি বললেন, তোমার পিতামাতা জীবিত আছেন কি? সে বলল, হ্যাঁ। নবী (ছাঃ) বললেন, তবে তাঁদের খিদমতের চেষ্টা কর'।[৫]

হাফেয ইবনু হাজার আসকালানী (রহঃ) বলেন, এর অর্থ হ'ল- 'তোমার পিতা মাতা জীবিত থাকলে তাদের সেবা ও খিদমতে সর্বোচ্চ চেষ্টা ব্যয় কর। কারণ এটি জিহাদের স্থলাভিষিক্ত হবে' *(ফাৎহুল বারী ১০/৪০৩)*। অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ أَقْبَلَ رَجُلٌ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: أُبَايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ أَبْتَغِى الأَجْرَ مِنَ اللَّهِ. قَالَ : فَهَلْ مِنْ وَالِدَيْكَ أَحَدٌ حَىٌّ ؟ قَالَ نَعَمْ، بَلْ كِلاَهُمَا. قَالَ : فَتَبْتَغِى الأَجْرَ مِنَ اللَّهِ. قَالَ : نَعَمْ. قَالَ : فَارْجِعْ إِلَى وَالِدَيْكَ فَأَحْسِنْ صُحْبَتَهُمَا-

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আ'ছ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল, আমি আপনার হাতে হিজরত ও জিহাদের জন্য বায়'আত গ্রহণ করব। এতে আমি আল্লাহর কাছে পুরস্কার ও বিনিময় আশা করি। তিনি বললেন, তোমার মাতা-পিতার মধ্যে কেউ জীবিত আছেন কি? সে বলল, হ্যাঁ, বরং উভয়ে জীবিত আছেন। তিনি বললেন, তাহ'লে তুমি আল্লাহ্র কাছে বিনিময় আকাঙ্খা করছ? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাহ'লে তুমি তোমার পিতামাতার কাছে ফিরে যাও এবং তাদের দু'জনের সঙ্গে সদাচরণপূর্ণ জীবন যাপন কর'।[৬]

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, আমি তাদের উভয়কে ক্রন্দনরত অবস্থায় ছেড়ে এসেছি। রাসূল (ছাঃ) বললেন, এরপরেও তুমি

৩. *কুরতুবী হা/৪৮৪৯, ৪৮৫০; তিরমিযী হা/৩১৮৯, হাদীছ ছহীহ; ইবনু কাছীর ৬/৩৩৭।*

৪. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, শারহুস সুন্নাহ, মিশকাত হা/৩৬৬৪ ও ৩৬৯৬।*

৫. *বুখারী হা/৩০০৪; মুসলিম হা/২৫৪৯; মিশকাত হা/৩৮১৭।*

৬. *মুসলিম হা/২৫৪৯; ছহীহ আত-তারগীব হা/২৪৮০।*

আল্লাহ্র নিকট পুরস্কার আশা কর? লোকটি বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, 'তুমি তোমার পিতা-মাতার নিকট ফিরে যাও ও সর্বোত্তম সাহচর্য দান কর এবং তাদের কাছেই (খিদমতে) জিহাদ কর'।[৭] তিনি আরও বলেন, فَارْجِعْ إِلَيْهِمَا فَأَضْحِكْهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا، وَأَبَى أَنْ يُبَايِعَهُ 'তুমি তাদের কাছে ফিরে যাও। অতঃপর তাদেরকে হাসাও, যেমন তুমি তাদেরকে কাঁদিয়েছ। অতঃপর তিনি তার বায়'আত নিতে অস্বীকার করলেন'।[৮] অন্যহাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ : أَنَّ رَجُلاً هَاجَرَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْيَمَنِ فَقَالَ: هَلْ لَكَ أَحَدٌ بِالْيَمَنِ؟ قَالَ : أَبَوَاىَ. قَالَ : أَذِنَا لَكَ ؟. قَالَ : لاَ. قَالَ : ارْجِعْ إِلَيْهِمَا فَاسْتَأْذِنْهُمَا فَإِنْ أَذِنَا لَكَ فَجَاهِدْ وَإِلاَّ فَبِرَّهُمَا-

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি ইয়ামন থেকে হিজরত করে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট চলে আসলে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়ামনে তোমার কেউ আছে? সে বলল, আমার মাতা-পিতা আছেন। তিনি বললেন, তারা তোমাকে অনুমতি দিয়েছে? সে বলল, না। তিনি বললেন, তুমি তাদের নিকট ফিরে গিয়ে তাদের কাছে অনুমতি প্রার্থনা কর। তারা অনুমতি নিয়ে জিহাদে যাও। অন্যথায় তাদের সাথে সদাচরণে লিপ্ত থাক'।[৯]

এর দ্বারা বুঝা যায় যে, পিতা-মাতার সেবা কখনো কখনো জিহাদের চেয়ে উত্তম হয়ে থাকে। জমহূর বিদ্বানগণের নিকটে সন্তানের উপর জিহাদে যাওয়া হারাম হবে, যদি তাদের মুসলিম পিতা-মাতা উভয়ে কিংবা কোন একজন জিহাদে যেতে নিষেধ করেন। কেননা তাদের সেবা করা সন্তানের জন্য 'ফরযে 'আইন'। পক্ষান্তরে জিহাদ করা তার জন্য 'ফরযে কিফায়াহ'। যা সে না করলেও অন্য কেউ করবে ইসলামী রাষ্ট্রের আমীরের হুকুমে'।[১০]

সর্বোত্তম আমল :

বিভিন্ন হাদীছে বিভিন্ন আমলকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। কতগুলো ইবাদত রয়েছে আল্লাহ্র সাথে সংশ্লিষ্ট। আবার কতগুলো ইবাদত রয়েছে যা বান্দার সাথে সংশ্লিষ্ট। বান্দার সাথে সংশ্লিষ্ট ইবাদতগুলোর মধ্যে পিতামাতার সাথে সুন্দর আচরণ করা সর্বশ্রেষ্ঠ আমল। যেমন হাদীছে এসেছে-

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم أَىُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ؟ قَالَ: الصَّلاَةُ عَلَى وَقْتِهَا. قَالَ: ثُمَّ أَىٌّ قَالَ : ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ . قَالَ : ثُمَّ أَىٌّ قَالَ: الْجِهَادُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ. قَالَ حَدَّثَنِى بِهِنَّ وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِى-

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! কোন কাজ সর্বোত্তম? তিনি বললেন, সময় মত ছালাত আদায় করা। আমি বললাম, অতঃপর কোনটি? তিনি বলেন, অতঃপর পিতা-মাতার সঙ্গে সদাচরণ করা। আমি বললাম, অতঃপর কোনটি? তিনি বললেন, আল্লাহর পথে জিহাদ। অতঃপর আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)-কে আর কিছু জিজ্ঞেস না করে আমি চুপ রইলাম। আমি যদি আরো বলতাম, তবে তিনি আরও অধিক বলতেন'।[১১] উল্লেখ যে, আল্লাহর নিকট প্রিয় কাজের স্থানে কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে, এমন আমল যা জান্নাতের নিকটবর্তী কারী, বা শ্রেষ্ঠ আমলের কথা বলা হয়েছে।[১২] অন্য বর্ণনায় এসেছে, আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা'।[১৩] এর দ্বারা বুঝা যায় যে, পিতা-মাতার সেবা করার স্থান ছালাতের পরে এবং জিহাদে গমন করার উপরে।

আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উপায় :

মায়ের যেমন সন্তানের নিকট বিশেষ মর্যাদা রয়েছে তেমনি পিতারও বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। পিতা যদি কোন বৈধ কারণে সন্তানের উপর অসন্তুষ্ট থাকেন, তাহ'লে আল্লাহ তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে যান। কারণ একজন সন্তানকে আদর্শবান হিসাবে গড়ে তুলতে পিতার আর্থিক ও মানসিক অবদান রয়েছে। যেমন হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : رِضَا الرَّبِّ فِى رِضَا الْوَالِدِ وَسَخَطُ الرَّبِّ فِى سَخَطِ الْوَالِدِ-

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি নবী (সাঃ) হতে বর্ণনা করেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'পিতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি এবং পিতার অসন্তুষ্টির মধ্যেই আল্লাহ তা'আলার অসন্তুষ্টি রয়েছে'।[১৪] অন্য সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল (ছাঃ) বলেন, طَاعَةُ اللهِ طَاعَةُ الْوَالِدِ وَمَعْصِيَةُ اللهِ مَعْصِيَةُ الوَالِدِ 'পিতার আনুগত্যে আল্লাহ্র আনুগত্য রয়েছে এবং পিতার অবাধ্যতায় আল্লাহ্র অবাধ্যতা রয়েছে'।[১৫] এই হাদীছের ব্যাখ্যায় মোল্লা আলী কারী বলেন, মাতাও এর মধ্যে শামিল। বরং মায়ের বিষয়টি আরো গুরুত্ববহ। যেমন অন্য

৭. মুসলিম হা/২৫৪৯; মিশকাত হা/৩৮১৭ (৫-৬)।
৮. আবুদাঊদ হা/২৫২৮; ছহীহ আত-তারগীব হা/২৪৮১।
৯. আবুদাঊদ হা/২৫৩০; আহমাদ হা/১১৭৩৯; ছহীহুল জামে' হা/৮৯২; ছহীহ আত-তারগীব হা/২৪৮২।
১০. ত্বাহাবী, শারহু মুশকিলুল আছার ৫/৫৬৩; খাত্ত্বাবী, মু'আলিমুস সুনান ৩/৩৭৮।
১১. বুখারী হা/২৭৮২; মুসলিম হা/৮৫; মিশকাত হা/৫৬৮।
১২. মুসলিম হা/৮৫।
১৩. তিরমিযী হা/১৭০; আহমাদ হা/২৭১৪৮; মিশকাত হা/৬০৭; ছহীহ আত-তারগীব হা/৩৯৯।
১৪. তিরমিযী হা/১৮৯৯; মিশকাত হা/৪৯২৭; ছহীহাহ হা/৫১৬।
১৫. তাবারাণী. মু'জামুল আওসাত্ব হা/২২৫৫; মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/১৩৩৯১; ছহীহ আত-তারগীব হা/২৫০২।

বর্ণনায় এসেছে- رِضَا اَللَّهِ فِي رِضَا اَلْوَالِدَيْنِ, وَسَخَطُ اَللَّهِ فِي سَخَطِ اَلْوَالِدَيْنِ ‘পিতামাতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি এবং পিতামাতার অসন্তুষ্টির মধ্যেই আল্লাহ তা'আলার অসন্তুষ্টি রয়েছে’।[১৬] আল্লামা মানাবী বলেন, কেননা আল্লাহ সন্তানকে পিতার আনুগত্য ও তাকে সম্মান করতে আদেশ করেছেন। অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নির্দেশ বাস্তবায়ন করল, সে বস্তুতঃ আল্লাহ্‌র সাথে সুন্দর আচরণ করল এবং তাঁকে সম্মান ও মর্যাদা দান করল। এতে আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার আদেশকে অমান্য করবে তিনি তার প্রতি রাগান্বিত হবেন’ ।[১৭]

জান্নাত লাভের উপায় :

পিতামাতার আদেশ-নিষেধ পালন করলে এবং তাদের আদেশকে যথাযথভাবে হিফাযত করলে জান্নাত লাভ করা যায়। কারণ তারা সন্তানের জন্য জান্নাতে যাওয়ার শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। যেমন হাদীছে এসেছে-

عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ أَنَّ رَجُلاً أَتَاهُ فَقَالَ : إِنَّ لِى امْرَأَةً وَإِنَّ أُمِّى تَأْمُرُنِى بِطَلاَقِهَا. قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : الْوَالِدُ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ فَإِنْ شِئْتَ فَأَضِعْ ذَلِكَ الْبَابَ أَوِ احْفَظْهُ–

আবুদ্দারদা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি তার নিকটে এসে বলল, আমার স্ত্রী আছে। আর আমার মা আমার স্ত্রীকে তালাক দানের নির্দেশ দিচ্ছেন। এমতাবস্থায় আমি কি করব? জবাবে আবুদ্দারদা বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট থেকে শুনেছি। তিনি বলেছেন, ‘পিতা হ’লেন জান্নাতের উত্তম দরজা। এক্ষণে তুমি তা রেখে দিতে পার অথবা বিনষ্ট করতে পার’।[১৮] অত্র হাদীছে পিতা দ্বারা জিনস তথা মাতা-পিতা উভয়কে বুঝানো হয়েছে’।[১৯]

বয়স ও রিযিক বৃদ্ধি :

পিতামাতার সাথে সদাচরণ করলে আল্লাহ বেশী বেশী সৎ আমল করার সুয়োগ দেন এবং আয়-রোজগারে বরকত দান করেন। যেমন হাদীছে এসেছে-

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُمَدَّ لَهُ فِى عُمْرِهِ وَأَنْ يُزَادَ لَهُ فِى رِزْقِهِ فَلْيَبَرَّ وَالِدَيْهِ وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ

আনাস ইবনু মারেক (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি তার আয়ু বৃদ্ধি কামনা করে ও নিজের জীবিকায় প্রশস্ততা চায় সে যেন তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করে ও আত্মীয়দের সাথে উত্তম আচরণ করে’।[২০] সালমান ফারেসী (রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে, لاَ يَرُدُّ الْقَضَاءَ إِلاَّ الدُّعَاءُ وَلاَ يَزِيدُ فِى الْعُمُرِ إِلاَّ الْبِرُّ ‘তাক্বদীর পরিবর্তন হয় না দো‘আ ব্যতীত এবং বয়স বৃদ্ধি হয় না সৎকর্ম ব্যতীত’।[২১] অর্থাৎ যে সব বিষয় আল্লাহ দো‘আ ব্যতীত পরিবর্তন করেন না, সেগুলি দো‘আর ফলে পরিবর্তিত হয়। আর ‘সৎকর্মে বয়স বৃদ্ধি পায়’ অর্থ ঐ ব্যক্তির আয়ুতে বরকত বৃদ্ধি পায়। যাতে নির্ধারিত আয়ু সীমার মধ্যে সে বেশী বেশী সৎকাজ করার তাওফীক লাভ করে এবং তা তার আখেরাতে সুফল বয়ে আনে *(মিরক্বাত, মির‘আত)*। কেননা মানুষের রূযী ও আয়ু আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত। যাতে কোন কমবেশী হয় না’।[২২]

পিতামাতার খিদমত করা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদরত থাকার সমতুল্য :

মানুষ জীবনে সফল হওয়ার জন্য বিভিন্ন চেষ্টা-প্রচেষ্টা করে থাকে। কেউ দুনিয়াতে সফল হয়। আবার কেউ ব্যর্থ হয়। কিন্তু পিতামাতার খিদমতে সময় ব্যয় করলে দুনিয়া এবং পরকালে নিশ্চিত সফলতা। তা ছাড়া এটি আল্লাহ্‌র পথে জিহাদের সমতুল্য। হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ مَعَ رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا شَابٌّ مِنَ الثَّنِيَّة فَلَمَّا رَأَيْنَاهُ بِأَبْصَارِنَا قُلْنَا : لَوْ أَنَّ هَذَا الشَّابَ جَعَلَ شَبَابَهُ وَنَشَاطَهُ وَقُوَّتَهُ فِى سَبِيلِ اللَّه قَالَ فَسَمِعَ مَقَالَتَنَا رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم قَالَ : وَمَا سَبِيلُ اللَّه إِلاَّ مَنْ قُتِلَ؟ مَنْ سَعَى عَلَى وَالِدَيْه فَفِى سَبِيلِ اللَّه، وَمَنْ سَعَى عَلَى عِيَاله فَفِى سَبِيلِ اللَّه، وَمَنْ سَعَى عَلَى نَفْسه لِيُعِفَّهَا فَفِى سَبِيلِ اللَّه، وَمَنْ سَعَى عَلَى التَّكَاثُرِ فَهُوَ فِى سَبِيلِ الشَّيْطَانِ–

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে বসা ছিলাম। হঠাৎ করে একজন যুবক ছানিয়া নিম্ন ভূমি থেকে আগমন করল। তাকে গভীর দৃষ্টিতে অবলোকন করে বললাম, যদি এই যুবকটি তার যৌবন, উদ্যম ও শক্তি আল্লাহর পথে ব্যয় করত! বর্ণনাকারী বলেন, রাসূল (ছাঃ) আমাদের বক্তব্য শুনে বললেন, কেবল নিহত হলেই কি আল্লাহ্‌র পথ? যে ব্যক্তি মাতা-পিতার খিদমতে চেষ্টা করবে সে আল্লাহর পথে। যে পরিবার-পরিজনের জন্য চেষ্টায়রত সে আল্লাহর পথে। যে ব্যক্তি

---

১৬. *শু‘আবুল ঈমান হা/৭৮৩০; ছহীহুল জামে‘ হা/৩৫০৭; ছহীহ আত-তারগীব হা/২৫০৩।*

১৭. *ফায়যুল বারী হা/৪৪৫৬-এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।*

১৮. *আহমাদ হা/২৭৫৫১; তিরমিযী হা/১৯০০; ইবনু মাজাহ হা/২০৮৯; মিশকাত হা/৪৯২৮; ছহীহাহ হা/৯১৪।*

১৯. *মিরকাত ৭/৩০৮৯, ৪৯২৮ হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।*

২০. *আহমাদ হা/১৩৪২৫; ছহীহ আত-তারগীব হা/২৪৮৮।*

২১. *তিরমিযী হা/২১৩৯; মিশকাত হা/২২৩৩; ছহীহাহ হা/১৫৪।*

২২. *ক্বামার ৫৪/৫২-৫৩; আ‘রাফ ৭/৩৪; বুখারী হা/৬৫৯৪; মুসলিম হা/২৬৪৩; মিশকাত হা/৮২ ‘তাক্বদীরে বিশ্বাস’ অনুচ্ছেদ।*

Contents

নিজেকে গুনাহ থেকে রক্ষার চেষ্টায়রত সে আল্লাহর পথে। আর যে ব্যক্তি সম্পদের প্রাচুর্যতার চেষ্টায়রত সে শয়তানের পথে'।[২৩]

পিতামাতার সাথে নম্র ভাষায় কথা বলায় জান্নাত লাভ :

পিতামাতার সাথে এমনভাবে কথা বলতে হবে যাতে তারা কোনভাবেই কষ্ট না পান। আল্লাহর সৎ বান্দাদের বৈশিষ্ট্য হল তারা বিনয়ের সাথে চলে এবং নম্র ও ভদ্র ভাষায় কথা বলে। বিশেষতঃ পিতামাতার সাথে বিনয়ের সাথে কথা বললে জান্নাত লাভ করা যায়। হাদীছে এসছে-

وَعَنْ طَيْسَلَةَ بْنِ مَيَّاسٍ قال: كُنْتُ مَعَ النَّجَدَاتِ فَأَصَبْتُ ذُنُوبًا لاَ أَرَاهَا إِلاَّ مِنَ الْكَبَائِرِ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لابْنِ عُمَرَ , قَالَ: مَا هِيَ؟ , قُلْتُ: كَذَا وَكَذَا، قَالَ: لَيْسَتْ هَذِهِ مِنَ الْكَبَائِرِ، هُنَّ تِسْعٌ: الإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَقَتْلُ نَسَمَةٍ، وَالْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَةِ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَإِلْحَادٌ فِي الْمَسْجِدِ، وَالَّذِي يَسْتَسْخِرُ وَبُكَاءُ الْوَالِدَيْنِ مِنَ الْعُقُوقِ , ثُمَّ قَالَ لِي ابْنُ عُمَرَ: أَتَفْرَقُ النَّارَ وَتُحِبُّ أَنْ تَدْخُلَ الْجَنَّةَ؟ , قُلْتُ: إِي وَاللهِ، قَالَ: أَحَيٌّ وَالِدُكَ؟ , قُلْتُ: عِنْدِي أُمِّي، قَالَ: فَوَاللهِ لَوْ أَلَنْتَ لَهَا الْكَلاَمَ، وَأَطْعَمْتَهَا الطَّعَامَ، لَتَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ , مَا اجْتَنَبْتَ الْكَبَائِرَ-

তায়সালা ইবনু মাইয়াস (রহঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত ছিলাম। আমি কিছু পাপকাজ করে বসি যা আমার মতে কবীরা গুনাহর শামিল। আমি তা ইবনু ওমর (রাঃ)-এর কাছে উল্লেখ করলে তিনি জিজ্ঞেস করেন, তা কি? আমি বললাম, এই এই ব্যাপার। তিনি বলেন, এগুলো কবীরা গুনাহর অন্তর্ভুক্ত নয়। কবীরা গুনাহ নয়টি। (১) আল্লাহর সাথে শরীক করা, (২) নরহত্যা, (৩) জিহাদের ময়দান থেকে পলায়ন, (৪) সতী-সাধ্বী নারীর বিরুদ্ধে যেনার মিথ্যা অপবাদ রটানো, (৫) সূদ খাওয়া, (৬) ইয়াতীমের মাল আত্মসাৎ করা, (৭) মসজিদে ধর্মদ্রোহী কাজ করা, (৮) ধর্ম নিয়ে উপহাস করা এবং (৯) সন্তানের অসদাচরণ যা পিতা-মাতার কান্নার কারণ হয়। ইবনে ওমর (রাঃ) আমাকে বলেন, তুমি কি জাহান্নাম থেকে দূরে থাকতে এবং জান্নাতে প্রবেশ করতে চাও? আমি বললাম, আল্লাহর শপথ! আমি তাই চাই। তিনি বলেন, তোমার পিতা-মাতা কি জীবিত আছেন? আমি বললাম, আমার মা জীবিত আছেন। তিনি বলেন, আল্লাহর শপথ! তুমি তার সাথে নম্র ভাষায় কথা বললে এবং তার ভরণপোষণ করলে তুমি অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে, যদি কবীরা গুনাহসমূহ থেকে বিরত থাকো'।[২৪]

পিতামাতার সেবায় দুনিয়ায় বিপদমুক্তি ও পরকালে জান্নাত লাভ :

পিতামাতার সেবা করলে বিপদের সময় আল্লাহ তাকে সাহায্য করেন। দো'আ করলে কবুল করেন এবং বিপদে রক্ষা করেন। যেমন বনী ইস্রাঈলের জনৈক ব্যক্তি পিতামাতার সেবা করার কারণে বিপদে সাহায্য প্রাপ্ত হয়েছিলেন। যেমন হাদীছে এসেছে-

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, পূর্ব কালে তিন জন ব্যক্তি সফরে বের হয়। পথিমধ্যে তারা মুষলধারে বৃষ্টির মধ্যে পতিত হয়। তখন তিনজনে একটি পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নেয়। হঠাৎ গুহা মুখে একটি বড় পাথর ধসে পড়ে। তাতে গুহার মুখ বন্ধ হয়ে যায়। তিন জনে সাধ্যমত চেষ্টা করেও তা সরাতে ব্যর্থ হয়। তখন তারা পরস্পরে বলতে থাকে যে, এই বিপদ থেকে রক্ষার কেউ নেই আল্লাহ ব্যতীত। অতএব তোমরা আল্লাহকে খুশী করার উদ্দেশ্যে জীবনে কোন সৎকর্ম করে থাকলে সেটি সঠিকভাবে বল এবং তার দোহাই দিয়ে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা কর। সম্ভবতঃ তিনি আমাদেরকে এই বিপদ থেকে রক্ষা করবেন।

তখন একজন বলল, আমার দুই বৃদ্ধ পিতা-মাতা ছিলেন এবং আমার ছোট ছোট কয়েকটি শিশু সন্তান ছিল। যাদেরকে আমি প্রতিপালন করতাম। আমি মেষপাল চরিয়ে যখন ফিরে আসতাম, তখন সন্তানদের পূর্বে পিতা-মাতাকে দুধ পান করাতাম। একদিন আমার ফিরতে রাত হয়ে যায়। অতঃপর আমি দুগ্ধ দোহন করি। ইতিমধ্যে পিতা-মাতা ঘুমিয়ে যান। তখন আমি তাদের মাথার নিকট দুধের পাত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি, যতক্ষণ না তারা জেগে ওঠেন। এ সময় ক্ষুধায় আমার বাচ্চারা আমার পায়ের নিকট কেঁদে গড়াগড়ি যায়। কিন্তু আমি পিতা-মাতার পূর্বে তাদেরকে পান করাতে চাইনি। এভাবে ফজর হয়ে যায়। অতঃপর তারা ঘুম থেকে উঠেন ও পান করেন। তারপরে বাচ্চাদের পান করাই। اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَةِ 'হে আল্লাহ! যদি আমি এটা তোমার সন্তুষ্টির জন্য করে থাকি, তাহ'লে তুমি আমাদের থেকে এই পাথর সরিয়ে নাও'! তখন পাথর কিছুটা সরে গেল এবং তারা আকাশ দেখতে পেল।

অতঃপর দ্বিতীয় ও তৃতীয় ব্যক্তি তাদের নিজ নিজ সৎকর্মের কথা উল্লেখ করে বলল, হে আল্লাহ! যদি আমরা এগুলি তোমার সন্তুষ্টির জন্য করে থাকি, তাহ'লে তুমি আমাদের থেকে এই পাথর সরিয়ে নাও'! তখন পাথরের বাকীটুকু সরে গেল এবং আল্লাহ তাদেরকে মুক্তি দান করলেন'।[২৫]

(ক্রমশঃ)

[লেখক : গবেষণা সহকারী, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ]

---

২৩. মু'জামুল আওসাত্ব হা/৪২১৪; শু'আবুল ঈমান হা/৯৮৯২; ছহীহাহ হা/৩২৪৮।

২৪. আল-আদাবুল মুফরাদ হা/০৮, সনদ ছহীহ।

২৫. বুখারী হা/৫৯৭৪, ২৯৭২; মুসলিম হা/২৭৪৩; মিশকাত হা/৪৯৩৮ 'শিষ্টাচার সমূহ' অধ্যায় 'সৎকর্ম ও সদ্ব্যবহার' অনুচ্ছেদ।

সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ : কিছু পরামর্শ

- আযীযুর রহমান

ভূমিকা :

ইসলাম শান্তির ধর্ম, সহনশীলতা ও পরম সহিষ্ণুতার ধর্ম। সন্ত্রাস, হানাহানি, জবরদখল, অনাচার, হত্যা, নির্যাতন ইত্যাদির সাথে ইসলামের ন্যূনতম সম্পর্ক নেই। বর্তমান বিশ্বের জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাসবাদ ভয়াবহ আতঙ্কের সাথে স্মরণীয় এক ভয়ংকর নাম। দেশে-বিদেশে বিভিন্ন নামে বেনামে সন্ত্রাসীরা তাদের অপতৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। সন্ত্রাসীরা তালেবান, আল-কায়েদা, জেএমবি, আনসারুল্লাহ বাংলাটিম আইএস ইত্যাদি নামে পরিচিত। ধর্মের নামে জান্নাতে যাওয়ার মিথ্যা প্রলোভনে নিরীহ ও সাধারণ মানুষকে হত্যা করে সমাজের ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন ক্ষতি সাধন করছে। যা ইসলামে হারাম ও নিষিদ্ধ। এদের সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। বর্তমান সময়ে উল্লেখিত সংগঠনের অপরিণামদর্শী কার্যকলাপের ফলে চরমভাবে ইসলামের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হচ্ছে। মুসলিম হিসাবে আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে সম্মিলিতভাবে এদের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তোলা।

সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদের কারণ :

সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদের বিভিন্ন কারণ রয়েছে। যেমন, সঠিক ইসলামী শিক্ষা গ্রহণের উপযুক্ত পরিবেশের অভাব, অভিভাবকদের সচেতনতার অভাব এবং পারিবারিক বন্ধন শিথিল হওয়া , সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, অপসংস্কৃতির সয়লাব, বুদ্ধিবৃত্তিক সঠিক জ্ঞানের অভাব, পারিপার্শ্বিক অবস্থা, অবৈধ শক্তির বাড়াবাড়ি বা চরমপন্থা গ্রহণ, ক্ষতিকর ও ভ্রান্তচিন্তার মনস্তাত্ত্বিক কারণ, ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিষোদগার, নিরাপত্তা ও প্রশাসনিক দুর্বলতার, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক অস্থিরতা ইত্যাদি।

সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গীবাদ প্রতিরোধে করণীয় বিষয়সমূহ :

(১) মসজিদের ইমাম, খত্বীব ও বক্তাদের ভূমিকা :

ইমাম, খত্বীব ও বক্তাগণ সমাজের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। তারা সমাজ সংস্কারে অত্যন্ত প্রভাবশালী প্রশিক্ষক হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। সকল শ্রেণী পেশার শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলেই আলেম সমাজকে সম্মান, শ্রদ্ধা ও মর্যাদার চোখে দেখেন এবং তাঁদের কথা অনুসরণে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়। বিশেষ করে প্রতি সপ্তাহে জুম'আর দিন নিয়মিতভাবে একটি এলাকার সকল মুসলিম জুম'আর মসজিদে উপস্থিত হন। প্রতি বছর ৫২দিন এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত থাকে। এই জুম'আর খুৎবায় ইসলামের সঠিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে সকলকে সচেতন করা খুবই সহজ ও সুন্দর একটি ব্যবস্থা। যারা দেশে-বিদেশে ইসলামের নামে হত্যাযজ্ঞ চালাচ্ছে তা অবশ্যই হারাম ও নিষিদ্ধ। এই হত্যাকাণ্ডের পরিণাম সম্পর্কে আমরা কি কেউ গভীরভাবে চিন্তা করেছি? এর মাধ্যমে স্ত্রীকে স্বামীহারা, পিতা-মাতাকে সন্তানহারা, সন্তানকে ইয়াতীম করছে, বোনকে ভাই হারা করছে এবং পরিবারের একমাত্র উপার্জনশীল ব্যক্তিকে হত্যা করে গোটা পরিবারকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। যারা এ ধরনের নিরীহ ও সাধারণ মানুষকে বিনা কারণে হত্যা করছে তারা অবশ্যই সমাজ, দেশ ও মানবজাতির দুশমন। যে ব্যক্তি ছালাত আদায় করে তাকে কোন খোড়া যুক্তিতে হত্যা করা যাবে না। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আমাদের তরীক্বায় ছালাত আদায় করে, আমাদের কেবলাকে কেবলা বলে গ্রহণ করে এবং আমাদের যবেহ করা পশুর গোশত খায় সে ব্যক্তি মুসলিম। তার প্রতি (জান, মাল ও ইয্যত রক্ষার জন্য) আল্লাহ ও রাসূল (ছাঃ)-এর দায়িত্ব রয়েছে। অতএব তোমরা আল্লাহ্র দায়িত্বে হস্তক্ষেপ করো না'।[১]

ইসলাম প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধের নীতিকে সর্বদা অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। সমাজে ও দেশে সন্ত্রাস ও জঙ্গী কার্যক্রম সংঘটিত হওয়ার সকল সুযোগ ও সম্ভাবনাকে পূর্বেই বন্ধ করার সর্বাত্মক চেষ্টা চালাতে হবে। কুপ্রবৃত্তির দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে অন্তরের পরিশুদ্ধি অর্জনের জন্য মানুষকে উৎসাহিত করতে হবে। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে বর্ণিত পূর্ব যুগের অবাধ্য ও সন্ত্রাসী জাতির শোচনীয় পরিণতি এবং পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে সন্ত্রাসের পরিণাম সম্পর্কে ধর্মীয়, বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিভিত্তিক বক্তৃতা, প্রতিবেদন, বই-পুস্তক লেখার মাধ্যমে, প্রেস, মিডিয়া ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে জাতির সামনে উপস্থাপনা করতে হবে। ইমামদের সাথে একত্রিত হয়ে সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে কাজ করা আমাদের মানবিক ও ঈমানী দায়িত্ব।

(২) পিতা-মাতা ও পরিবারকে সন্তান প্রতিপালনে যথাযথ দায়িত্ব পালন করা :

পিতা-মাতা ও পরিবারে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হচ্ছে যথাযথভাবে সন্তান প্রতিপালন করা। মহান আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا–

'হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে ও স্বীয় পরিবারবর্গকে জাহান্নামের আগুন হ'তে বাঁচাও' *(তাহরীম ৬৬/০৬)*।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তুমি তোমার পরিবারের জন্য উপার্জিত সম্পদ হ'তে সমর্থ অনুসারে ব্যয় কর। পরিবার-পরিজনকে শিষ্টাচার শিক্ষাদানের ব্যাপারে শাসন থেকে বিরত থেকো না।

---

১. বুখারী হা/৩৯১; মিশকাত হা/১৩।

আর মহান আল্লাহ্‌র ব্যাপারে পরিবারের সদস্যদেরকে ভীতি প্রদর্শন কর’।[২]

সন্তান প্রতিপালনের প্রথম ধাপ হ’ল পরিবার। শিশু-কিশোরদের ব্যক্তিত্বগঠন ও সার্বিক বিকাশের ক্ষেত্রে পরিবারই অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। সন্তানের দৈহিক, আর্থিক, বস্তুগত প্রয়োজন মিটায় তার পরিবার। যথা সময়ে সন্তান স্কুলে যাচ্ছে কি-না তার মেয়ে বন্ধু বা গার্লফ্রেন্ড আছে কি-না, অবসরে ও আড্ডাবাজীতে সন্তানেরা কোথায় কি করে, কখন কোথায় যায় এবং কখন বাসায় ফিরে, কোচিং ও প্রাইভেটের নাম করে অন্য কোথাও যায় কি-না, মাদরাসা ও স্কুলে কার্যকলাপের কোন পরিবর্তন হয়েছে কি-না ইত্যাদি সার্বিকভাবে তদারকি করা পিতা-মাতা ও অভিভাবকদের অন্যতম দায়িত্ব ও কর্তব্য। পিতামাতা ও অভিভাবক যদি

প্রকৃত ইসলামের সনিষ্ঠ অনুসারী হয় তাহ’লে সন্তানেরাও আদর্শ, সৎ ও সুন্দর চরিত্রের হবে ইনশাআল্লাহ। প্রাইভেট টিউটর, মাদরাসা ও স্কুলের গুরুত্বপূর্ণ ফোন ও মোবাইল নাম্বার পিতামাতার সংগ্রহে রেখে প্রয়োজনে বিশেষ তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। সন্তানের প্রথম স্কুল তার পরিবার। পরিবার থেকে সন্তানের আচার-আচরণ, নিয়ম-কানূন, চরিত্র-মাধুর্য ও জীবন যাত্রার ভিত্তি স্থাপিত হয়। পরিবারের প্রভাব তাই সুদূর প্রসারী। সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ প্রতিরোধে পরিবারের ভূমিকা তাই অনস্বীকার্য। পিতামাতা কর্মজীবী হওয়ায় অনেক পরিবারে সন্তান প্রতিপালনের দায়িত্ব পড়ে গৃহপরিচারকা বা কাজের মেয়ে বা অন্য কারোও উপরে। ফলে সন্তান বঞ্চিত হয় পিতামাতার কাঙ্ক্ষিত আদর-স্নেহ, ভালোবাসা ও মায়া-মমতা হ’তে। ফলে ছেলে-মেয়েরা নির্দয় ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির হয়। দিনের অধিকাংশ সময় অন্যদের সাথে মিশে মারামারি, হানাহানি ও সন্ত্রাসে লিপ্ত হয়। তাই সময়মত তাদের শিক্ষা ও শাসন না করলে সন্তান পিতামাতার অবাধ্য হয়ে সহিংস ঘটনা ঘটাবে এটাই স্বাভাবিক।

তারা খারাপ বন্ধুদের সাথে মিশে নেশায় বুদ হয়ে এক সময় নেশার টাকা জোগাড় করতে ছিনতাই, রাহাজানির পথ বেছে নেয়। চাকু থেকে শুরু করে আগেয়াস্ত্রের ব্যবহার শেখে দিনে দিনে। এক সময় সে শীর্ষ সন্ত্রাসীতে পরিণত হয়। পিতামাতা ও পরিবারের বিশেষ নযরদারীর মাধ্যমেই সঠিক পথে সন্তানকে পরিচালনা করলে সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে ইনশাআল্লাহ।

(৩) সামাজিক সম্প্রীতি ও কাউন্সিলিং-এর মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠন :

সন্ত্রাস সৃষ্টিতে সামাজিক প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বর্তমান সমাজে অন্যায়-অত্যাচার, অশান্তি, যুলুম-নির্যাতন, অপহরণ, গুম-খুন-হত্যা, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, সামাজিক রীতিনীতির জটিলতা, অস্থিরতা ও মূল্যবোধের অভাব ইত্যাদির কারণে হতাশ হয়ে অথবা নেশার কারণে অনেক কিশোর ও যুবক সন্ত্রাসী কাজে উৎসাহিত হয়। সামাজিক অনুশাসন ও শৃঙ্খলা দ্রুতবেগে বিলুপ্ত হচ্ছে। সমাজে সুখ-শান্তির সুনির্মল পরিবেশ দিনের পর দিন বিলীন হয়ে যাচ্ছে। অশান্তির অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দাউ দাউ করে জ্বলছে। সমাজের শান্তিকামী মানুষের হৃদয়ে হাহাকার করছে নির্যাতিত মানবতার নিষ্পিষ্ট আত্মা। অর্থনীতির নামে সমাজতান্ত্রিক ও পুঁজিবাদের হিংস্র ছোবলে মানুষ আয়-রোযগারের প্রকৃত বরকত থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। মত ও মতবাদের অন্ধ অনুকরণ ও রাজনৈতিক হানাহানিতে সমাজ আজ কলুষিত। মানুষ সাধারণত অনুকরণ প্রিয়। সমাজের প্রভাবশালীদের আচার-আচরণ, রুচি ফ্যাশনের প্রতি মানুষের মন সাধারণত আকৃষ্ট হয়। ফলে এই উচ্চাভিলাষ বাস্তাবায়নের অর্থ যোগাড় করতে সন্ত্রাসী হ’তে হয়। একটি এলাকার ধনী-গরীব, ছোট-বড়, পুরুষ-নারী সবাইকে নিয়ে সমাজ গঠিত হয়। আমরা এমন একটি সুন্দর সমাজ করতে চাই, যেখানে থাকবে না কোন হিংসাত্মক মনোভাব, থাকবে না মারামারি, হানাহানি, হবে না ভয়ংকর আক্রমণ। সম্মান, শ্রদ্ধা, স্নেহ, ভালবাসা ও স্বতঃস্ফূর্ত আনুগত্যের মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানই আমাদের কাম্য। মহান আল্লাহ বলেন, ‘নিশ্চয়ই মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই। সুতরাং তোমাদের ভাইদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আশা করা যায় তোমরা রহমতপ্রাপ্ত হবে’ *(হুজুরাত ৪৯/১০)*। সমাজে বসবাসরত সকলে পরস্পর ভাই ভাই। এই কুরআনের আদর্শে আদর্শিত হয়ে দূষিত ও অশান্ত এই সমাজ শান্তির ফল্গুধারা প্রবাহের জন্য আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা অতি যরূরী। এতে সামাজিক শান্তি যেমন ফিরে আসবে। সেই সাথে সমাজ থেকে সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ দূর করা সম্ভব হবে।

---

২. আহমাদ হা/২২১২৮; আদাবুল মুফরাদ হা/১৮; মিশকাত হা/৬১।

(৪) সকলস্তরে প্রকৃত ইসলামী শিক্ষা চালু করা :

শিক্ষা মানুষকে প্রকৃত মানুষ বানায়। বিশেষ করে ধর্মীয় শিক্ষা মানুষকে জ্ঞানী, অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ হিসাবে তৈরী করে। শিক্ষা একজন মানুষকে পরিবার ও সমাজে নৈতিকতাপূর্ণ ও বিবেকসম্পন্ন মানুষ হিসাবে গড়ে তোলে। প্রাইমারী থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত দেশের সকল স্তরে ধর্মীয় শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা এবং প্রকৃত ইসলামী আদর্শ ব্যাপকভাবে প্রচারের ব্যবস্থা করা অত্যাবশ্যক। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের প্রথম নাযিল কৃত শব্দ ইক্বরা অর্থ তুমি পড়। জাগতিক ও পারলৌকিক উভয় জগতের উন্নতি, অগ্রগতি ও সফলতার জন্য নৈতিকতাপূর্ণ ও আদর্শভিত্তিক শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, – طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ‘শিক্ষা অর্জন করা সকল মুসলিমের জন্য ফরয’।[৩] বর্তমান সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গীবাদ মুসলিম দেশগুলোর পাশাপাশি সারা বিশ্ব চরম হুমকির মুখে। এটা একটি চরম দুর্যোগ। যার উৎপত্তি চরমপন্থী মতাদর্শ ও ভুল শিক্ষা থেকে। আমাদের সমাজের কেউ কেউ ইসলামের অপব্যাখ্যা ও ভুল শিক্ষার মাধ্যমে যেমন পীরের দরগা ও মাযারে গিয়ে সিজদা ও মানত করে, তাবীজ, কড়ি ও সুতা গলায় ঝুলিয়ে শিরকে লিপ্ত হয়। আবার কেউ কেউ কুরআন হাদীছের ভুল ব্যাখ্যায় বিশ্বাসী হয়ে দ্বীন প্রতিষ্ঠার নামে সাধারণ ও নিরীহ মুসলমানদের রক্ত ঝরায় ও বাড়ী-ঘর ধ্বংস করে । এটা চরম অন্যায় ও মানবতা বিরোধী অপরাধ।

চিকিৎসা বিজ্ঞান একজন ছাত্রকে ডাক্তার বানায় আর প্রকৌশল শাস্ত্র একজন ছাত্রকে ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে গড়ে তোলে। অনুরূপভাবে প্রকৃত ধর্মীয় শিক্ষা মানুষকে ইসলাম সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ বানায়। যেমন, হাফেয, ক্বারী, মুফতি, মুহাদ্দিছ, মুফাস্সির ইত্যাদি। ডাক্তার যেমন ইঞ্জিনিয়ারের কাজ করতে পারে না, ঠিক তেমনি ইঞ্জিনিয়ার ও ডাক্তারের কাজ করতে পারে না। প্রকৃত ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত না হয়ে সঠিক আলেম হওয়া যায় না। সঠিক ইসলামী জ্ঞান না থাকায় অপব্যাখ্যা করে মানুষকে ভিন্নপথে পরিচালিত করে অথচ শিক্ষা মানুষকে ভালোবাসা মায়া-মমতা ও সহমর্মিতা শেখায়। ইসলামী শিক্ষা Tit for tat ‘আঘাতের পরিবর্তে আঘাত নয়’ Marcy for tat ‘আঘাতের পরিবর্তে ক্ষমা’ করতে শেখায়। ইহুদী গোলাম নবী করীম (ছাঃ)-কে সেবা করেছে। কিন্তু রাসূল (ছাঃ) কখনো তাকে ইসলাম কবুলের জন্য চাপ দেননি’।[৪]

যে ছাত্র কৈশোর ও যৌবনের এই সংশয়াচ্ছন্ন বয়সে সঠিক ইসলামী শিক্ষা ও নির্দেশনা পেয়েছে প্রকৃত আদর্শবান মানুষের সংস্পর্শ পেয়েছে সেই জীবনে সঠিক চলার পথ পেয়েছে। সেই সৌভাগ্যের অধিকারী। এই শিক্ষাই পরিবার, সমাজ ও দেশের জন্য কল্যাণকর হবে।

(৫) সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ প্রতিরোধে শিক্ষকদের ভূমিকা :

বর্তমানে দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ বিশ্ববিদালয়ের সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত কিছু বিপথগামী ছাত্ররা সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ছে। সবচেয়ে দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় যে তারা ইসলামের অপব্যাখ্যা ও জান্নাতের মিথ্যা প্রলোভনে বিভ্রান্ত হয়ে মানুষ হত্যা করছে। যার বদনাম গোটা ছাত্রসমাজের উপর বর্তায়। শিক্ষকরা জাতি গড়ার কারিগর। একজন আদর্শ শিক্ষা ছাত্রদেরকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে দেশ ও জাতিকে সুউচ্চ আসনে পৌছে দিতে পারে। তাই শিক্ষকদেরকে মুকুটহীন সম্রাট বলা হয়। একজন আদর্শ শিক্ষকের সাহচর্যে এসে ছাত্রছাত্রীরা হবে আচার-ব্যবহারে বিনয়ী, ন্যায় পরায়ণ, মার্জিত সৎ ও চরিত্রবান। তারা কখনও মারামারি, খুন-খারাবী, জঙ্গীবাদী ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হ’তে পারে না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘তোমরা প্রত্যেকে দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকের দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে’।[৫] বর্তমান বেশীরভাগ শিক্ষকেরা তাদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের কথা ভুলে যান। তাঁরা ছুটছেন অর্থের পিছনে প্রাইভেট, কোচিং ও ব্যাচ নিয়ে ভাবেন। আবার কোন কোন শিক্ষক ছাত্রীদের সাথে অশালীন ও নির্লজ্জ আচরণ করছে যা মাঝে-মধ্যে পত্রিকার পাতায় পাওয়া যায়।

পূর্বে এদেশের কিছু বুদ্ধিজীবিদের বদ্ধমূল ধারণা ছিল মাদরাসার ছাত্ররাই জঙ্গী ও সন্ত্রাসী হয়। বর্তমানে এ ধারণা ভুল ও অশুদ্ধ বলে প্রমাণিত হয়েছে। মাদরাসার ছাত্রদের আরও বেশী সচেতন হ’তে হবে যেন তারা কোন প্রকার খারাপ কাজে লিপ্ত না হয়।

শিক্ষদের প্রতি আমার সবিনয় নিবেদন, আপনাদের উপর দেশ ও জাতি গড়ার এ মহান দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। আপনারা বর্তমান প্রেক্ষাপটে যথেষ্ট আন্তরিকতার সাথে আপনাদের দায়িত্ব পালন করুন। সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ প্রতিরোধে আপনাদের ভূমিকাই সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য ও কার্যকর হবে। আপনাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সন্ত্রাসবাদের মূলোৎপাটন করা সম্ভব হবে। অতএব আপনারা এ ব্যাপারে কার্যকর ভূমিকা রাখুন।

সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গীবাদ নিরসনে আরও কিছু করণীয় :

(১) বর্তমান বিশ্বে ওআইসিভুক্ত ৫৭টি মুসলিম দেশ থাকা সত্ত্বেও মুসলিমরা আজ চরম ইমেজ সংকটে। মুসলিমদের সঠিক চেতনা ও ইমেজ সংকটকে ফিরিয়ে আনতে বিশ্বের সকল সাধারণ মুসলিমের কিছু না কিছু দায়িত্ব রয়েছে এবং ওআইসিকে এজন্য বিশেষ ভূমিকা পালন করতে হবে।

(২) আমাদের দেশ তথা বিশ্বের বর্তমান প্রেক্ষাপটে সমাজের সৎ, যোগ্য, দাঁড়ি-টুপিওয়ালা, কুরআন ও হাদীছে অভিজ্ঞ

৩. ইবনু মাজাহ হা/২২৪; মিশকাত হা/২১৮।

৪. বুখারী হা/১৩৫৬।

৫. বুখারী হা/৮৯৩, মুসলিম হা/৪৮২৮, মিশকাত হা/৩৬৮৫ ।

মানুষগুলো এবং বোরকা ও নেকাব পরা ভদ্র মহিলাগণ সন্দেহের তীরে পরিণত হয়েছে। এর থেকে পরিত্রাণের জন্য সম্মিলিত প্রচেষ্ট চালাতে হবে। অন্যদিকে অযোগ্য নীতিভ্রষ্ট কিছু আলেম নামধারী ব্যক্তিরা দুনিয়াবী স্বার্থে কুরআন ও হাদীছের অপব্যাখ্যা করে কিছু যুবকদের পথভ্রষ্ট করছে। এর বিরুদ্ধে গোটা যুবসমাজ ও সম্মানিত ওলামাদের এক সঙ্গে কাজ করতে হবে।

(৩) সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদের কারণ বহুবিধ ও বহুমাত্রিক। দেশ, জাতি, বর্ণ ও সাংস্কৃতির কবলে পড়ে সময়ে সময়ে এর রূপ বদলায়। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ধর্মীয় মূল্যবোধ গড়ে তুলতে হবে। কেননা সব ধর্মীয় মূল্যবোধ সন্ত্রাসকে ঘৃণা করে এবং তাদের শাস্তি কামনা করে। সন্ত্রাস মহা অপরাধ এবং এর ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে সকলকে সচেতন করা আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদেরকেও তাদের স্ব স্ব ধর্মীয় বিধান শিক্ষাদান ও তা মেনে চলতে উৎসাহিত করতে হবে।

(৪) সামাজিক সম্প্রীতি ও কাউন্সিলিং-এর মাধ্যমে সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ প্রতিরোধে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ থেকে সৎকর্ম করার জন্য উৎসাহিত করণ, অসৎ কর্ম, অপরাধ ও সন্ত্রাসের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টির জন্য বিশেষ কাউন্সিলিং-এর ব্যবস্থা করতে হবে।

(৫) বস্তিবাসী দরিদ্র ও অবহেলিত পথশিশুদের যথাযথভাবে প্রতিপালননের ব্যবস্থা করা এবং তাদের সার্বিক কল্যাণে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারলে সন্ত্রাস অনেকটা কমে আসবে।

(৬) গান-বাজনা, নাটক ও মারদাঙ্গা সিনেমার পরিবর্তে সুস্থ, সুন্দর ও নৈতিকতাপূর্ণ চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা করা। ফলে সমাজে শান্তি, সম্প্রীতি, মানবতা ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন দৃঢ় হবে।

(৭) শিশু-কিশোর, ছাত্র ও যুবকদের সাথে সমাজের সকল উচ্চ পর্যায়ের নেতা, দায়িত্বশীল ও সংগঠকদের সাথে সরাসরি মত বিনিময় ও সৌহাদ্যপূর্ণ আলোচনার প্রেক্ষিতে তাদের হাতাশা কেটে যাবে এবং খারাপ চিন্তা, ধারণা ও মত থেকে ফিরে আসবে।

(৮) সীমান্তরক্ষীদের মাধ্যমে অবৈধ অস্ত্র, বোমা ও বিস্ফোরক তৈরীর সরঞ্জামাদি প্রবেশাধিকারে কঠোর নযরদারীর ব্যবস্থা করলে সন্ত্রাস অনেকাংশে কমে আসবে।

উপসংহার : ইসলাম শান্তি-মৈত্রী, সম্প্রীত-সম্ভাব, উদারতা, পরমসহিষ্ণুতা ও সহনশীলতার ধর্ম। ইসলাম শব্দের অর্থ পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ। জ্ঞান, বিবেক, বুদ্ধি ও বিশুদ্ধ চেতনার কারণে মানুষ সৃষ্টির সেরা। জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান সময় হ'ল কৈশোর ও যৌবন কাল। জীবনের সফলতা-ব্যর্থতা ভাল-মন্দ, সুশিক্ষা-কুশিক্ষা, আচার-আচরণ ইত্যাদির সূচনালগ্ন ও সঠিক চেতনার উন্মেষ ঘটে এ সময়েই। সন্ত্রাস ও জাঙ্গীবাদে জড়িত বিপথগামী তরুণরা আমাদের এই সমাজের পিতা-মাতার আদরে বেড়ে উঠা সন্তান। তাদেরকে সমাজের মূল ধারায় ফিরিয়ে আনা আমাদের সকল পরিবার, সমাজ, সংগঠন ও রাষ্ট্রের অপরিহার্য দায়িত্ব ও কর্তব্য। গুটি কয়েক পথভ্রষ্ট তরুণদের নেতিবাচক ঘৃণিত কাজের জন্য মুসলিম জাতি সারা বিশ্বে অপমানিত, লাঞ্ছিত ও নির্যাতিত হ'তে পারে না। এসব যুবকদের ফিরিয়ে আনার জন্য প্রয়োজন (১) সুষ্ঠু পরিবেশ (২) ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা গ্রহণ এবং (৩) সুষ্ঠু ও ঝামেলা মুক্ত কর্মসংস্থানের সুব্যবস্থা করা। প্রথমটির জন্য প্রয়োজন যোগ্য পিতা-মাতা, স্নেহশীল, পরিবার ও সৎসঙ্গ বা ভাল বন্ধু। আর দ্বিতীয়টির জন্য প্রয়োজন প্রকৃত ইসলামী শিক্ষার সুব্যবস্থা করা এবং তৃতীয়টির জন্য প্রয়োজন সুষ্ঠু সমাজ ও সুশৃংখল রাষ্ট্র ব্যবস্থা। যারা মানুষ হত্যা করে মানুষের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করে, বোমাবাজি করে, অবরোধ, ভাংচুর ও লুটতরাজ করে তাদের সাথে প্রকৃত ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। তারা ইসলাম ও মুসলমানের শত্রু। যাদের কারণে বিঘ্নিত হচ্ছে শান্তি, নিরাপত্তা ও মানবতা।

সুজলা-সুফলা, শস্যশ্যামল সুন্দর এই বাংলাদেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতির শনৈঃশনৈ বৃদ্ধি পাক সেজন্য নিজেকে উৎসর্গ করি। এই হোক আমাদের জীবনের ব্রত। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন-আমীন!

[লেখক : প্রথম কেন্দ্রীয় পরিচালক, সোনামণি]

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, 'আমি ও ইয়াতীমের অভিভাবক ক্বিয়ামতের দিন দু'আঙ্গুলের ন্যায় পাশাপাশি থাকব' *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৯৫২)।*

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

দুস্থ ও ইয়াতীম প্রকল্প

সম্মানিত সুধী!

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর পৃষ্ঠপোষকতায় কেন্দ্রীয় মারকায 'আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী', নওদাপাড়া, রাজশাহী সহ দেশের ১২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রায় চারশত দুস্থ ও ইয়াতীম (বালক/বালিকা) প্রতিপালিত হচ্ছে। তাই নিম্নের স্তর সমূহ হ'তে যেকোন একটি স্তরে অংশগ্রহণ করে দুস্থ ও ইয়াতীম প্রতিপালনে নিয়মিত দাতা সদস্য হৌন এবং অসহায়-অনাথ শিশুদের সেবায় এগিয়ে আসুন। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন। আমীন!

স্তর সমূহের বিবরণ

স্তরের নাম	মাসিক কিস্তি	বার্ষিক	স্তরের নাম	মাসিক কিস্তি	বার্ষিক
১ম	২৫০০/=	৩০,০০০/=	৬ষ্ঠ	৪০০/=	৪,৮০০/=
২য়	২০০০/=	২৪,০০০/=	৭ম	৩০০/=	৩,৬০০/=
৩য়	১৫০০/=	১৮,০০০/=	৮ম	২০০/=	২,৪০০/=
৪র্থ	১০০০/=	১২,০০০/=	৯ম	১০০/=	১,২০০/=
৫ম	৫০০/=	৬,০০০/=	১০ম	৫০/=	৬০০/=

অর্থ প্রেরণের ঠিকানা

হিসাব নং পথের আলো ফাউণ্ডেশন ইয়াতীম প্রকল্প, হিসাব নম্বর ০১৫১২২০০০২৭৬১, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, কর্পোরেট শাখা, মতিঝিল, ঢাকা।

বিকাশ নং ০১৭৯৯-৬০৯৮২৯।

বার্ষিক ৩০,০০০/- টাকা দিয়ে ১জন ইয়াতীমের ভরণ-পোষণে এগিয়ে আসুন!

পর্ণোগ্রাফীর আগ্রাসন ও তা থেকে মুক্তির উপায়

-মফীযুল ইসলাম

ভূমিকা :

বর্তমান প্রযুক্তির যুগ। দিন দিন তার চরম উন্নতি সাধিত হচ্ছে। যার মাধ্যমে গোটা বিশ্ব হাতের মুঠোয় চলে এসেছে। মহান আল্লাহ বলেন, وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ 'তোমাদের আরোহণ ও শোভা বর্ধনের জন্য তিনি সৃষ্টি করেছেন ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা এবং তিনি সৃষ্টি করেছেন এমন বহু কিছু, যা তোমরা অবগত নও' *(নাহল ১৬/৮)*। আজ প্রযুক্তির যুগে টিভি, কম্পিউটার, ল্যাপটপ, ইন্টারনেট, ফেসবুক, ইউটিউব, ভাইভার, ইমো ইত্যাদি মানুষ ব্যবহার করছে। এগুলি সম্পর্কে পূর্বের মানুষ কিছুই জানত না। আগামীতে কি আবিষ্কার হবে তা আজকের যুগের মানুষ কল্পনাও করতে পারে না। মূলত এগুলি সবই আল্লাহ্র সৃষ্টি। এ মর্মে তিনি বলেন, وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ 'অথচ আল্লাহ তোমাদেরকে এবং যা কিছু তোমরা কর সবকিছুকে সৃষ্টি করেছেন' *(ছাফফাত ৩৭/৯৬)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا 'তিনিই সেই সত্তা যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবকিছু' *(বাক্বারাহ ২/২৯)*। প্রযুক্তির মাধ্যমগুলি আল্লাহ মানুষের কল্যাণে সৃষ্টি করলেও আজ বিশেষভাবে কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতী ঐগুলির অপব্যবহার করে ধ্বংসের অতল তলে হারিয়ে যাচ্ছে। ঐগুলির অপব্যবহার দিন দিন তুফানের গতিতে বেড়ে চলেছে। যার ফলে নীতি-নৈতিকতায় ধস নামছে। লেখাপড়া, পরিবারের কাজ পশ্চাতে রেখে এবং আল্লাহকে ভুলে অধিকাংশ মানুষ টিভি, ইন্টারনেট, ফেসবুক, ইউটিউবের অপব্যবহারে মেতে উঠেছে। কবির ভাষায়,

'তথ্য প্রযুক্তি যখন এগিয়ে চলেছে তখনো আমরা পিছে,
চলচ্চিত্র আর পর্ণোগ্রাফী আমরা ধরেছি কষে'।

আজ আমরা এমন একটা যুগে পৌঁছেছি, যে যুগে অশ্লীলতা, বেহায়াপনা, নির্লজ্জতা দেদারছে বেড়ে চলছে। অশ্লীলতার অন্যতম জগত হ'ল মিডিয়া জগত। যার স্রোতে ভাসছে লক্ষ-কোটি যুবক-যুবতী। পর্নোগ্রাফি আজ লক্ষ কোটি যুবক-যুবতীকে কুঁরেকুঁরে নিঃশেষ করছে। নষ্ট করছে উন্নত মন-মানসিকতা তৈরী করছে উদাসীন যৌন বিকারগ্রস্ত মানুষে। কলুষিত করছে নৈতিক চরিত্রকে। ইসলামের শত্রুরা নীরব এ যুদ্ধের মাধ্যমে ধ্বংস করছে পরিবার, রাষ্ট্র ও গোটা বিশ্ব। এরই মাধ্যমে খুলছে হাযারও পাপের রাস্তা। যে রাস্তা ধরে শত শত যুবক-যুবতী, কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণী চলছে জাহান্নামের পথে। ফলে নোংরামী, অশ্লীলতা, পর্ণোগ্রাফী জাতির অস্তিত্বের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেননা প্রত্যেক জাতির জন্য যুবসমাজ হ'ল আশার আলো। তারা যদি ধ্বংস হ'য়ে যায় তাহ'লে জাতির মেরুদণ্ড ভেঙ্গে খান খান হয়ে যাবে। তাই আমরা মুসলিম যুবক-যুবতীর উদ্দেশ্যে অশ্লীল পর্ণোগ্রাফীর ক্ষতিকর দিক ও তা থেকে বাঁচার উপায় পথ তুলে ধরার প্রয়াস পাব ইনশাল্লাহ।

পর্ণোগ্রাফী কি :

Pornography শব্দটি ইংরেজী। যা গ্রিক শব্দ 'পর্নোগ্রিফয়া' থেকে নেওয়া হয়েছে। এর অর্থ হ'ল রচনা, ছবি ইত্যাদিতে অশ্লীল বিষয়ের অবতারণা ও পরিচর্যা, অশ্লীল চিত্র, অশ্লীলবৃত্তি, অশ্লীল সামগ্রী।[১] এটা সংক্ষেপে 'পর্ণো' হিসাবে ব্যবহার হয় ।

পর্ণোগ্রাফী বলতে বুঝায়, যৌন উত্তেজনা সৃষ্টিকারী কোন অশ্লীল সংলাপ, অভিনয়, অঙ্গভঙ্গি, নগ্ন বা অর্ধনগ্ন নৃত্য। যা চলচ্চিত্র, স্থির চিত্র, গ্রাফিক্স যার কোন শৈল্পিক বা শিক্ষাগত মূল্য নেই।[২]

পর্নোগ্রাফি বিভিন্ন মাধ্যমে প্রকাশ পেতে পারে। যেমন বই, সাময়িকী, পোষ্টকার্ড, আলোকচিত্র, অঙ্কন, পেইন্টিং, চলচ্চিত্র, ভিডিও, ভিসিআর, টিভি, ল্যাপটপ, স্মার্টফোন, ইন্টারনেট প্রভৃতি।

মোদ্দাকথা হ'ল বই, ম্যাগাজিন, ছবি, ফিল্ম, প্রিন্ট বা ইলেকট্রনিক মিডিয়া মারফত যৌন বিষয়ক কোন দৃশ্য উপস্থাপনের মাধ্যমে যৌন সুড়সুড়ি দেয়া ও যৌন চাহিদা চরিতার্থ করার মানসে যৌন উন্মাদনা সৃষ্টিই হ'ল পর্নোগ্রাফি ।

পর্নোগ্রাফি ইন্ডাস্ট্রির উদ্দেশ্য :

বিশ্বে ইন্টারনেটের ব্যবহার চালু হয় ১৯৬৯ সালে। বাংলাদেশে চালু হয় ১৯৯৩ সালে এবং সবার জন্য উন্মুক্ত করা হয় ১৯৯৬ সালে। ইন্টারনেটের ব্যবহার জনপ্রিয়তা লাভ করছে পর্ণোগ্রাফীর প্রসারতার কারণে। পর্ণোগ্রাফী তৈরীতে এক নম্বরে রয়েছে আমেরিকা এবং দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে জার্মানী। ইন্টারনেটে সর্বমোট পর্ণো আছে ৪.৬ মিলিয়ন এবং পর্নো পেইজ রয়েছে ৪৫০ মিলিয়ন। দিন দিন তা বৃদ্ধি পাচ্ছে। পর্ণোগ্রাফী ব্যবহারে বাংলাদেশের জনগণ পিছিয়ে নেই। স্মার্টফোন, সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং ওয়েবসাইট আর স্পিড ডাটা সার্ভিস পর্ণো ভিডিও আদান-প্রদানের বিষয়টিকে সহজ করেছে। ফলে প্রতি ৩২ সেকেন্ডে একটি নতুন পর্ণো

---

১ . *Bangla Academy English-Bengali Dictionary, Reprint, January, 2004, Page: 593*

২. *বাংলাদেশের আইন কানুন প্রতিবেদন, ৬ জুন, ২০১৫।*

খোলা হচ্ছে। অনায়াসে তা স্কুলগামী ছাত্র-ছাত্রী থেকে সিনিয়র কর্পোরেট অফিসার পর্যন্ত সবার কাছে দ্রুত পৌঁছে যাচ্ছে। নোংরা, অশ্লীল পর্ণোগ্রাফী এমনই একটি মাল্টি ট্রেড ইন্ডাস্ট্রি যার উদ্দেশ্যই হ'ল সকল শ্রেণীর মানুষ অর্থাৎ নারী-পুরুষ, যুবক-যুবতী, কিশোর-কিশোরীর সামনে তাদের নোংরামি, বেহায়াপনা, নির্লজ্জতা, যেনা-ব্যভিচারের দৃশ্য বিভিন্ন নামে বিভিন্ন ঢং-এ উপস্থাপন করা। ২০০৬ সালের এক পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, প্রতি সেকেন্ডে সার্চ ইঞ্জিনে পর্ণো খুঁজছে ৩৭২ জন। এখন তো আরো অনেক অনেক গুণ বেড়েছে।

পর্ণোগ্রাফীর আগ্রাসন :

মানুষকে পরিণত করছে অমানুষে :

মহান আল্লাহ মানুষ সম্পর্কে বলেন, وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ 'তিনি (আল্লাহ) তোমাদের আকৃতি গঠন করেছেন এবং তোমাদের আকৃতি করেছেন উৎকৃষ্ট' *(মু'মিন ৪০/৬৪)*। তিনি আরো বলেন, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ 'অবশ্যই আমরা মানুষকে সৃষ্টি করেছি সর্বোত্তম অবয়বে' *(তীন ৯৫/৪)*। অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ 'আমরা আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি' *(বনী ইস্রাঈল ১৭/৭০)*।

মূলত আল্লাহ সকল সৃষ্টির উপর মানুষকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন দু'টি কারণে ১. কামনা-বাসনা ও বুদ্ধি-চেতনার দিক দিয়ে । ২. ঈমান ও সৎকর্মশীলতার দিক দিয়ে।[৩] কিন্তু আজ অধিকাংশ মানুষ নোংরামি, অশ্লীলতা, পর্ণোগ্রাফীর আগ্রাসনের শিকার হয়ে প্রতিনিয়ত ঈমান হারাচ্ছে, সৎকর্মের কথা ভুলে যাচ্ছে এবং পশুর মত আচরণ করছে। পশু যেমন একটা অন্যটাকে ধরে খায়, প্রকাশ্যে যৌনাচারে লিপ্ত হয়, যা ইচ্ছা তাই করে। শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষও দিন দিন অনুরূপ হিংস্র হয়ে উঠছে। সম্প্রতি রাজধানীর অভিজাত রেইনট্রি হোটেলের ঘটনা এর একটি জ্বলন্ত, উদাহরণ। এমন বৈশিষ্ট্যের মানুষকে আল্লাহ পশু বলেছেন বা তার চেয়ে খারাপ বলেছেন *(আ'রাফ ৭/১৭৯, ফুরক্বান ২৫/৪৪)*।

পবিত্র আত্মা নিঃশেষ করছে :

যে মানুষের আত্মা অন্যায়-অশ্লীলতা থেকে যত বেশী পবিত্র, সে তত বেশী সুখী মানুষ। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ 'দেহের মধ্যে এমন একটি টুকরা আছে, যা ভালো হ'লে সারা দেহ ভাল হয়। আর যদি তা নষ্ট যায় হয় তাহ'লে সারা দেহ নষ্ট হয়ে যায়। আর তা হ'ল হৃৎপিণ্ড বা আত্মা'।[৪] অশ্লীল পর্ণোগ্রাফীর আগ্রাসন আজ অসংখ্য যুবক-যুবতীর দেহের ঐ টুকরাটিকে অর্থাৎ আত্মাকে নিঃশেষ করে দিচ্ছে। যার অন্তরে ন্যূনতম ঈমান আছে তার অন্তর অন্যায়ে লিপ্ত হওয়ার সময়ে কেঁপে ওঠে। আর অন্যায় ও পাপ মানুষের অন্তর-আত্মায় মরিচা ধরিয়ে দেয়। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ 'কখনই না। বরং তাদের অপকর্মসমূহ তাদের অন্তরে মরিচা ধরিয়েছে' *(মুত্বাফফেফীন ৮৩/১৪)*। দিন দিন অশ্লীল-পর্ণোভোক্তাদের অন্তরে মরিচা অধিক বেড়েই চলেছে। ফলে বহু সংখ্যক পর্ণোভোক্তা এটাকে আর পাপ মনে করছে না। এজন্যই অশ্লীলতা তাদের অন্তর-আত্মাকে অশান্তি, অস্থিরতা, উদাসীনতার সাগরে চুবিয়ে চুবিয়ে নিঃশেষ করছে। আর এর একমাত্র প্রতিষেধক হ'ল প্রকৃত ঈমান ও আল্লাহ্র যিকর। যেমন মহান আল্লাহ বলেন,

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ -

'যারা আল্লাহ্র উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং আল্লাহকে স্মরণ করলে যাদের অন্তরে প্রশান্তি আসে। মনে রেখ, আল্লাহ্র স্মরণেই কেবল হৃদয় প্রশান্ত হয়' *(রা'দ ১৩/২৮)*।

যৌন বিকার সৃষ্টি :

ইন্টারনেট জগতে ছড়িয়ে আছে লাখ, কোটি যৌন দৃশ্য। যা ইন্টারনেট খুললেই চোখে পড়ে। যা দেখে প্রতিনিয়ত যুবক-যুবতী, তরুণ-তরুণী মারাত্মকভাবে যৌনাসক্ত হয়ে পড়ছে। যৌনতা চরিতার্থ করার জন্য তারা বেছে নিচ্ছে অবৈধ পথ। বিবাহ পূর্ব অবৈধ প্রণয়ে ফেঁসে গিয়ে তারা চোখ, হাত, জিহবা ও যৌনাঙ্গের ব্যভিচারে লিপ্ত হচ্ছে। আবার পরকীয়ায় আসক্ত হয়ে পড়েছে। যা তাদেরকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। মহান আল্লাহ বলেন, وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ 'পক্ষান্তরে যারা অবাধ্য হয়, তাদের ঠিকানা হ'ল জাহান্নাম' *(সাজদাহ ৩২/২০)* ।

যেনা-ব্যভিচারের দ্বার উন্মুক্ত :

পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার একটি নিদর্শন হ'ল ব্যভিচার বৃদ্ধি পাওয়া। ব্যভিচার এমন একটি মারাত্মক অপরাধ যা ব্যক্তির মান-সম্মান, ইয্যত-আব্রুকে ধ্বংস করে। সমাজ কলুষিত করে। মহান আল্লাহ এ অপরাধের দ্বার চিরতরে বন্ধের নির্দেশ দিয়ে বলেন, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا 'তোমারা যেনা-ব্যভিচারের নিকটবর্তী হয়ো না। কারণ তা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ' *(বনী ইস্রাঈল ১৭/৩২)*। মহাপাপের

---

৩ . মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, 'তাফসীরুল কুরআন ৩০তম পারা' পৃ. ৩৬৮।

৪ .বুখারী হা/৫২; মুসলিম হা/৪১৭৮।

মধ্যে অন্যতম পাপ হ'ল ব্যভিচার।[৫] আল্লাহ এ পাপ থেকে দূরে থাকতে বললেও অশ্লীল-পর্ণোগ্রাফীর আগ্রাসন আজ উক্ত পাপে উৎসাহিত বা প্ররোচিত করছে। ফলে এ পথে জড়িত তরুণ-তরুণীর ও যুবক-যুবতীর জীবনে নেমে আসছে এইডস এর মত সংক্রামক ব্যাধি। পরকালে এ শ্রেণীর মানুষ জ্বলবে জাহান্নামের আগুনে।

বেহায়াপনায় উদ্বুদ্ধ করণ :

টিভিতে, ইন্টারনেটে, ফেসবুকে, ইউটিউবে ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন ধরনের অশ্লীলপর্ণো ও অমুসলিম নারীদের সাদৃশ্যতা অবলম্বন এ দেশের শত শত মুসলিম নারীদেরকে নগ্ন-অর্ধনগ্ন, বেহায়া ও নির্লজ্জ হ'তে উদ্বুদ্ধ করছে। অথচ আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) বলেন, صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلاَتٌ مَائِلاَتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لاَ يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلاَ يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا 'দু'শ্রেণীর মানুষ জাহান্নামী। যাদেরকে আমি দেখিনি। তাদের মধ্যে এক শ্রেণীর হচ্ছে এমন লোক যাদের হাতে থাকবে গরুর লেজের মত লম্বা চাবুক। যা দিয়ে তারা মানুষকে প্রহার করবে। আর দ্বিতীয় শ্রেণী হচ্ছে এমন মহিলারা যারা হবে কাপড় পরিহিতা, অথচ উলঙ্গ। অন্যকে আকর্ষণকারিণী এবং নিজেও হবে অন্যের প্রতি আকৃষ্ট। তাদের মাথা হবে খুরাসানী উটের ঝুলে পড়া কুঁজের ন্যায়। তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এমনকি তার সুগন্ধও পাবে না। অথচ যার সুগন্ধ অনেক অনেক দূর থেকে পাওয়া যাবে'।[৬] সুতরাং অশ্লীল, নগ্ন-অর্ধনগ্ন বিভিন্ন মডেলের পোশাক ও পর্ণো আজ নারী জাতিকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। মিডিয়ার খপ্পরে পড়ে বা ফ্যাশনের নামে নগ্ন পোশাকে রয়েছে নারী জাতির জন্য প্রজ্জ্বলিত জাহান্নামের দুর্গন্ধ।

বয়ফ্রেন্ড ও গার্লফ্রেন্ড গ্রহণ :

বর্তমান যুগের অধিকাংশ মানুষ ইন্টারনেট, ফেসবুক, ইউটিউব ব্যবহার করছে। অসংখ্য যুবক-যুবতী এগুলি ব্যবহার করছে নোংরামি ও অশ্লীলতা দেখে ও অনুকরণের কাজে। যার ধারাবাহিকতায় বিভিন্ন সিনেমায় বয়ফ্রেন্ড ও গার্লফ্রেন্ড গ্রহণের দৃশ্য দেখে আজ হাযার হাযার যুবক গ্রহণ করছে এক বা একাধিক গার্লফ্রেন্ড। অনুরূপভাবে যুবতীরাও গ্রহণ করছে এক বা একাধিক বয়ফ্রেন্ড। স্ত্রী থাকার পরেও নাকি গার্লফ্রেন্ড গ্রহণ করা যুগের ফ্যাশন। ধিক! শত ধিক! উক্ত ফ্যাশনকে। শরী'আতের দৃষ্টিতে এটি মারাত্মক পাপের কাজ। কারণ এর মাধ্যমেই সৃষ্টি হয় নানা পাপ। ধ্বংস হয় যুব চরিত্র। যদিও মুক্তমনা যুবক-যুবতীর কাছে এ পাপ কোন পাপই নয়। তাই ধর্মের এ বাণী তাদের উপর কোন প্রভাব ফেলতে পারে না। তবে একথাও চূড়ান্ত সত্য যে, এ পাপই তাদেরকে আর্থিক, শারীরিক ও মানসকিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে চলেছে এবং পরকালে তো ক্ষতিগ্রস্ত করবেই।

অশ্লীল Apps-এর ব্যবহার :

রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَا كَانَ الْفُحْشُ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلا شَانَهُ ، وَلا كَانَ الْحَيَاءُ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلا زَانَهُ 'কোন বিষয়ের মধ্যে অশ্লীলতা বা নোংরামি থাকলে তাকে নোংরা করে তোলে'। আর কোন বিষয়ের মধ্যে লজ্জা থাকলে সে তা তাকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তোলে'।[৭] আধুনিক প্রযুক্তির এ যুগে হাতের মুঠো ফোনে, কম্পিউটারে, ল্যাপটপে শত-শত যুবক-যুবতী অশ্লীল নোংরা Apps- সেভ করে রেখে নিজের ইচ্ছামত নির্জনে তা দেখে দেখে নিজের জীবন, যৌবন ও মেধা শেষ করছে। এটা কুঁরেকুঁরে খাচ্ছে তাদের মগজকে।

ঘরে ঘরে ফিতনা সৃষ্টি :

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল (ছাঃ) ইরশাদ করেন, فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ إِلَّا الَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ حَتَّى تَلْقَوْا رَبَّكُمْ 'সামনে যতদিন আসবে তা পূর্বের চাইতে আরো (বেশী) খারাপ হবে যতক্ষণ না তোমরা নিজ প্রভুর সাথে সাক্ষাৎ করবে।[৮] উম্মে সালামা (রাঃ) ইরশাদ করেন, একদা তিনি রাত্রি বেলায় ভয়ে ও আতঙ্কে ঘুম থেকে জেগে গিয়ে বললেন, আশ্চর্য! কতই-না ফিৎনা আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন।[৯] আবু মুসা আশ'আরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) ইরশাদ করেন, إِنَّ بَيْنَ يَدَىِ السَّاعَةِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ 'কিয়ামতের পূর্বে অন্ধকার রাতের মতো

---

৫ .বুখারী হা/৪৪৭৭; ৪৭৬১; মুসলিম হা/৮৬।
৬. মুসলিম হা/২১২৮।
৭. আহমাদ হা/১২৬৮৯; তিরমিযী হা/১৬০৭; ইবনু মাজাহ হা/৪১৮৫৮।
৮. বুখারী হা/৭০৬৪।
৯. বুখারী হা/৭০৬৯।

Contents

বহু ফিৎনা দেখা দিবে।[১০] অত্র হাদীছ থেকে প্রমাণিত হয় দুনিয়া নিঃশেষ হওয়ার পূর্বে অন্ধকার যেমন সব কিছুকে আচ্ছান্ন করে ফেলবে ঠিক তেমনি ফিৎনাও সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে। আজ আমরা উন্নত প্রযুক্তির যুগে বসবাস করছি। যে যুগে ক্যাবলের মাধ্যমে শহরে-গ্রামে সর্বত্র পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে অশ্লীল পর্ণোগ্রাফীর বিষ বাষ্প বা ফিৎনা। এরই কারণে আজ গ্রামে, শহরে প্রত্যেকটি বাড়ীতে, চায়ের স্টলে, হাতের মুঠোফোনে পর্ণোগ্রাফীর ফিৎনা রমরমা হয়ে উঠছে। ফলে নষ্ট হচ্ছে পারিবারিক ভালবাসার বন্ধন। পরিবারের প্রতিটি সদস্য বেড়ে উঠছে ভিনদেশীদের চিন্তা-চেতনা ও কালচারে। এর প্রভাবে ইসলামী শিষ্টাচারে ছেলে মেয়ে গড়ে না ওঠার কারণে পিতা-মাতা বঞ্চিত হচ্ছেন তাদের প্রাপ্ত অধিকার থেকে। এমনি কি সন্তান-সন্ততির হাতে তারা হচ্ছে নির্যাতিত।

ঈমান বিনষ্ট :

রাসূল(ছাঃ) বলেছেন,

إِنَّ الْحَيَاءَ وَالْعَفَافَ ... مِنَ الإِيمَانِ وَإِنَّ الشُّحَّ والفُحشَ وَالْبَذَاءَ مِنَ النِّفَاقِ ...

‘নিশ্চয় লজ্জাশীলতা ও চারিত্রিক পবিত্রতা ঈমানের অন্তর্ভুক্ত এবং কৃপণতা, নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতা নিফাকের অন্তর্ভুক্ত।[১১] অত্র হাদীছ থেকে বুঝা যায় যৌন পবিত্রতা ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। অথচ আজ পর্ণোগ্রাফীর আগ্রাসন প্রতিনিয়ত এদেশের লাখো যুবক-যুবতীকে ব্যভিচার সহ নানা অশ্লীলতায় লিপ্ত হতে উদ্বুদ্ধ করছে। এর ফলে অনেক মানুষ ঈমান হারা হচ্ছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلاَ يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلاَ يَشْرَبُ الخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَالتَّوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ بَعْدُ–

‘ব্যভিচারী যখন ব্যভিচার করে তখন সে ঈমানদার থাকে না। চোর যখন চুরি করে তখন সে ঈমানদার থাকে না। মদ পানকারী যখন মদ পান করে তখন সে ঈমানদার থাকে না। তবুও তাদেরকে তওবা করার সুযোগ দেওয়া হয়’।[১২]

রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন, إِذَا زَنَى الرَّجُلُ خَرَجَ مِنْهُ الإِيمَانُ كَانَ عَلَيْهِ كَالظُّلَّةِ ، فَإِذَا انْقَطَعَ رَجَعَ إِلَيْهِ الإِيمَانُ ، ‘যখন কোন পুরুষ ব্যভিচার করে, তখন তার ঈমান তার অন্তর থেকে বের হয়ে মেঘের ন্যায় তার উপর অবস্থান করে। অতঃপর যখন সে তা থেকে নিবৃত্ত হয় তখন তার ঈমান আবার তার নিকট ফিরে আসে’।[১৩] অতএব ঈমান বাঁচানোর স্বার্থে, পূত-পবিত্র থাকতে ব্যভিচারের সকল রাস্তাবন্ধ করা আবশ্যক।

চরিত্র বিনষ্ট হওয়া :

মানব জাতির সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ হ’ল চরিত্র। যার গুণে একজন মুসলমান রাত্রে নফল ছলাত আদায়কারী এবং দিনে ছিয়াম পালনাকারীর মত ছওয়াব পায়।[১৪] কিন্তু দুঃখজনক হ’লেও সত্য যে, পর্ণোগ্রাফীর আগ্রাসনে আজ-অধিকাংশ মানুষের চরিত্র কলুষিত হচ্ছে, নীতিবোধ বিনষ্ট হচ্ছে, মেজাজ হচ্ছে খিটখিটে, যার দরুন সমাজে সৃষ্টি হচ্ছে নানা সমস্যা। এভাবে পর্ণোগ্রাফী আজ নীরবঘাতকে পরিণত হয়েছে। মুসলিম বিদ্বেষীরা মিডিয়ার নোংরা পথ বেছে নিয়েছে মুসলিম চরিত্রকে ধ্বংস করার জন্য। তারা প্রতিদিন ২৬৬টি নতুন পর্ণো তৈরী করছে। যার ফাঁদে আটকা পড়েছে লক্ষ লক্ষ যুবক-যুবতী।

শয়তানের বাসনা পূরণ :

শয়তানের কামনা-বাসনা হ’ল মানুষের পারিবারিক বন্ধন ভেঙ্গে খান-খান হয়ে যাক, অন্যায়, নোংরামি, বদমায়েশী, বেহায়াপনা, নির্লজ্জতা ও যৌনতায় দুনিয়া ভরে যাক। আর শয়তানের এই মনোবাসনা পূরণে পর্ণোগ্রাফী জোরালো ভূমিকা পালন করছে। মহান আল্লাহ বলেন, الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ ‘শয়তান তোমাদেরকে গরীব হয়ে যাওয়ার ভয় দেখায় এবং অশ্লীল, নোংরামি ও নির্লজ্জ বিষয়ের নির্দেশ দেয়’ *(বাক্বারাহ ২/২৬৮)*। শয়তানের অশ্লীলতার এ নির্দেশ শুধু আজকে দিচ্ছে তা নয়। বরং মানব সৃষ্টির সূচনা লগ্ন থেকেই সে এ অপতৎপরতা চালিয়ে আসছে। মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন, فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا ‘অতঃপর শয়তান তাদেরকে কুমন্ত্রণা দিল উভয়ের লজ্জাস্থান প্রকাশ করার জন্য যা তাদের পরস্পরের নিকট গোপন রাখা হয়েছিল’ *(আ’রাফ ৭/২০)*। ‘এক পর্যায়ে সে তাদের থেকে তাদের পোষাক খুলে নিয়েছিল যাতে সে তাদেরকে তাদের লজ্জাস্থান দেখাতে পারে’ *(আ’রাফ ৭/২৭)*। আজ সেই শয়তানই অশ্লীল মিডিয়া ও পর্ণোগ্রাফীকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে লাখো মা-বোনকে নগ্ন-অর্ধনগ্ন, উলঙ্গ করে চলেছে। মহান আল্লাহ আরো বলেন, اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ‘শয়তান তাদের উপর প্রভাব খাটিয়ে বসেছে, আর তাদেরকে আল্লাহ্র স্মরণ ভুলিয়ে দিয়েছে। তারা শয়তানের দল। জেনে রেখ শয়তানের দল বড় ক্ষতিগ্রস্ত’ *(মুজাদালাহ ৫৮/১৯)*। তাই শয়তানের এই খপ্পর থেকে সাবধান।

(চলবে)

[লেখক : ৪র্থ বর্ষ, দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া]

---

১০. আহমাদ হা/১৫৭৯১; মিশকাত হা/৫৩৯৯।

১১. দারেমী, সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩৩৮১; ছহীহ আত-তারগীব হা/২৬৩০।

১২. আবুদাঊদ হা/৪৬৮৯; ইবনু মাজাহ হা/৪০০৭।

১৩. আবুদাঊদ হা/৪৬৯০।

১৪. আবু দাঊদ হা/৭৪৯৮; মিশকাত হা/৫০৮২।

ফেসবুক ব্যবহারের ক্ষতিকর দিকসমূহ

-মুহাম্মাদ রায়হানুল ইসলাম

প্রত্যেক ব্যক্তি বা বস্তুরই দু'টি দিক রয়েছে, এক : ভাল দিক, দুই : খারাপ দিক।

ফেসবুক নামক সামাজিক মাধ্যমটি বর্তমানে আমাদের জীবনের প্রথম পর্যায়ের যোগাযোগ মাধ্যম হিসাবে পরিচিত। আমরা দিনের ২৪ ঘন্টার মধ্যে প্রায় ১৪ ঘন্টাই ফেসবুকে বসে থাকতে পসন্দ করি। 'অনলাইন সার্ভিস' মানব সভ্যতার যোগাযোগ ব্যবস্থাকে অনেক বেশী সহজ করে ফেললেও এর ক্ষতিকর দিকও কম নয়। অধিকাংশ মানুষই প্রত্যেকটি জিনিসের ভাল দিকের চাইতে খারাপ দিকটাই বেশী গ্রহণ করে থাকে। এ ক্ষেত্রে তা ব্যতিক্রম নয়।

আমরা সাধারণত বেপরোয়া জীবন যাপন বলতে মাদক জাতীয় দ্রব্য সেবন, বেশ্যাবৃত্তি, অনৈতিক কার্যক্রম ইত্যাদিকেই বুঝে থাকি। কিন্তু আপনি জানেন কি? এর মধ্যে অনিয়ন্ত্রিত ফেসবুক সহ অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগ এবং অনলাইন ব্যবস্থাও আসক্তির স্থান দখল করেছে? মাদক ব্যাধির মত এটিও একটি ঘাতক ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। সামাজিক যোগাযোগের মানোন্নয়নের ফলে দেশের যুবসমাজ থেকে সর্বস্তরের মানুষের মাঝে ধীরে ধীরে একটি আসক্তি হিসেবে প্রতীয়মান হচ্ছে। স্কুল, কলেজ, মাদরাসা, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলে-মেয়েরা দিনের অধিকাংশ সময় ফেসবুক সহ অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগ নিয়ে মেতে উঠেছে। ফলে বাস্তবিক সামাজিক বন্ধন যেমন : বাবা, মা, ভাই-বোন,আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের মাঝে প্রকৃত অর্থে দূরত্ব সৃষ্টি হচ্ছে। ফেসবুকের মত মাধ্যম গুলোর নেশা গোটা বিশ্বের উদীয়মান প্রজন্মকে তার স্বাভাবিক ব্যক্তিত্বের বিকাশকে অংকুরেই বিনষ্ট করে দিচ্ছে। যে সময় হাতে বই খাতা থাকার কথা সে সময় তারা মোবাইল-ল্যাপটপ নিয়ে ব্যস্ত সময় পার করছে।

বিশেষত মুসলিম যুবক-যুবতীদের কুরআন, হাদীছ নিয়ে গবেষণা করার ও ইবাদতের সময়টা ছিনিয়ে নিচ্ছে এই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম। ফেসবুক ব্যবহারে যে সমস্ত সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করছে তা নিম্নরূপ।

১. গোপনীয়তা প্রকাশ :

যারা ফেসবুক ব্যবহার করেন তারা মাঝে মাঝেই নিজের অবস্থান সম্পর্কে স্ট্যাটাস দিয়ে থাকেন। মন খারাপের মুহূর্ত, ভাল লাগার মুহূর্ত ইত্যাদি সম্পর্কে স্ট্যাটাস দিচ্ছেন। এতে আপনি কখন কি করছেন সব বিষয়ে আপনার ফেসবুক বন্ধুরা জেনে যাচ্ছে। ফলে আপনার জীবনের কোন গোপনীয়তা থাকে না। এমন কি অনেকে চার দেওয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ ঘটনাগুলোও জনসম্মুখে প্রকাশ করছে। ফলে সহজেই সকলে আপনার গোপনীয় বিষয়গুলো জেনে যাচ্ছে।

২. ব্যক্তিত্ব :

ফেসবুক ব্যবহারে একজন মানুষের ব্যক্তিত্বে রহস্য বলে কিছু থাকে না। আপনার দেওয়া স্ট্যাটাস ও পোস্ট দেখে খুব সহজেই আপনার সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে যে, আপনি কেমন, আপনার পসন্দ কি, অপসন্দ কি? আপনার ব্যক্তিত্ব কেমন?

৩. প্রেম :

বিবাহ বহির্ভূত নারী-পুরুষের প্রেম, ভালোবাসা সবই ইসলামে নিষিদ্ধ। অথচ ফেসবুকে নারী-পুরুষেরা অবাধে বন্ধুত্ব করছে। তারপর দিন-রাত চ্যাট করছে। এভাবে তাদের মাঝে অবৈধ সম্পর্ক তৈরী হচ্ছে। ধীরে ধীরে এ সম্পর্ক ঘনিষ্ট হচ্ছে। এরপর দেখা করছে, ডেটিং করছে। অর্থ্যাৎ উম্মুক্ত ব্যাভিচারে জড়িয়ে পড়ছে। অথচ মহান আল্লাহ এ ব্যাপারে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। আল্লাহর বাণী, وَلاَ تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ– 'তোমরা প্রকাশ্য ও গোপন কোন অশ্লীলতার নিকটবর্তী হয়ো না' *(আন'আম ৬/১৫১)*। তিনি আরোও বলেন, وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً– 'তোমরা যেনার নিকটবর্তী হয়ো না। নিশ্চয়ই এটি অশ্লীল ও নিকৃষ্ট পথ' *(বনী ইস্রাঈল ১৭/৩২)*। এই ফেসবুকের ফলে বিশ্বের তরুণ সমাজ বিপথে চলে যাচ্ছে।

৪. অপরাধ প্রবণতা :

আজকাল ফেসবুকের মাধ্যমে অপরাধ প্রবণতা আরো এক ধাপ বেড়ে গিয়েছে। বিভিন্ন ধরণের রাজনৈতিক ধর্মীয় জটিলতা নিয়ে ফেসবুকে বেশ কড়া আলোচনা-সমালোচনা চলে। ফলে দেশের তরুণরা বা এর মাধ্যমে নোংরা রাজনীতিতে প্রবেশ করে। এর মাধ্যমে তাদের জীবনের ঝুঁকিও অনেক বেড়ে যায়। নাস্তিক তার বিষবাষ্প ছড়িয়ে দেয়। কেউ আবার সরকার, প্রশাসন, বিরোধীদল ইত্যাদি সম্পর্কে শাস্তিযোগ্য কটূক্তি করে। একজন আরেক জনের বিরুদ্ধে সমালোচনা ও মিথ্যা অপাবাদ দিয়ে থাকে। ফলে তাদের মাঝে গীবত করার প্রবনতা হু হু করে বেড়ে যায়। অথচ আল্লাহ তায়ালা এ ব্যাপারে কঠোর ভাবে নিষেধ করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন,

وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ–

'আর তোমরা একে অপরের গীবত কর না। তোমরা কি কেউ আপন মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পসন্দ কর? অবশ্যই তা

ঘৃণা করবে। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, নিশ্চয়ই তিনি তওবা কবুলকারী ও দয়ালু (হুজুরাত ৪৯/১২)। গীবতের পরিণতি সম্পর্কে মহান আল্লাহ আরো বলেন, وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ 'দুর্ভোগ সম্মুখে ও পশ্চাতেলোকের নিন্দাকারীদের' (হুমাযাহ ১০৪/১)।

৫. নৈতিক অবক্ষয় :

ফেসবুক একটি জনপ্রিয় যোগাযোগ মাধ্যম এ কথা অস্বীকারের উপায় নেই। কিন্তু আমাদের একটাই সমস্যা আমরা ভাল বিষয়কে ভালভাবে ব্যবহার করতে অভ্যস্ত নয়। প্রত্যেক বিষয়ের মন্দ দিকটাই আমরা চট করে গ্রহণ করি। ফেসবুক ও এর ব্যাতিক্রম নয়। এই জনপ্রিয় মাধ্যমটিকে ও আমরা অধিকাংশই সঠিকভাবে ব্যবহার করছি না। বিভিন্ন বয়স ও পেশার মানুষেরা নিজেদের বা অন্যের নামে ছদ্ম নামে 'ফেইক আইডি' খুলে বিভিন্ন নারী পুরুষের সাথে অবৈধ ও অনৈতিক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছে। অনেকেই আবার এখানে অশ্লীল ছবি পোষ্ট করছে। দেখা গেছে, এদের অনেকেই বিবাহিত। এভাবে অনেক বিবাহ বিচ্ছেদের ঘটনাও ঘটছে। অনেকেই আবার গোপন সম্পর্ক গড়ে তুলে ভিডিও কলিংয়ের মাধ্যমে কথিত প্রেমিক-প্রেমিকাকে নিজের শরীরের সব কিছু খুলে দেখাচ্ছে। আউযুবিল্লাহ কতটা বিকৃত রুচিবোধ হলে এমনটা হতে পারে। এভাবে এই যোগাযোগ মাধ্যমগুলো মানুষের মনুষ্যত্ব, চরিত্র, ঈমান ও নীতি-নৈতিকতাকে ধ্বংস করে দিচ্ছে।

৬. হীনমন্যতা :

এক গবেষণায় দেখা গেছে, যুবক কিংবা যুবতী সবক্ষেত্রেই ফেসবুক ব্যবহারকারীরা ব্যক্তিগত হীনমান্যতায় ভোগে। এই গবেষণায় দেখা গেছে ফেসবুক কিভাবে দ্রুত মানুষের আচরণ পরিবর্তন করছে। দুই সপ্তাহব্যাপী চলমান এই গবেষণায় দেখানো হয় ফেসবুক ব্যবহার কিভাবে একজন মানুষের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে।

বর্তমানে ফেসবুক ব্যবহারকারীর সংখ্যা দুই বিলিয়নের বেশী। এর মধ্যে অর্ধেকেরও বেশী ব্যবহারকারী প্রতিদিন ফেসবুকে লগইন করে। প্রতিমুহূর্তে শত শত বন্ধুর সর্বশেষ অবস্থা জানার জন্য যে যখন পারছে চট করে ফেসবুকে ঢুঁ মারছে। অনেকেরই অভ্যাস ফেসবুকে রাত কাটিয়ে দেওয়া। এ সকল কারণেই অনেকের মাঝে তৈরী হয় বিষন্নতা সাথে নিজের উপর হীনমন্যতা।

ইন্টারনেট সাইক্লোজিস্ট গ্রাহাম বলেন, গবেষণায় দেখা গেছে ফেসবুক ব্যবহারের পর স্বাভাবিকভাবে সময় কাটানোটা অনেকের ক্ষেত্রেই সম্ভব হয়না, ফলে তারা যখনই ফেসবুকের বাইরে থাকেন তখন অনেকটা নিঃসঙ্গ সময় কাটান অনেকের ক্ষেত্রেই দেখা যায় ফেসবুক ব্যবহার এবং ভার্চুয়াল বন্ধুরাই তাদের জীবনের বেশীর ভাগ অংশ জুড়ে অবস্থান করেন। ফলে ফেসবুকের বাইরে বাস্তব জীবনের বিষয়ে তারা অনেকটা উদাসীন থাকে। এতে করে তারা বাস্তব জীবনে অনেকটা নিঃসঙ্গ সময় কাটায়। গবেষকরা উদ্বেগের সাথে বলেন, ফেসবুক ব্যবহারকারীরা যত বেশী এই সাইট ব্যবহার করেন। তাদের নিজেদের জীবনের বিষয়ে আত্মনির্ভশীলতা তত বেশী কমে যায়। তারা নিজেদের ক্ষেত্রে বাস্তব জীবনে অনেকটাই হীনমন্যতায় ভোগে।

৭. সময়ের অপচয় :

ফেসবুক ব্যবহারকারীরা সাধারণত দিনের অধিকাংশ মূল্যবান সময়টা ফেসবুকে কাটায়। অনেকেই ২৪ ঘন্টার মধ্যে প্রায় ২০ ঘন্টাই ফেসবুকে কাটায়। এতে করে সময়ের মূল্যবোধটা তাদের মধ্যে থেকে হারিয়ে যাচ্ছে। ইংরেজীতে একটি প্রবাদ আছে, 'Time and tied wait for none' 'সময় ও স্রোত কারো জন্য অপেক্ষা করে না'। একথাটি আজকের তরুণ প্রজন্ম যেন ভুলেই গেছে। ফলে সময়ের মূল্য না দেওয়ার কারণে তারা জীবন সংগ্রাম থেকে ছিটকে পড়ে বহুদূর চলে যাচ্ছে।

৮. পড়াশোনার ক্ষতি :

প্রবাদ আছে, 'Education is the backbone of a nation' 'শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড'। অথচ অধিকাংশ ছাত্র সমাজ এই কথা ভুলে ফেসবুক, টুইটার, ইউটিউব, ম্যাসেন্জার ইত্যাদি নিয়ে মেতে আছে। পড়াশোনার সময়টা তারা নষ্ট করছে এসবের পিছনে। এমনকি পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষার পূর্ব রাতে ফেসবুকে ডুবে থাকে। সেখানে আবার বেহায়ার মত পোষ্ট করে যে, সকাল বেলা আমার পরীক্ষা সকলে দো'য়া করবেন। যে মূল্যবান সময়টা তাদের বই, খাতা, কলমের সাথে কাটানো যরূরী সেই সময়টা তারা ফেসবুকের পিছনে অপচয় করছে।

তাহ'লে চিন্তা করুন এই সব ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা দেশ-জাতি কি উপকার লাভ করবে। গোল্ডেন + ধারীরা বলতে পারে না S.S.C/H.S.C এর পূর্ণ রূপ কি? ১৬ই ডিসেম্বর কি দিবস? আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবস কবে? আর ইসলামী জ্ঞান? সেকথা নাইবা বললাম। এভাবে এই যোগাযোগ ব্যবস্থাগুলো দেশের উজ্জ্বল ভবিষ্যতগুলোকে আস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করছে।

৯. কাজের ক্ষতি :

উন্নয়নশীল দেশগুলো যখন উন্নতির শিখরে পৌঁছার জন্য প্রতিটি মূহুর্ত গবেষণা ও কাজের পিছনে ব্যয় করছে। তখন আমাদের তরুণ ও যুব সমাজ পড়া-লেখা গবেষণা ও কাজ ফেলে ফেসবুক নিয়ে পড়ে আছে। এভাবে তারা মানব সম্পদ না হয়ে দেশের জন্য বোঝায় পরিণত হচ্ছে। আর উন্নতির পথে বাঁধা হয়ে দাড়াচ্ছে।

১০. অর্থের অপচয় :

আমাদের যুবসমাজ টাকা উপার্জন না করে, টাকা অপচয়ের খেলায় মেতেছে। বাপ মা কষ্টের পর কষ্ট করে সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ার জন্য অর্থ উপার্জন করছে, আর ওদিকে

Contents

সন্তানেরা তার মূল্য না দিয়ে গার্লফ্রেন্ড, বয় ফ্রেন্ড, ফেসবুক, ইন্টারনেটের পিছনে দু'হাতে টাকা নষ্ট করছে। এভাবে বসে বাবা মার কষ্টার্জিত টাকা একদিকে পানিতে ফেলছে, অপর দিকে সে নিজের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎটা সাথে সাথে পরকালটাকেও ঘোর অমনিশায় বিসর্জন দিচ্ছে।

১১.স্বাস্থ্যহানি :

দীর্ঘক্ষণ স্ক্রীনে তাকিয়ে থাকার ফলে চোখের মারাত্মক ক্ষতি হচ্ছে। এছাড়াও মাথাব্যাথা, মাথাঘোরা, অবসন্নতা, মনমরা, হওয়া সহ আরো অনেক স্বাস্থগত ক্ষতি সাধন করছে এই ফেসবুক ও ইন্টানেট ব্যবস্থা। এছাড়াও অনেকে অশ্লীল ও নোংরা ছবি ভিডিও ইত্যাদি দেখে খারাপ কাজে (যেনায়) লিপ্ত হচ্ছে। পরিণতিতে ইহকালে যেমন সে গনোরিয়া, সিফিলিস, ও এইডস সহ নানা দূরারোগ্য ব্যাধি ডেকে আনছে। তেমনি পরকালে ডেকে আনছে ভয়াবহ শাস্তির জাহান্নাম।

মুহাম্মাদ জা'ফর ইকবাল তাঁর **'ডিজিটাল বন্ধু'** কবিতায় বলেন,

বন্ধু আমার পাকা সাতাশ হাযার!
ফেসবুকে তাদের সাথেই থাকি
বন্ধু ছাড়া এই জীবনের অর্থ আছে নাকী?
আমি যখন স্ট্যাটাস দিতে চাই,
দেবার আগেই শত শত লাইক পেয়ে যাই।
শুনে বন্ধু হি হি করে হাসে।
হেসে হেসে বলে,
ধরতে পারি ছুঁতে পারি একটা বন্ধু চাই
ডিজিটাল হাযার বন্ধুর কোনো দরকার নাই।

তাই আসুন! আমরা আমরা এই নোংরামী কাজ বন্ধ করে সুস্থ, সুন্দর ও পাপ-পংকিলতা মুক্ত জীবন গঠনে ব্রতী হই। সেই সাথে ইন্টারনেট, ফেসবুক, টুইটার, হোয়াটস এ্যাপ, ইমো ইত্যাদি হ'তে উপকারিতা লাভ করি। এগুলোকে ইসলামী দাওয়াত প্রচারের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করি। মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন!

[লেখক : সভাপতি, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ দিনাজপুর পূর্ব সাংগঠনিক যেলা]

জঙ্গীবাদ ও চরমপন্থার বিরুদ্ধে

সদ্য প্রকাশিত বই

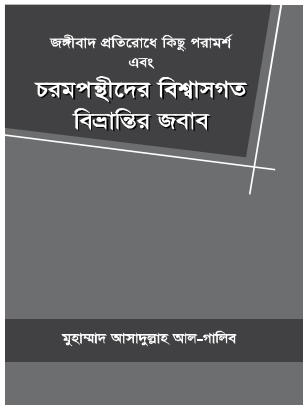

চরমপন্থীদের বিশ্বাসগত বিভ্রান্তির জবাব

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

প্রচার বিভাগ

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

সোনামণি প্রতিভা

(একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা)

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিশুদ্ধ ও চিরন্তন আদর্শের প্রচার-প্রসার এবং সোনামণিদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের দৃপ্ত অঙ্গীকার নিয়ে অক্টোবর'১২ হ'তে দ্বি-মাসিক ভাবে প্রকাশিত হয়ে আসছে আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন **'সোনামণি'** -এর মুখপত্র **'সোনামণি প্রতিভা'**।

আপনার সোনামণির সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের পথ সুগম করতে আজই সংগ্রহ করুন 'সোনামণি প্রতিভা'

➔ **নিয়মিত বিভাগ সমূহ :** বিশুদ্ধ আক্বীদা ও সমাজ সংস্কারমূলক প্রবন্ধ, ইতিহাস, রহস্যময় পৃথিবী, যেলা ও দেশ পরিচিতি, যাদু নয় বিজ্ঞান, চিকিৎসা, ম্যাজিক ওয়ার্ড, গল্পে জাগে প্রতিভা, একটু খানি হাসি, অজানা কথা, বহুমুখী জ্ঞানের আসর, কবিতা, মতামত ইত্যাদি।

➔ **লেখা আহ্বান :** মেধাবী সোনামণি, দায়িত্বশীল এবং নবীন লেখকদের নিকট থেকে **'সোনামণি প্রতিভা'**র জন্য উপরোক্ত বিভাগ সমূহে সোনামণিদের পাঠ উপযোগী লেখা আহ্বান করা হচ্ছে। সাথে সাথে সোনামণিদেরকে কলমী জিহাদে উৎসাহিত ও সার্বিক সহযোগিতা করতে অভিভাবকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা

সম্পাদক, সোনামণি প্রতিভা

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কমপ্লেক্স (২য় তলা), নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী।

মোবাইল : ০১৭১৫-৭১৫১১৪৩, ০১৭২৬-৩২৫০২৯, ০১৭৫৩-৯৭৬৭৮৭।

দক্ষিণ এশিয়ায় আহলেহাদীছ আন্দোলন

-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

আধুনিক যুগ : ৩য় পর্যায় (খ)

নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান ভূপালী

নওয়াব ছাহেবের 'মাসলাক' সম্পর্কে কিছু কথা ঃ

নওয়াব ছাহেব নিজ যবানীতেই নিজেকে 'মশহুর আহলেহাদীছ' বলা সত্ত্বেও হিংসুকেরা তাঁর প্রসিদ্ধিকে নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগাতে মোটেই চেষ্টার ত্রুটি করেনি। দুর্ভাগ্যজনক সত্য এই যে, একাজে স্বয়ং তাঁর ছেলে নওয়াব আলী হাসান খানকে ব্যবহার করা হয়েছে। নিজ নওয়াবী স্বার্থে হৌক বা সভাসদ ও প্রজাদের মনরক্ষার জন্যই হৌক তিনি তাঁর পিতার জীবনীতে বহু বে-দলীল ও অসংলগ্ন কথার অবতারণা করেছেন বলে কথিত আছে- যা পরীক্ষায় ভিত্তিহীন প্রমাণিত হয়েছে। যেমন স্বীয় পিতা সম্পর্কে একস্থানে বলছেন- 'তিনি খালেছ সুন্নী, মুহাম্মাদী, মুওয়াহ্হিদ, কিতাব ও সুন্নাতের অনুসারী, হানাফী ও নকশাবন্দী ছিলেন। সর্বদা হানাফী মাযহাবের দিকে নিজেকে সম্পর্কিত করতেন। কিন্তু আমল ও আক্বীদায় সর্বদা ইত্তেবায়ে সুন্নাতকে অগ্রাধিকার দিতেন'।[১]

অন্যত্র তিনি বলেন- 'মাননীয় ওয়ালাজাহ মরহুম পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত সর্বদা হানাফী তরীকায় আদায় করতেন। অবশ্য ইমামের পিছনে সূরায়ে ফাতিহা পাঠ এবং আউয়াল ওয়াক্তের প্রতি তিনি সর্বদা নযর রাখতেন'।[২]

উপরোক্ত অভিযোগ দু'টির মধ্যে প্রথমটির জওয়াব ইতিপূর্বে নওয়াব ছাহেবের আত্মজীবনীতে আমরা দেখে এসেছি। যেখানে তিনি নিজেকে একজন 'মশহুর আহলেহাদীছ' বলে অভিহিত করেছেন।[৩] দ্বিতীয় প্রশ্নের জওয়াবের জন্য নওয়াব ছাহেব লিখিত 'ছালাত শিক্ষা' (تعليم الصلوة) বইটিই যথেষ্ট। ২০ পৃষ্ঠার এই ছোট্ট পুস্তিকাটি তিনি মৃত্যুর মাত্র দু'বছর পূর্বে ১৩০৫ হিজরীর ৪ঠা জমাদিউছ ছানী তারিখে কয়েক ঘন্টায় লেখেন। নওয়াব ছাহেবের প্রণীত বইয়ের তালিকার মধ্যে পুত্র ও জীবনীকার নওয়াব আলী হাসান খান উক্ত বইটির নাম ও উল্লেখ করেছেন। উক্ত পুস্তিকায় 'ছালাতের পদ্ধতি' (نماز كي تركيب) শীর্ষক আলোচনায় নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান বলেন-[৪]

'নিয়ত ছাড়া ছালাত শুদ্ধ হয়না। ছালাতের সকল হুকুম ফরয। কিন্তু মধ্যখানের তাশাহ্হুদ, জালাসায়ে ইস্তিরাহাত এবং ছালাতের মধ্যকার যিক্র ও দো'আ সমূহের কোনটাই ওয়াজিব নয়। অবশ্য তাকবীরে তাহরীমা, মুক্তাদী হলেও সকল রাক'আতে সূরায়ে ফাতিহা পাঠ, শেষের তাশাহ্হুদ ও সালাম ফিরানো- এই চারটি যিক্র ফরয। এতদ্ব্যতীত আর যা কিছু আছে, সবই সুন্নাত। যেমন তাকবীরে তাহরীমার সময়ে, রুকুতে যাওয়াকালীন রুকু হ'তে উঠাকালীন ও তৃতীয় রাক'আতে দণ্ডায়মান হওয়াকালীন সময়ে মোট চার জায়গায় হস্ত উত্তোলন (রাফঊল ইয়াদায়েন) করা, ছালাতে দাঁড়াবার সময়ে হাত বাঁধা, তাকবীরে তাহরীমার পরে ছানা পড়া ইত্যাদি। ছানার জন্য সর্বাপেক্ষা ছহীহ ও মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ দো'আ হল- 'আল্লাহুমা বাইদ বায়নী .....'। এতদ্ব্যতীত আ'ঊযুবিল্লাহ, তারপর বিস্‌মিল্লাহ তারপর সূরায়ে ফাতিহা এবং শেষে সশব্দে 'আমীন' বলা সুন্নাত। 'আমীন' ইমাম ও মুক্তাদী ও উভয়েরই বলা চাই। সশব্দে 'আমীন' বলার রেওয়ায়াত নিঃশব্দে 'আমীন' বলার রেওয়ায়াতের মুকাবিলায় অধিকতর ছহীহ ও শক্তিশালী। অমনিভাবে সুন্নাত হ'ল সূরায়ে ফাতিহার সংগে অন্য একটি সূরা পাঠ করা, ... মধ্যবর্তী তাশাহ্হুদ ..... এবং ঐ সকল দো'আ যা প্রত্যেক রুকন-এর মধ্যে রয়েছে। যেমন রুকূ', সিজদা, ক্বওমা ও বৈঠকের দো'আসমূহ। অতঃর শেষ তাশাহ্হুদের পরে দো'আয়ে মাছূরাহ্ বা তার বাইরের যে কোন দো'আর মাধ্যমে প্রার্থনা করবে। উক্ত বর্ণনার পরে 'ফায়েদা' শিরোনামে নওয়াব ছাহেব ঐ সকল হাদীছের প্রতিটি রুকন ধীরে ধীরে আদায় করা, তাওয়াররুক অর্থাৎ শেষ বৈঠকে বাম পা ডান পায়ের নীচে দিয়ে বের করে নিতম্বের উপরে ভর দিয়ে বসা ইত্যাতাদির উল্লেখ রয়েছে। অতঃপর তিনি বলেন- 'এখন উচিত যে কোন ছালাত আদায়কারী যেন উপরোক্ত পদ্ধতি অতিক্রম না করে। তা করলে তার ছালাত ত্রুটি থেকে যাবে'।[৫]

উপরের বক্তব্য থেকে নওয়াব ছাহেবের মুকাল্লিদ হওয়ার কোন যুক্তি দাঁড় করানো যায় না, বরং তিনি একজন খাঁটি আহলেহাদীছ ব্যক্তিত্ব হিসাবে প্রমাণিত হন।

আল্লামা সৈয়দ ছিদ্দীক হাসান খান প্রথমদিকে আশ'আরী মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। তাঁর বিখ্যাত তাফসীর 'ফাৎহুল বায়ান'-কে এ ব্যাপারে প্রমাণ হিসাবে উপস্থাপনা করা যেতে পারে। কিন্তু ১২৮৫/১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে হজ্জ সম্পাদনের উদ্দেশ্যে মক্কায় গেলে সেখানকার খ্যাতনামা আলেমদের সঙ্গে তাঁর মতবিনিময় হয়। বিশেষ করে আল্লামা হামাদ বিন আতীক্ব (মৃঃ ১৩০১/১৮৮৩ খৃঃ) তাঁকে নছীহত

---

১. *মাওলানা নাযীর আহমাদ আমলুবী রহমানী, 'আহলেহাদীছ আওর সিয়াসাত' (বেনারসঃ জামে'আ সালাফিইয়াহ ২য় সংস্করণ, ১৯৮৬ খৃঃ) পৃঃ ১৬৯; গৃহীতঃ সীরাতে ওয়ালাজাহী ৪র্থ খন্ড পৃঃ ১।*

২. *প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬৯; গৃহীতঃ পূর্বোক্ত ৪র্থ খন্ড পৃঃ ৬৩।*

৩. *'ইবকাউল মিনার' পৃঃ ২৯০; 'আহলেহাদীছ আওর সিয়াসাত' পৃঃ ১৮২।*

৪. *'আহলেহাদীছ আওর সিরাসাত' পৃঃ ১৭৯-১৮৯; গৃহীতঃ তা'লীমুছ ছালাত পৃঃ ৯-১১।*

৫. *প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮১; গৃহীতঃ তা'লীমুছ ছালাত পৃঃ ১১।*

করে মূল্যবান একটি পত্র লিখেন। যেখানে তিনি তাঁকে ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (৬৬১-৭২৮/১২৬২-১৩২৮) ও হাফেয ইবনুল কাইয়িম (৬৯১-৭৫১ হিঃ/ ১২৮৯-১৩৫০ খৃঃ)-এর আকীদা সংক্রান্ত কিতাবসমূহ অধ্যয়নের অনুরোধ করেন। দেখা গেল চার বছর পরে ১২৮৯/১৮৭২ সালে আল্লামা ছিদ্দীক হাসান খান তাঁর পূর্বের আক্বীদা পরিবর্তন করে এতদ সংক্রান্ত তাঁর জীবনের শেষ রচনা 'ক্বাৎফুছ ছামার' (قطف الثمر في عقيدة أهل الأثر) নামক বিখ্যাত গ্রন্থ প্রকাশ করেন।[৬] আহলেহদীছের আক্বীদার উপরে গ্রন্থটিকে একটি প্রামাণ্য দলীল হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে।

আহলেহাদীছ আন্দোলনে তাঁর অবদান :

আল্লামা ছিদ্দীক হাসান যখন তাঁর ইলমের জ্যোতি বিকীরণ শরু করেন, তখন তাঁর সময়কার ভারতবর্ষে মুসলমানদের ধর্মীয় অবস্থা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'হিন্দুস্থানে দুই মাযহাবের মুসলমান ছিল- শী'আ ও হানাফী। শী'আদের রাজত্বকালে দুনিয়ার লোভে বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি শী'আ হয়ে গিয়েছিলেন। আল্লাহ তা'আলা আমার পিতাকে খালেছ সুন্নী ও মুহাম্মাদী বানিয়েছেন। এই দেশে আহলেহাদীছ খুব কম হয়েছেন। কিছু সংখ্যক বিদ্বান যারা সুন্নাতের পাবন্দ ছিলেন... তাঁরা অবস্থার প্রেক্ষিতে ফিক্হের আড়ালে (متستر بالفقه) মুখ লুকিয়েছেন। শায়খ আব্দুল হক দেহলভী (৯৫৮-১০৫২/১৫৫১-১৬৪২) মুহাদ্দিছ হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। কিন্তু হানাফী মাযহাবের সমর্থনে লিখেছেন (محرر مذهب أبي حنيفه)।... শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী (রহঃ) স্বীয় কিতাবসমূহে রায় ও তাকলীদ হ'তে নিষেধ করেন এবং ইত্তেবায়ে সুন্নাতের প্রতি উৎসাহ প্রদান করেন। .... তাঁর পরে শাহ ইসমাঈল (রহঃ)-এর সময়ে লোকদের মধ্যে তাকলীদের ঝগড়া শরু হয়। ঝগড়া শেষ না হ'তেই শাহ শহীদের সৌভাগ্যমণ্ডিত যামানা অতিক্রান্ত হয়ে যায়। এই সময়ের পরে যখন আর কোন যোগ্য আলেম নেই, যারা ফিক্হের উপরে পূর্ণ আয়ত্ত রাখেন'।[৭]

নওয়াব ছিদ্দীক হাসানের সময়ে (১৮৩২-৯০ খৃঃ) ভারতবর্ষে হাদীছের রেওয়াজ ছিল খুব কম। রায়, কিয়াস ও মাযহাবী ফিক্হের রেওয়াজ ছিল বেশী। রাজ দরবার হ'তে পর্ণ কুটীর পর্যন্ত সর্বত্র ছিল একই অবস্থা। এমনকি ভারতগুরু শাহ আব্দুল আযীযের (১১৫৯-১২৩৯ হিঃ/ ১৭৪৬-১৮২৪ খৃঃ) দরসগাহে মাত্র দু'খানা বুখারী শরীফ ছিল। যার বিভিন্ন পারা খণ্ড খণ্ড করে ছাত্রদের মধ্যে বিলি করা হ'ত এবং পাঠশেষে ফিরিয়ে নেওয়া হ'ত।[৮]

তৎকালীন ভারতের শ্রেষ্ঠ হাদীছ শিক্ষাকেন্দ্রের অবস্থা যদি এই হয়, তাহ'লে ভারতের অন্যান্য স্থানের অবস্থা সহজেই অনুমান করা চলে।

সর্বত্র মাযহাবী ফিক্হের রেওয়াজ থাকার কারণে মুসলমানগণ স্বাভাবিকভাবেই নির্দিষ্ট একটি মাযহাবের অনুসারী মুকাল্লিদ হিসাবে পরিগণিত হন। ফলে মাযহাববিরোধী কোন বক্তব্য তা যতই ছহীহ দলীলভিত্তিক হৌক না কেন, তা মেনে নিতে সমাজ প্রস্তুত ছিল না। তাই সেই সময়কার মুললিম সমাজকে এক কথায় 'তাকলীদী সমাজ' বলা চলে।

মাযহাবী ফিক্হভিত্তিক যা ছিল তা-ও ছিল বিকৃত। ফিক্হগ্রন্থে নেই এমন বহু কিছু মাযহাবের নামে চালু হয় এবং শিরক ও বিদ'আত ব্যাপকভাবে মুসলিম সমাজকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। নওয়াব ছাহেবের ভাষায় 'হিন্দুস্থানী মুসলমানদের মধ্যে শিরক ও বিদ'আতের প্রচলন ছিল। আর যারা সুন্নী ছিল তারা ছিল গোরপূজারী ও পীরপূজারী'।[৯]

শী'আ দাদা ও মুহাম্মাদ পিতার ঘরে লালিত পালিত হয়ে আল্লামা ছিদ্দীক হাসান খান কর্মজীবনে চরম বিদ'আত অধ্যুষিত ভূপাল শহরে দীর্ঘ ৩৭ বৎসরের জীবনে অত্যন্ত কঠিন বিরোধী ও শত্রুতামূলক পরিবেশ অতিক্রম করেন। প্রচলিত মাযহাবী ইসলামের তিনি বিরোধিতা করেন। শিরক ও বিদ'আতের বিরুদ্ধে কথা বলেন। তাকলীদের বন্ধনমুক্ত হয়ে নিরপেক্ষভাবে ছহীহ হাদীছের অনুসরণে ব্রতী হন ও লেখনী ধারণ করেন। সকল অবস্থাতেই তিনি নিজস্ব ইল্মের আলোকে স্বাধীনভাবে পথ চলেছেন। কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নিরপেক্ষ অনুসরণের পথে সকল বাধাকে তিনি হাসিমুখে বরণ করেছেন। কোন বাধাই তাঁকে পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ্র মানদণ্ড হতে বিচ্যুত করতে পারেনি।

যেহেতু সমাজ তাঁর সম্পূর্ণ বিরোধী, তাই তিনি শাহ অলিউল্লাহ (১১১৪-১১৭৬/১৭০৩-১৭৬২)-এর মত লেখনীর মাধ্যমে সমাজ সংস্কারের পথ বেছে নেন। যদিও এপথ কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। অতঃপর এভাবেই ভারতবর্ষে 'ফিক্হুল মাযহাব' -এর বদলে 'ফিক্হুল হাদীছ'-এর প্রচলন হয়, যদিও শাহ অলিউল্লাহ্ ও শাহ ইসমাঈল শহীদের হাতে আগেই এর প্রবর্তন ঘটেছিল। আল্লামা ছিদ্দীক হাসান স্বীয় আত্মজীবনীতে বলেন, আমার হাতে 'ফিক্হে সুন্নাত'-এর কিতাবসমূহের রেওয়াজ ঘটে এবং আরবী, ফারসী উর্দূ তিন ভাষায় আরব-আজমের সর্বত্র পৌছে যায়'।[১০]

(চলবে)

[বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব প্রণীত 'আহলেহাদীছ আন্দোলন : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ (পিএইচ.ডি থিসিস) শীর্ষক গ্রন্থ পৃঃ ৩৪৮-৩৫২)]

৬. ডঃ আছেম বিন আবদুল্লাহ, 'ক্বাৎফুছ ছামার'-এর ভূমিকা (মদীনাঃ জামে'আ ইসলামিয়াহ্ ১ম সংস্করণ, ১৮০৪/১৯৮৪) পৃঃ ১২, ২৬, ৮।

৭. 'মিনার' পৃঃ ১৫২।

৮. 'তারাজিম' পৃঃ ২৪৩-৪৪।

৯. 'মিনার' পৃঃ ২০১।

১০. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫৯।

খলীফা বা আমীর নিযুক্ত করা কি যরূরী?

- আল্লামা মুহাম্মাদ ইউসুফ কলকাত্তাবী

প্রশ্ন : আমীর নিযুক্ত করা কি যরূরী এবং এর প্রমাণ কি?

উত্তর : প্রথমে একথা স্মরণ রাখা উচিত যে, সেই দলীলগুলিই গ্রহণযোগ্য এবং শক্তিশালী হয়, যার প্রমাণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ), ছাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈন থেকে পাওয়া যায়। আর কুরআন মাজীদ সে বিষয়ে কথা বলে।

সামনে স্পষ্ট হবে যে, যে ব্যক্তি এই দলীলগুলিকে পেশ করে এবং আমল করে, সে যথাযথভাবে এবং পুরাপুরিভাবে আমল করার সামর্থ্য রাখে না। অথবা তার উপরে আমল করার ব্যাপারে অলসতা এসে যায়। অথবা ঐ কাজটি যে গতিতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম করতেন, সেই গতিতে করতে পারে না। তবে অবশ্যই করে। তার যতটুকু ক্ষমতা আছে, তাতে হিম্মত হারায় না। এখন যদি কেউ ঐ ব্যক্তিকে বলে যে, মিয়াঁ! হয় তুমি ঐ গতিতে আমল করো যে গতিতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) করতেন। অথবা ছেড়ে দাও। তাহ'লে এই ব্যক্তি কঠিন ভুলের মধ্যে আছে। বরং সে পাগল। এমন শক্তি কার আছে যে, ছাহাবীদের মতো হুবহু আমল করবে?

যেমন একজন ব্যক্তি ছালাত আদায় করছে। কিন্তু তার খুশূ-খুযূ ঐরূপ নয়, যেমনটা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছিল। তার ছালাত আদায়ের দলীল কুরআন ও হাদীছ দ্বারা সাব্যস্ত। এখন যদি কোন ব্যক্তি বলে যে, ভাই তোমার কাছে তো রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দলীল রয়েছে। কিন্তু তোমার ছালাত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর খুশূ-খুযূর মতো নয় কেন?

তাহলে বলুন যে, কারো ছালাত যদি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছালাতের মতো না হয়, তাহ'লে কি সে ছালাতও আদায় করবে না? না; বরং আমরা এটা বলব যে, আমাদের কাছে দলীল রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাত আদায় করেছেন। আমরাও ঐ দলীল অনুযায়ী ছালাত আদায় করি।

এর উপর ভিত্তি করে বলা যায়, সকল শারঈ মাসআলার স্বরূপ এর উপরেই রয়েছে যে, শরী'আতে দলীল মওজুদ রয়েছে। কিন্তু আমল করার ক্ষেত্রে কিছু কমবেশী হয়ে থাকে।

ঠিক এভাবেই ইমারত ও খেলাফতের দলীল ঐগুলিই, যেগুলি ছাহাবীদের ইমারত ও খেলাফতের দলীল ছিল। কিন্তু আমাদের ইমারত ও খেলাফত ঐ শক্তি ও ঐ রূহানিয়াতের মতো নয়। এতে আমাদের জন্য কোন নিন্দা নেই। কারণ হল আমাদের ঈমানী শক্তি প্রকৃতিগতভাবেই দুর্বল। যার অনিবার্য ফল এই যে, আমাদের সব আমল ছাহাবী ও তাবেঈদের আমল থেকে অনেক কম। কিন্তু এই দুর্বলতা সত্ত্বেও আমরা ঐ দলীল সমূহ থেকেই দলীল গ্রহণ করি এবং তার উপরে চলেই নিজেদের আমীর ও খলীফা নির্বাচন করি। এই ভূমিকার পর আমি প্রশ্নের জবাবের দিকে আসছি।

ইমারত ও খেলাফত :

ইমারত ও খেলাফতের প্রয়োজন ও গুরুত্ব এত বেশী যে, যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মৃত্যু বরণ করেন তখন সর্বপ্রথম ছাহাবায়ে কেরাম চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন হন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পরে কোন ব্যক্তি আছেন যিনি এই শরী'আতের দায়-দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিবেন?

এজন্য দ্রুত আনছার ছাহাবীগণ সা'দ বিন উবাদাহ (রাঃ)-এর নিকটে বনু সা'এদায় বৈঠকে মিলিত হন এবং পরামর্শ শুরু করেন। যখন এই সংবাদ আবুবকর ছিদ্দীক ও ওমর ফারূক (রাঃ)-এর নিকট পৌঁছল, তখন তাঁরা দ্রুত তাদের নিকট গেলেন। আর এখানেই ইমারতের ঝগড়া শুরু হল যে, কে আমীর হবেন? আসলে প্রত্যেক সম্প্রদায় এই কামনা করত যে, আমাদের আমীর আমাদের মধ্য থেকেই হোক। আর তারা অন্যদের নেতৃত্বের ব্যাপারে কবে খুশী হ'ত? ফলে আনছাররা এ কথা বলল যে, একজন আমীর আমাদের হোক এবং একজন আমীর তোমাদের হোক। এতে দ্বন্দ্বও থাকবে না। আনছারদের আমীর আনছারী হোক এবং মুহাজির কুরায়েশদের আমীর কুরায়শী হোক। তখন আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ) বলেন যে, এভাবে কখনই হবে না। বরং আমরা হব আমীর এবং তোমরা হবে উযীর। এর জবাবে হুবাব ইবনুল মুনযির বলেন, কখনই নয়। বরং আমাদের একজন আমীর এবং তোমাদের একজন আমীর হোক। তিনি কসম করেন যে, আমরা এটা কখনই মানব না যে, তোমরা আমীর হবে আর আমরা উযীর হয়ে থাকব। এর জবাবে আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ) বলেন যে, 'না, আমরা আমীর হব এবং তোমরা উযীর থাকো। অবশেষে সবাই আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ)-এর হাতে এখানেই বায়'আত করেন এবং দ্বন্দ্বের অবসান ঘটান। অতঃপর সকলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাফন-দাফনে মনোনিবেশ করেন।

ঘটনাটি ছহীহ বুখারীর ১ম খণ্ডের ৫১৮ পৃষ্ঠায় মওজুদ রয়েছে। لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلاً 'যদি আমি কাউকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করতাম' অনুচ্ছেদের অধীনে এবং 'আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ)-এর মর্যাদা' অধ্যায়ে *(বুখারী হা/৬৮৩০)*।

দ্বিতীয় ঘটনা : যখন ওমর ফারূক (রাঃ)-এর মৃত্যু আসন্ন হ'ল, তখন লোকেরা বলল, আপনি কি আপনার পরবর্তী খলীফা কাউকে মনোনীত করবেন না? তখন তিনি বললেন, إِنْ أَسْتَخْلِفْ فَقَدِ اسْتَخْلَفَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّى أَبُو بَكْرٍ، وَإِنْ أَتْرُكْ فَقَدْ تَرَكَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم 'যদি আমি খলীফা মনোনীত করি, তাহলে আমার চেয়ে যিনি শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ আবুবকর তিনি (আমাকে) খলীফা মনোনীত

করেছিলেন। আর যদি আমি মনোনীত না করি তাহলে আমার চেয়ে যিনি শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খলীফা মনোনীত করে যাননি'।[১] মূলতঃ আমীর থাকা এতটাই যরূরী যে, আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ) নিজের জীবদ্দশাতেই ওমর (রাঃ)-কে খলীফা নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। আর এই আকাঙ্ক্ষাই সকলে ওমর ফারূক (রাঃ)-এর কাছে ব্যক্ত করেন যে, আপনিও কাউকে আমীর মনোনীত করে যান। তখন ওমর ফারূক (রাঃ) বলেন, যদি আমি আমীর নিযুক্ত করে যাই তবুও কোন মতানৈক্যের কারণ নেই। এজন্য যে, আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ) আমাকে নিযুক্ত করে গিয়েছিলেন। আর যদি নাও করি বরং লোকদের পরামর্শের উপরে ছেড়ে যাই, তবুও মতভেদের কোন কারণ নেই। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর পরে প্রকাশ্যভাবে কাউকে নিযুক্ত করে যাননি। বরং মুসলমানদের পরামর্শের উপরে ছেড়ে দেন।

মোদ্দাকথা, তাঁর পরে ওছমান (রাঃ)-এর খলীফা হওয়ার ঘটনা ঐ বুখারীতেই মওজুদ রয়েছে। আব্দুর রহমান বিন 'আওফ (রাঃ)-এর পরামর্শে তাকে খলীফা নির্বাচন করা হয় *(বুখারী হা/৩৭০০ 'ওছমানের বায়'আত-এর ঘটনা' অনুচ্ছেদ)*। বেশী দলীল বর্ণনার প্রয়োজন নেই। কেননা এটা মুসলমানদের সর্বসম্মত ফৎওয়া ও বিশ্বাস যে, প্রত্যেক যুগে মুসলমানদের আমীরের প্রয়োজন রয়েছে, ছিল এবং থাকবে।

সামনে গিয়ে আল্লামা তাঁর প্রবন্ধে বায়'আত এবং আমীরের কথা শোনা ও মানার প্রমাণে নিম্নোক্ত হাদীছগুলি উল্লেখ করেছেন :

١. عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ دَعَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْنَاهُ فَكَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِى مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ قَالَ إِلاَّ أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ فِيهِ بُرْهَانٌ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ-

১. উবাদাহ বিন ছামেত (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে আহ্বান জানালেন অতঃপর আমরা তাঁর হাতে এই মর্মে বায়'আত করলাম যে, আমরা পসন্দে-অপসন্দে, দুঃখে-সুখে এবং আমাদের উপর অন্যকে প্রাধান্য দেয়ার ক্ষেত্রে আমীরের কথা শুনব ও মানব। আর আমরা নেতৃত্ব নিয়ে পরস্পরে ঝগড়া করব না'। তিনি বলেন, তবে যদি তোমরা (আমীরের মধ্যে) প্রকাশ্য কুফরী দেখতে পাও, যে বিষয়ে তোমাদের নিকট আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে প্রমাণ মওজুদ থাকে'।[২]

চিন্তা করো, এই হাদীছে স্পষ্টভাবে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তোমার উপর অন্যকে প্রাধান্য দিলেও তুমি তার বায়'আত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে পারো না।

٢. قَالَ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا كُنَّا بِشَرٍّ فَجَاءَ اللهُ بِخَيْرٍ فَنَحْنُ فِيهِ فَهَلْ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الْخَيْرِ شَرٌّ قَالَ نَعَمْ. قُلْتُ هَلْ وَرَاءَ ذَلِكَ الشَّرِّ خَيْرٌ قَالَ نَعَمْ. قُلْتُ فَهَلْ وَرَاءَ ذَلِكَ الْخَيْرِ شَرٌّ قَالَ نَعَمْ. قُلْتُ كَيْفَ قَالَ يَكُونُ بَعْدِى أَئِمَّةٌ لاَ يَهْتَدُونَ بِهُدَاىَ وَلاَ يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِى وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِى جُثْمَانِ إِنْسٍ. قَالَ قُلْتُ كَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ قَالَ تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلأَمِيرِ وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ-

২. হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা তো অকল্যাণের মাঝে ছিলাম। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে কল্যাণ দান করলেন। ফলে আমরা তাতেই রয়েছি। এ কল্যাণের পর আবারও কি অকল্যাণ আসবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, সেই অকল্যাণের পর কি আবার কল্যাণ আসবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, সেই কল্যাণের পর কি আবার অকল্যাণ আসবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, সেটা কিভাবে? তিনি বললেন, আমার পরে এমন একদল শাসক হবে, যারা আমার হেদায়াত অনুযায়ী চলবে না এবং আমার সুন্নাত অনুযায়ী আমল করবে না। তাদের মধ্যে এমন কিছু লোকের আবির্ভাব ঘটবে, যাদের হৃদয়গুলো হবে মানুষের দেহে শয়তানের অন্তর। হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি যদি সেই অবস্থার সম্মুখীন হই তাহ'লে কি করব? তিনি বললেন, 'তুমি আমীরের কথা শুনবে এবং তার আনুগত্য করবে। যদিও তোমার পিঠে প্রহার করা হয় এবং তোমার সম্পদ ছিনিয়ে নেয়া হয়। তবুও তার কথা শুনবে ও তার আনুগত্য করবে'।[৩]

এই হাদীছটি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করছে যে, ইমাম ফাসেক হ'লেও তার আনুগত্য থেকে পৃথক হওয়া যাবে না।...

٣. عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الأَشْجَعِىِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: خِيَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ. قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ أَفَلاَ نُنَابِذُهُمْ بِالسَّيْفِ فَقَالَ لاَ مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلاَةَ وَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ وُلاَتِكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُونَهُ فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ وَلاَ تَنْزِعُوا يَدًا مِنْ طَاعَةٍ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ-

৩. 'আওফ বিন মালেক আল-আশজা'ঈ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম নেতা

১. বুখারী হা/৭২১৮ 'আহকাম' অধ্যায়, ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে।
২. মুসলিম হা/১৭০৯; বুখারী হা/৭০৫৫-৫৬; মিশকাত হা/৩৬৬৬।
৩. মুসলিম হা/১৮৪৭ (৫২); ছহীহাহ হা/২৭৩৯; মিশকাত হা/৫৩৮২।

Contents

তারাই যাদেরকে তোমরা ভালবাস এবং তারাও তোমাদেরকে ভালবাসে। তারা তোমাদের জন্য দো‘আ করে এবং তোমরাও তাদের জন্য দো‘আ কর। পক্ষান্তরে তোমাদের মধ্যে নিকৃষ্ট নেতা তারাই যাদেরকে তোমরা ঘৃণা কর এবং তারাও তোমাদেরকে ঘৃণা করে। তোমরা তাদেরকে অভিশাপ দাও এবং তারাও তোমাদেরকে অভিশাপ দেয়। বলা হ’ল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা কি তাদেরকে তরবারি দ্বারা প্রতিহত করব না? তিনি বললেন, না। যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তোমাদের মধ্যে ছালাত কায়েম রাখবে। আর যখন তোমাদের শাসকদের মধ্যে কোন অপসন্দনীয় কাজ দেখবে, তখন তোমরা তাদের সে কাজকে অপসন্দ করবে। কিন্তু আনুগত্য থেকে হাত গুটিয়ে নিবে না’।[৪]

আরেকটি প্রশ্নের জবাবে আল্লামা বলেন, হ্যাঁ ছহীহ হাদীছ সমূহে এসেছে যে, বায়‘আত আবশ্যিক ও অপরিহার্য বিষয়। যে বায়‘আত করে না সে জাহেলিয়াতের মৃত্যু বরণ করে এবং সে তার গর্দান থেকে ইসলামের রশিকে দূরে নিক্ষেপ করে। যেমন-

৪. ইবনে ওমর (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

٤. وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِى عُنُقِه بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً– رَوَاهُ مُسْلِمٌ–

‘আর যে ব্যক্তি মৃত্যু বরণ করল এমন অবস্থায় যে, তার গর্দানে (আমীরের আনুগত্যের) বায়‘আত নেই। সে জাহেলিয়াতের মৃত্যু বরণ করল’।[৫]

৫. আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيْرِه شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ يُفَارِقُ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَيَمُوْتُ إِلاَّ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً– ‘যে ব্যক্তি তার আমীরের মধ্যে এমন কিছু দেখে যা সে অপসন্দ করে, সে যেন ধৈর্য ধারণ করে। কেননা যে ব্যক্তি জামা‘আত থেকে এক বিঘত পরিমাণ দূরে সরে গেল অতঃপর মৃত্যু বরণ করল, সে জাহেলিয়াতের মৃত্যু বরণ করল’।[৬]

৬. ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِه شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْرًا فَمَاتَ عَلَيْهِ إِلاَّ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً–

‘যে ব্যক্তি তার আমীরের কোন কিছু অপসন্দ করবে, সে যেন তাতে ধৈর্য ধারণ করে। কেননা যে ব্যক্তি শাসকের আনুগত্য থেকে এক বিঘত পরিমাণ বের হয়ে গেল এবং ঐ অবস্থায় মৃত্যু বরণ করল, সে জাহেলিয়াতের মৃত্যু বরণ করল’।[৭]

আল্লাহ আল্লাহ! কত বড় ধমকি এবং কত বড় তাকীদ যে, কোন ব্যক্তি বিনা বায়‘আতে মারা গেলে তার মৃত্যু জাহেলিয়াতের মৃত্যু হবে।...

বেরাদারানে ইসলাম!

এ হাদীছগুলি কি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নয়? হে আহলেহাদীছ জামা‘আত! এগুলি কি ছহীহ মুসলিমের হাদীছ নয়? এগুলির মর্যাদা কি ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ, আমীন জোরে বলা ও রাফ‘উল ইয়াদায়েন-এর চেয়ে কম?

মনে রেখ, আমীন ও রাফ‘উল ইয়াদায়েন তো সুন্নাত। আর ইমামের আনুগত্য করা ফরয। আল্লাহ সকল মুসলমানকে বিশেষ করে আহলেহাদীছদেরকে তাওফীক দিন!

ইমামের আনুগত্য আল্লাহ ও রাসূল (ছাঃ)-এর আনুগত্য এবং তাঁর অবাধ্যতা আল্লাহ ও রাসূল (ছাঃ)-এর অবাধ্যতার শামিল :

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

مَنْ أَطَاعَنِى فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ وَمَنْ عَصَانِى فَقَدْ عَصَى اللهَ وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِى فَقَدْ أَطَاعَنِى وَمَنْ عَصَى أَمِيرِى فَقَدْ عَصَانِى– مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ–

‘যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল সে আল্লাহ্র আনুগত্য করল। আর যে ব্যক্তি আমার অবাধ্যতা করল, সে আল্লাহ্র অবাধ্যতা করল। যে আমার আমীরের আনুগত্য করল, সে আমার আনুগত্য করল। আর যে আমার আমীরের অবাধ্যতা করল, সে আমার অবাধ্যতা করল’।[৮] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেন, ‘যদি তোমাদের উপর একজন নাক-কান কাটা কৃষ্ণকায় গোলামকেও আমীর নিযুক্ত করা হয়, যিনি তোমাদেরকে আল্লাহ্র কিতাব অনুযায়ী পরিচালনা করেন, তোমরা তার কথা শোন ও মান্য কর’।[৯] এ ব্যাপারে ছহীহ বুখারী ও মুসলিমে বহু হাদীছ এসেছে। কিন্তু আমি কয়েকটি বর্ণনা করলাম। যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি সব বিষয়ের দু’একটি হাদীছ মনে রাখে।

আল্লাহ্র অবাধ্যতায় আনুগত্য করবে না :

আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন,

السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ إِلاَّ أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ– مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ–

‘প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির উপর পসন্দনীয় ও অপসন্দনীয় সব বিষয়ে (নেতার আদেশ) শ্রবণ করা ও তার আনুগত্য করা

৪. মুসলিম ২/১২৯ পৃ. হা/১৮৫৫; মিশকাত হা/৩৬৭০।

৫. মুসলিম হা/১৮৫১; মিশকাত হা/৩৬৭৪। অত্র হাদীছের প্রথমাংশে বলা হয়েছে, مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِىَ اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ حُجَّةَ لَهُ ‘যে ব্যক্তি আনুগত্যের হাত ছিনিয়ে নিল। সে ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্র সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে এমন অবস্থায় যে, তার কোন প্রমাণ (অর্থাৎ বাঁচার জন্য কোন ওযর) থাকবে না’। -*(সম্পাদক)*।

৬. বুখারী হা/৭০৫৪; মুসলিম হা/১৮৪৯ (৫৫); মিশকাত হা/৩৬৬৮।

৭. বুখারী হা/৭০৫৩; মুসলিম হা/১৮৪৯ (৫৬)।

৮. মুসলিম হা/১৮৩৫; বুখারী হা/২৯৫৭, ৭১৩৭; মিশকাত হা/৩৬৬১।

৯. মুসলিম হা/১২৯৮, ১৮৩৮; মিশকাত হা/৩৬৬২।

Contents

অপরিহার্য। যতক্ষণ না আল্লাহ্‌র অবাধ্যতার নির্দেশ দেয়া হয়। যখন আল্লাহ্‌র অবাধ্যতার নির্দেশ দেয়া হবে, তখন আমীরের কথা শ্রবণ ও তার কোন আনুগত্য নেই'।[১০]

আলী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ طَاعَةَ فِى مَعْصِيَةٍ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِى الْمَعْرُوف 'আল্লাহ্‌র অবাধ্যতায় কোন আনুগত্য নেই। আনুগত্য কেবল সৎকর্মে'।[১১]

দুর্বল ব্যক্তি কি ইমাম হ'তে পারে?

বর্তমানে এ প্রশ্নটাও ঘুরপাক খাচ্ছে যে, যে ইমাম ব্যভিচারীকে পাথর মারতে পারে না এবং চোরের হাত কাটতে পারে না, সে ব্যক্তি ইমাম হ'তে পারে না। এ ব্যাপারে ত্বাবারাণীর একটি হাদীছ তারা পেশ করে থাকেন যে, اَلْإِمَامُ الضَّعِيْفُ مَلْعُوْنٌ 'দুর্বল ইমাম অভিশপ্ত'।[১২] স্মরণ রাখা উচিত যে, এই হাদীছটি বিশুদ্ধ সনদে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে প্রমাণিত নয়।... তাছাড়া এ হাদীছটি বাস্তবতারও পরিপন্থী।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ১৩ বছর মক্কায় ছিলেন। অবশেষে তাঁকে দেশ ছাড়তে হয়। তিনি অনেক দুর্বল ছিলেন। অবস্থা অত্যন্ত নাযুক ছিল। হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ যার ব্যাপারে আল্লাহ বলেছেন, إِنِّيْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا 'আমি তোমাকে মানবজাতির নেতা করব' *(বাক্বারাহ ২/১২৪)*। অবশেষে তিনিও জন্মভূমিকে বিদায় জানান *(ছাফ্ফাত ৩৭/৯৯)*। হযরত লূত (আঃ)-এর নিকটে যখন তাঁর বদমাশ সম্প্রদায় শয়তানী করার জন্য আসে, সে সময় তাঁর বাড়ীতে ফেরেশতারা মেহমান ছিলেন। লূত (আঃ) তখন আফসোস করে বলেন, لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيد 'হায়! যদি তোমাদের বিরুদ্ধে আমার কোন শক্তি থাকত অথবা আমি যদি কোন দৃঢ় স্তম্ভের আশ্রয় পেতাম!' *(হূদ ১১/৮০)*। একইভাবে নূহ (আঃ) নিজের দুর্বলতা স্বীকার করেছেন। যেমন আল্লাহ বলেন, فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ 'অতঃপর সে তার পালনকর্তাকে আহ্বান করল, হে প্রভু! আমি পরাজিত। অতএব তুমি ওদের থেকে প্রতিশোধ নাও' *(ক্বামার ৫৪/১০)*।

উপরোক্ত ঘটনাসমূহের উপর ভিত্তি করে বলা যায় যে, অধিকাংশ নবীই দুর্বল ছিলেন এবং মুকাবিলা করতে পারেননি। তাহ'লে কি এঁরা সবাই অভিশপ্ত ছিলেন? *আস্তাগফিরুল্লাহ*! আল্লাহ্‌র কাছে পানাহ চাই।...

এজন্য সত্য-সত্যই বলা হয়,

نیم ملاّ خطرۂ ایمان + نیم حکیم خطرۂ جان

'আধা মৌলভী ঈমানের জন্য বিপদ। আর হাতুড়ে ডাক্তার জীবনের জন্য বিপদ'। বর্তমানের অবস্থা এরকমই।

যদি ইমাম না থাকে তাহ'লে কি করবে?

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُوْنَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَيْرِ، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِىْ فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنَّا كُنَّا فِىْ جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ فَجَاءَنَا اللهُ بِهَذَا الْخَيْرِ، فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: وَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَفِيْهِ دَخَنٌ؟ قُلْتُ: وَمَا دَخَنُهُ؟ قَالَ: قَوْمٌ يَهْدُوْنَ بِغَيْرِ هَدْيِي، تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ. قُلْتُ: فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ؟ قَالَ: نَعَمْ، دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ، مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوْهُ فِيْهَا. قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! صِفْهُمْ لَنَا. قَالَ: هُمْ مِنْ جِلْدَتِنَا، وَيَتَكَلَّمُوْنَ بِأَلْسِنَتِنَا. قُلْتُ: فَمَا تَأْمُرُنِىْ إِنْ أَدْرَكَنِىْ ذَلِكَ؟ قَالَ: تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِيْنَ وَإِمَامَهُمْ. قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلاَ إِمَامٌ؟ قَالَ: فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا، وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ، حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ، وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ-

হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, লোকজন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে কল্যাণ বিষয়ে জিজ্ঞেস করত, আর আমি তাঁকে অকল্যাণ বিষয়ে জিজ্ঞেস করতাম, অমঙ্গল আমাকে পেয়ে বসার ভয়ে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা তো অজ্ঞতা ও অকল্যাণের মধ্যে ছিলাম। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আমাদের এ কল্যাণ দান করেছেন। এ কল্যাণের পর আবারও কি অকল্যাণ আসবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, সেই অকল্যাণের পর কি আবার কল্যাণ আসবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তবে তার মধ্যে মন্দ মিশ্রিত থাকবে। আমি বললাম, তার মন্দটা কি? তিনি বললেন, তারা এমন এক সম্প্রদায় হবে, যারা আমার দেখানো পথ ব্যতীত অন্য পথে চলবে। তাদের কাজে ভাল ও মন্দ দু'টিই থাকবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, সে কল্যাণের পর কি আবার অকল্যাণ আসবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন জাহান্নামের দরজায় দাঁড়ানো কিছু দাঈর আবির্ভাব ঘটবে। যে ব্যক্তি তাদের আহ্বানে সাড়া দিবে তারা তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি আমাদের কাছে তাদের পরিচয় বলুন। তিনি বললেন, তারা আমাদেরই সম্প্রদায়ভুক্ত হবে এবং আমাদের ভাষাতেই কথা বলবে। আমি বললাম, যদি আমি এমন অবস্থার সম্মুখীন হই তাহ'লে আপনি আমাকে কি করার নির্দেশ দিচ্ছেন? তিনি বললেন, তুমি মুসলমানদের জামা'আত ও তাদের ইমামকে আঁকড়ে ধরবে। আমি বললাম, যদি মুসলমানদের কোন

১০. বুখারী হা/৭১৪৪; মুসলিম হা/১৮৩৯; মিশকাত হা/৩৬৬৪।
১১. বুখারী হা/৭২৫৭; মুসলিম হা/১৮৪০; মিশকাত হা/৩৬৬৫।
১২. মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/৯০৫৯; যঈফুল জামে' হা/২২৯২, সনদ যঈফ।

জামা'আত ও ইমাম না থাকে? তিনি বললেন, 'সকল দল-উপদল ত্যাগ করবে। এমনকি মৃত্যু অবধি যদি গাছের শিকড় কামড়িয়ে পড়ে থাকতে হয় তবুও তাই করবে'।[১৩]

এর দ্বারা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হুযায়ফা (রাঃ)-কে যেন বললেন যে, যদি আমীর ও মুসলমানদের জামা'আত থাকে, তাহ'লে তাকে আঁকড়ে ধরো। নতুবা জঙ্গলে গিয়ে বাস করো। সেখানেই থাকো এবং গাছের ছাল-পাতা খাও। যতক্ষণ না মৃত্যু এসে যায়।

আমীরের কাজ :

কম বুঝের অধিকারী কিছু লোক এটা বুঝে রেখেছেন যে, যদি আমীর যুদ্ধ-জিহাদ না করেন, তাহ'লে তিনি আমীরই নন। আর إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِه 'ইমাম হ'লেন ঢালস্বরূপ। তাঁর পিছনে থেকে যুদ্ধ করা হয়'[১৪] হাদীছটি পেশ করে সাধারণ মানুষকে ধোঁকা দিয়ে জামা'আত থেকে বাধা দেন যে, মিয়াঁ! ইনি কেমন ইমাম যিনি জিহাদ করেন না? আমাদের এমন ইমামের কি প্রয়োজন, যিনি যুদ্ধ করেন না?

আসলে ..তারা এটা বুঝে রেখেছেন যে, ইমামকে মেনে নেয়ার শর্ত হ'ল, তিনি জিহাদ করবেন এবং তার কাজ দেখে তারপর তাঁকে মেনে নেয়া হবে। এ কথা এমন ধোঁকাবাজি ও বাস্তবতা বিবর্জিত যে, ইলমে হাদীছ ও ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে সামান্য জানা ব্যক্তিও বুঝতে পারেন যে, খলীফাগণ কি নিযুক্ত হয়েই লড়াই করতেন? (কখনও নয়)। লোকজন কি তাদের ব্যাপারে আপত্তি করত যে, প্রথমে যুদ্ধ-জিহাদ করো। তারপর আমরা তোমার হাতে বায়'আত করব। কখনই নয়। বরং প্রথমে বায়'আত করত। অতঃপর যখন নির্দেশ আসত এবং পরিস্থিতি ও সময় তৈরী হ'ত, তখন যুদ্ধও করত।

তারা কি জানেন না যে, যেদিন আবুবকর ছিদ্দীক, ওমর ফারূক ও অন্যান্য খলীফাগণকে আমীর নিযুক্ত করা হয়, তখন কেউ কি এ শর্ত করেছিল যে, যতক্ষণ পর্যন্ত আপনারা জিহাদ না করবেন ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা আপনাদেরকে মানব না। কোন একজনও তো এমন আপত্তি করেননি।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মাক্কী জীবন কি ঐ সকল আলেমের সামনে নেই? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কি তখন ইমাম ছিলেন না? (অবশ্যই ছিলেন)। তাহ'লে কেন তিনি ১৩ বছর যুদ্ধ করেননি?

এসো আমি বলছি :

إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِه 'ইমাম ঢাল স্বরূপ' এর মর্মার্থ কি?।[১৫] এর অর্থ যেভাবে ঢালের নীচে থেকে মানুষ যুদ্ধ করে, তদ্রূপ ইমামের অধীনে থেকে যুদ্ধ করা হয়। ব্যস, এতটুকুই।...

কিন্তু এখানে তো তোমাদের জান কবয হয়ে যায় :

যখন যুদ্ধ ও জিহাদের নাম আসে, তখন তোমাদের জ্বর আসে। আজ বলো তোমরা কোন মুখে কাদিয়ানীদেরকে বলো যে, তোমরা জিহাদ মানসূখ বা রহিত করে দিয়েছ। তোমরা কাফের হয়ে গেছ। কিন্তু তোমরাও তো সেটা রহিত করে দিয়েছ। তারা বিশ্বাসগতভাবে রহিত করে দিয়েছে আর তোমরা কর্মগতভাবে মিটিয়ে দিয়েছ...। যদি তোমরা এটা বলো যে, আমরা তো জিহাদের প্রবক্তা, অস্বীকারকারী নই। আর কাদিয়ানীরা তো অস্বীকারকারী।

তাহ'লে শোন :

যদি কোন বেছালাতীকে বলা হয়, ভাই ছালাত আদায় করো। এটা আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশ। তাহ'লে সে কখনো অস্বীকার করে না। বরং কেউ তখন বলে, হুযুর কাপড় পরিষ্কার করে পড়ব। কেউ বলে, মাওলানা ছাহেব জুম'আর দিন পড়ব এবং শুরু করব। কিন্তু অস্বীকার করে না। তাহ'লে তোমরা সব মৌলভী তাকে কাফের বলো।

সে কি অস্বীকার করেছে? সে কি অস্বীকারকারী? (কখনোই নয়)। শুধু আমল না করার কারণেই তোমরা তাকে কাফের বলেছ। তাহ'লে কি কারণ রয়েছে যে, তোমরা মুসলমান আর বেছালাতী কাফের। (আমীর না মানার ব্যাপারে) তোমাদের কর্মগত অস্বীকারও তো বেছালাতীর মতোই পাওয়া গেল। সুতরাং যে ফৎওয়া বেছালাতীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, সেই ফৎওয়া তোমাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কেননা ইসলাম তো সমতারই নাম।

স্মরণ রাখো :

হে মুসলমানগণ! যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা একজন আমীরকে মেনে নিবে, ততক্ষণ তোমরা লাঞ্ছনার জীবন যাপন করবে। যেদিন তোমরা মেনে নিতে পারবে, ইনশাআল্লাহ সেদিন তোমরা নিজেদের জীবনের স্বাদ পাবে। এসো সবাই মিলে এবং নিজেদের সকল শক্তিকে একত্রিত করে গোলামীর অভিশাপকে মিটিয়ে দেই। আমীন!

'ইসলাম হয় না জামা'আত ছাড়া,

জামা'আত হয় না আমীর ছাড়া;

ইমারত হয় না আনুগত্য ছাড়া' (ওমর (রাঃ)।

[হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশিত 'শারঈ ইমারত' বই থেকে সংকলিত, পৃষ্ঠা ২১-৩৩]

---

১৩. বুখারী হা/৩৬০৬; মুসলিম হা/১৮৪৭ (৫১); মিশকাত হা/৫৩৮২। এটা হ'ল ধমকিমূলক বক্তব্য। কেননা ক্বিয়ামত পর্যন্ত হকপন্থী জামা'আত থাকবে। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِى ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِىَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ كَذَلِكَ 'আমার উম্মতের মধ্যে ক্বিয়ামত পর্যন্ত একটি দল হক-এর উপরে বিজয়ী থাকবে। পরিত্যাগকারীরা তাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না' *(মুসলিম হা/১৯২০;)*। নিঃসন্দেহে সে দলটিই হ'ল ফিরক্বা নাজিয়াহ বা মুক্তিপ্রাপ্ত দল *(তিরমিযী হা/২৬৪১; মিশকাত হা/১৭১)*। তাদেরকে খুঁজে নিয়ে তাদের সাথেই থাকতে হবে। আল্লাহ বলেন, 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক' *(তওবা ৯/১১৯)*।-*(সম্পাদক)*।

১৪. বুখারী হা/২৯৫৭; মুসলিম হা/১৮৪১; মিশকাত হা/৩৬৬১।

১৫. বুখারী হা/২৯৫৭; মুসলিম হা/১৮৪১; মিশকাত হা/৩৬৬১।

নফল ইবাদতের গুরুত্ব

-জাহিদুল ইসলাম

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আযান দেওয়া :

নফল ইবাদতের অন্যতম হ'ল পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের আযান দেওয়া। আযানের অনেক গুরুত্ব বা ফযীলত রয়েছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

فَإِنَّهُ لاَ يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلاَ إِنْسٌ وَلاَ شَىْءٌ إِلاَّ شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ-

'মুয়াযযিনের আওয়াজ যে পর্যন্ত পৌঁছবে, ক্বিয়ামতের দিন ঐ স্থানের সকল জিন, মানুষ এবং প্রতিটি বস্তু তার সাক্ষ্য প্রদান করবে'।[১]

রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন, الْمُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ 'ক্বিয়ামতের দিন মুয়াযযিনদের ঘাড় সকলের চেয়ে লম্বা হবে'।[২]

রাসূল (ছাঃ) অন্যত্র বলেন,

الْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَدَّ صَوْتِهِ وَيَسْتَغْفِرُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ وَشَاهِدُ الصَّلاَةِ يُكْتَبُ لَهُ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ حَسَنَةً وَيُكَفَّرُ عَنْهُ مَا بَيْنَهُمَا -

'মুয়াযযিনের আযানের ধ্বনির শেষ সীমা পর্যন্ত সজীব ও নির্জীব সকল বস্তু তার জন্য প্রার্থনা করে ও সাক্ষ্য প্রদান করে। ঐ আযান শুনে যে ব্যক্তি ছালাতে যোগ দিবে, সে ২৫ ওয়াক্ত ছালাতের সমপরিমাণ নেকী পাবে। মুয়াযযিন ও উক্ত মুছল্লীর সমপরিমাণ নেকী পাবে, এবং তার দুই আযানের মধ্যবর্তী সকল ছগীরা গুনাহ মাফ করা হবে'।[৩] তিনি আরো বলেন,

مَنْ أَذَّنَ ثِنْتَىْ عَشْرَةَ سَنَةً وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَكُتِبَ لَهُ بِتَأْذِينِهِ فِى كُلِّ يَوْمٍ سِتُّونَ حَسَنَةً وَلِكُلِّ إِقَامَةٍ ثَلاَثُونَ حَسَنَةً-

'যে ব্যক্তি বার বছর যাবত আযান দিল, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেল। তার প্রতি আযানের জন্য ৬০ নেকী ও একামতের জন্য ৩০ নেকী লেখা হয়'।[৪]

আযানের জওয়াব দেওয়া :

রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ قَالَ مِثْلَ هَذَا يَقِينًا دَخَلَ الْجَنَّةَ- 'যে অন্তরের বিশ্বাস নিয়ে অনুরূপ (আযান) বলবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে'।[৫]

আযানের দো'আ পড়া :

রাসূল (ছাঃ) বলেন, حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ- (যে ব্যক্তি আযান শেষে দরূদ ও দো'আ পড়বে) 'তার জন্য ক্বিয়ামতের দিন আমার শাফা'আত ওয়াজিব হবে'।[৬]

কুরআন তেলাওয়াত করা : কুরআন তেলাওয়াত করলে আল্লাহ্র রহমত ও শান্তি বর্ষিত হয়। তেলাওয়াতকারীর পক্ষে কুরআন ক্বিয়ামতের দিন সুফারিশ করবে। হাদীছে এসেছে,

عَنْ عُثْمَانَ رضى الله عنه عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ.

উছমান বিন আফ্ফান (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সর্বোত্তম, যে কুরআন শিখে ও অপরকে শিখায়'।[৭]

ওকবা ইবনে আমের (রাঃ) বলেন, আমরা মসজিদের পিছনে বের হয়ে একটি স্থানে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় রাসূল (ছাঃ) বের হয়ে আসলেন এবং বললেন, তোমাদের কে চায় যে, প্রত্যহ সকালে বুতহান অথবা আকীক নামক বাজারে যাবে আর বড় কুঁজের অধিকারী দু'টি উটনী নিয়ে আসবে, কোন অপরাধ না করে ও আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন না করে। আমরা বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমরা প্রত্যেকে এমন সুযোগ গ্রহণ করতে চাই। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তবে কেন তোমাদের কোন ব্যক্তি মসজিদে গিয়ে দু'টি আয়াত শিক্ষা দেয় না বা গ্রহণ করে না, অথচ এ কাজ তার জন্য উটনী অপেক্ষা উত্তম। তিন আয়াতে তিনটি, চার আয়াতে চারটি অপেক্ষা উত্তমভাবে যত পড়বে'।[৮] হাদীছে এসেছে,

عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا لاَ أَقُولُ الم حَرْفٌ وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلاَمٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ.

---

১. *বুখারী, মিশকাত হা/৬৫৬।*
২. *মুসলিম হা/৮৭৮; মিশকাত হা/৬৫৪।*
৩. *ইবনু মাজাহ হা/৭৭৩; মিশকাত হা/৬৬৭।*
৪. *ইবনু মাজাহ হা/৭৭৭; মিশকাত হা/৬৭৮।*
৫. *নাসাঈ হা/৬৮২; মিশকাত হা/৬৭৬।*
৬. *বুখারী হা/৪৭১৯; মিশকাত হা/৬৫৯।*
৭. *বুখারী হা/৫০২৭।*
৮. *মিশকাত হা/২১১০।*

Contents

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কুরআনের কোন একটি অক্ষর পাঠ করবে তার জন্য একটি নেকী লেখা হবে। আর একটি নেকী দশগুণ বৃদ্ধি করা হবে। আমি বলছি না 'আলিফ-লাম-মীম, একটি অক্ষর'।[৯] অত্র হাদীছ থেকে বোঝা যায়, আল্লাহ তা'আলা কুরআন তেলাওয়াতের বিনিময়ে প্রত্যেকটি নেকীকে দশগুণ বাড়িয়ে দিবেন। তাছাড়া ক্বিয়ামত দিবসে প্রতি আয়াত পাঠ করার মাধ্যমে জান্নাতের মর্যাদায় উত্তীর্ণ করা হবে। অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْروعَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ اقْرَأْ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِى الدُّنْيَا فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَأُ بِهَا.

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'ক্বিয়ামতের দিন কুরআন তেলাওয়াতকারীকে বলা হবে কুরআন তেলাওয়াত করতে থাক এবং উপরে উঠতে থাক। অক্ষর অক্ষর, শব্দ শব্দ স্পষ্টভাবে পাঠ করতে থাক যেভাবে দুনিয়ায় পাঠ করতে। কেননা তোমার জন্য জান্নাতে বসবাসের স্থান হচ্ছে তোমাদের তেলাওয়াতের শেষ আয়াতের নিকট'।[১০]

তাছাড়া পবিত্র কুরআনে বিশেষ বিশেষ কিছু সূরা রয়েছে যেগুলো পাঠের মাধ্যমে অল্পতেই অধিক নেকী অর্জন ও জান্নাত লাভ করা যায়।

সুপারিশকারী হিসাবে কুরআন :

হাদীছে এসেছে, أَبُو أُمَامَةَ الْبَاهِلِىُّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ اقْرَءُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لأَصْحَابِهِ– 'আবু উমামা (রাঃ) বলেন, 'আমি রাসূল (ছাঃ) বলতে শুনেছি, তোমরা কুরআন তেলাওয়াত করো। কেননা কুরআন ক্বিয়ামতের দিন তেলাওয়াতকারীর জন্য সুপারিশ করবে'।[১১]

আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান :

আল্লাহ্‌র পথে আল্লাহ্‌র দেয়া রিযিক্ব থেকে ব্যয় করার মাধ্যমে বিশেষ রহমত পাওয়া যায়। আল্লাহ তা'আলা মুত্তাকীদের গুণাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ–

'যারা গায়েবে বিশ্বাস করে ও ছালাত কায়েম করে এবং আমরা তাদেরকে যে রূযী দান করেছি, তা থেকে ব্যয় করে' *(বাক্বারাহ ২/৩)*। হাদীছে আছে,

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِى سَبِيلِ اللَّهِ نُودِىَ فِى الْجَنَّةِ يَا عَبْدَ اللَّهِ هَذَا خَيْرٌ. فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلاَةِ دُعِىَ مِنْ بَابِ الصَّلاَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِىَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِىَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِىَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ–

'আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জোড়া দান করবে, তাকে জান্নাতে প্রবেশের জন্য আহবান করা হবে। হে আল্লাহর বান্দা! এ কাজ উত্তম। যে ব্যক্তি ছালাত আদায়ে নিষ্ঠাবান, তাকে বাবুস ছালাত থেকে আহবান জানান হবে। যে ব্যক্তি মুজাহিদ, তাকে বাবুল জিহাদ থেকে আহবান জানান হবে। যে ব্যক্তি দানশীল, তাকে বাবুস ছাদাক্বা থেকে আহবান জানানো হবে। যে ব্যক্তি ছিয়াম পালনকারী তাকে বাবুর রাইয়ান থেকে আহবান জানানো হবে'।[১২] অন্য একটি হাদীছে এসেছে,

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رضى الله عنه عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا صَنَعَتْ يَمِينُهُ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ–

'আবু হুরায়রা (রাঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, 'যে ব্যক্তি গোপনে ছাদাক্বা করল এমনভাবে যে তার ডান হাত যা ব্যয় করেছে বাম হাত তা জানতে পারেনি'।

এবং আল্লাহর বাণী : 'তোমরা যদি প্রকাশ্যে সাদকা কর তবে তা ভালো আর যদি তা গোপনে কর এবং অভাবগ্রস্থকে দাও তবে তা তোমাদের জন্য আরো ভালো এবং তিনি তোমাদের কিছু কিছু পাপমোচন করবেন, তোমরা যা কর আল্লাহ তা সম্যক অবহিত' *(বাক্বারাহ ২/২৭১)*।[১৩]

রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন,

وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ–

(ক্বিয়ামতের কঠিন দিনে সাত শ্রেণীর লোক আল্লাহ্‌র ছায়ায় স্থান পাবে তন্মধ্যে) 'যে ব্যক্তি গোপনে ছাদাক্বা করল এমনভাবে যে তার ডান হাত যা ব্যয় করেছে বাম হাত তা জানতে পারেনি'।[১৪]

৯.তিরমিযী হা/৩১৫৮;মিশকাত হা/২১৩৭।
১০.তিরমিযী হা/ ৩১৬২;মিশকাত হা/২১৩৪।
১১.মুসলিম, মিশকাত হা/২১২০।
১২. মুসলিম হা/২৪১৮; মিশকাত হা/১৮৯০।
১৩. বুখারী হা/১৩।
১৪. বুখারী হা/১৪২৩; মিশকাত হা /৭০১।

Contents

প্রাণীতে দয়া :

ইসলাম মানবতার ধর্ম। ইসলাম তাই প্রাণীর উপর দয়া করার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করেছে।

হাদীছে এসেছে, عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه عَنْ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ غُفِرَ لاِمْرَأَةٍ مُومِسَةٍ مَرَّتْ بِكَلْبٍ عَلَى رَأْسِ رَكِىٍّ يَلْهَثُ، قَالَ كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ، فَنَزَعَتْ خُفَّهَا، فَأَوْثَقَتْهُ بِخِمَارِهَا ، فَنَزَعَتْ لَهُ مِنَ الْمَاءِ ، فَغُفِرَ لَهَا بِذَلِكَ– ‘আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘জনৈক ব্যাভিচারিণীকে (এ কারণে) ক্ষমা করে দেওয়া হয় যে, একদা সে একটি কুকুরের কাছ দিয়ে যাচ্ছিল। তখন দেখতে পেল কুকুরটি একটি কূপের পাশে বসে হাঁপাচ্ছে। রাবী বলেন, পানির পিপাসায় তাকে মৃতপ্রায় করে দিয়েছিল। তখন ব্যাভিচারিণী মহিলাটি তার মোজা খুলে তাঁর উড়নার সাথে বাঁধল। তারপর সে (তা কূপে ছেড়ে দিয়ে) কূপ হ’তে পানি তুলে আনল (এবং কুকুরটিকে পানি পান করালো) এ কারণে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হল’।[15]

রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস দূর করা :

হাদীছে এসেছে,

أَبُو بَرْزَةَ قَالَ قُلْتُ يَا نَبِىَّ اللَّهِ عَلِّمْنِى شَيْئًا أَنْتَفِعُ بِهِ قَالَ اعْزِلِ الأَذَى عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ–

আবু বারযাহ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, ‘আমি বললাম হে আল্লাহ্র নবী (ছাঃ)! আমাকে এমন একটি বিষয় শিক্ষা দিন যা দ্বারা আমি উপকৃত হ’তে পারি। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তাহ’লে তুমি রাস্তা হ’তে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করে দাও’।[16] অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ –صلى الله عليه وسلم قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلاً يَتَقَلَّبُ فِى الْجَنَّةِ فِى شَجَرَةٍ قَطَعَهَا مِنْ ظَهْرِ الطَّرِيقِ كَانَتْ تُؤْذِى النَّاسَ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘আমি এক ব্যক্তিকে একটি গাছের কারণে জান্নাতে ঘুরে বেড়াতে দেখেছি। সে গাছটিকে কেটে রাস্তার উপর থেকে সরিয়েছিল যা মানুষকে কষ্ট দিত’।[17]

মসজিদ নির্মাণ করা :

মসজিদ নির্মাণ করা উত্তম ছাদাক্বার অন্যতম। হাদীছে এসেছে,

১৫. *বুখারী হা/৩৩২১; মিশকাত হা/১৯০২।*

১৬. *মুসলিম হা/৬৮৩৯; মিশকাত হা/ ১৯০৬।*

১৭. *মুসলিম হা/৬৮৩৭; মিশকাত হা /১৯০৫।*

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ أَحَبُّ الْبِلاَدِ إِلَى اللَّهِ مَسَاجِدُهَا وَأَبْغَضُ الْبِلاَدِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا–

‘আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ্র নিকট স্থান সমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রিয় স্থান হ’ল মসজিদ সমূহ। আর সর্বাপেক্ষা ঘৃণ্য স্থান হ’ল বাজার সমূহ’।[18] অন্য একটি হাদীছে এসেছে,

فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِلَّهِ بَنَى اللَّهُ لَهُ فِى الْجَنَّةِ مِثْلَهُ.

‘ওছমান (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, ‘যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে একটি মসজিদ নির্মাণ করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি অনুরূপ ঘর নির্মাণ করেন’।[19]

সুধী পাঠক আসুন! ফরয ইবাদতের পাশাপাশি নফল ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভে ধন্য হই। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন-আমীন!

লেখক : অনার্স ৪র্থ বর্ষ, সরকারী কলেজ, সাতক্ষীরা।

১৮. *মুসলিম হা/১৫৬০; মিশকাত হা/৬৯৬।*

১৯. *মুসলিম হা/১২১৮; মুসনাদে আহমাদ হা/৫০৬।*

কম্পিউটার অপারেটর আবশ্যক

মাসিক **আত-তাহরীক**-এর জন্য একজন দক্ষ ও অভিজ্ঞ কম্পিউটার অপারেটর আবশ্যক।

যোগ্যতা :

১. ফাযিল/দাওরায়ে হাদীছ পাশ।
২. বাংলা, ইংরেজী ও আরবী দ্রুত ও নির্ভুল কম্পোজ, কারেকশন ও মেকআপে দক্ষতা।
৩. পরহেযগার, সুন্নাতের পাবন্দ, আমানতদার ও দায়িত্বশীল হ’তে হবে।

মাকতাবা শামেলাহ ব্যবহারে দক্ষ প্রার্থী অগ্রাধিকারযোগ্য।

আগ্রহী প্রার্থীগণকে সম্পাদক বরাবরে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ আবেদন করার জন্য অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

যোগাযোগ : সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক, নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১, ০১৭১৬-০৩৪৬২৫।

প্রচলিত অর্থে আহলেহাদীছ কোন মাযহাবের নাম নয়; ইহা নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলনের নাম

কুরআন ও সুন্নাহ্র আলোকে ঈমানের শাখা

-হাফেয আব্দুল মতীন

(৪র্থ কিস্তি)

(২৯) ওয়াদা পূরণ করা :

মহান আল্লাহ বলেন,

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا–

'আর তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ কর। নিশ্চয়ই অঙ্গীকার সম্পর্কে তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে' *(বনী ইস্রাঈল ১৭/৩৪)*।

এ বিষয়ে রাসূল (ছাঃ) বলেন,

لاَ إِيمَانَ لِمَنْ لاَ أَمَانَةَ لَهُ وَلاَ دِينَ لِمَنْ لاَ عَهْدَ لَهُ–

'ঐ ব্যক্তির ঈমান নেই, যার আমানত নেই এবং ঐ ব্যক্তির দ্বীন নেই যার ওয়াদা ঠিক নেই'।[১]

আল্লাহ তা'আলা মানব জাতির জন্য যে সমস্ত বিষয় হালাল করেছেন সে বিষয়গুলি হালাল হিসাবে গ্রহণ করা বরং যে সমস্ত বিষয় হারাম করেছেন তা হারাম হিসাবে মেনে নেওয়া, আর যে সমস্ত বিষয় ফরয করেছেন তা ফরয হিসাবে গ্রহণ ও জীবনে বাস্তবায়ন করা। এ বিষয়ে কুরআনে যা বর্ণিত হয়েছে তা জীবনে বাস্তবায়ন করা, ওয়াদা পূরণ করা, খিয়ানত না করা *(ইবনু কাছীর ৫/৮)*। হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا إِذَا اؤْتُمِنَ فَجَرَ– خَانَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত নাবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'চারটি স্বভাব যার মধ্যে বিদ্যমান সে হচ্ছে খাঁটি মুনাফিক। যার মধ্যে তার কোন একটি স্বভাব থাকবে তা পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত তার মধ্যে মুনাফিকীর এটি স্বভাব থেকে যায়। ১. আমানত রাখা হলে তার খিয়ানত করে ২. যখন সে কথা বলে তখন মিথ্যা বলে। ৩. অঙ্গীকার করলে তা ভঙ্গ করে। ৪. বিবাদে লিপ্ত হলে অশ্লীলভাবে গালিগালাজ করে'।[২] এ বিষয়ে অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ،وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ،وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'মুনাফিকের আলামত তিনটি (১) যখন সে কথা বলে মিথ্যা বলে (২) যখন সে অঙ্গীকার করে তখন ভঙ্গ করে (৩) তার নিকট আমানত রাখলে তা খিয়ানত করে'।[৩]

(৩০) মানত পূর্ণ করা : মানত একটি ইবাদত। সুতরাং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে মানত করা যাবে না। অন্যের নামে মানত করলে শিরক হবে। তাই মানত কেবল আল্লাহর জন্যই করতে হবে। যেমন আল্লাহ বলেন,

يُوْفُوْنَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُوْنَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيْرًا– 'তারা মানত পূর্ণ করে এবং সেদিনের ভয় করে, যেদিনের অনিষ্টতা হবে ব্যাপক' *(দাহর ৭৬/৭)*।এ আয়াতটিতে আল্লাহ তা'আলা মানত পূর্ণকারীদের প্রশংসা করেছেন। আর যেহেতু মানত ইবাদত, সেহেতু কেউ অন্যের নৈকট্য অর্জনের জন্য তা করলে সেটা শিরক হবে। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِيْنَ مِنْ أَنْصَارٍ 'আর যে কোন বস্তু তোমরা ব্যয় কর না কেন, অথবা যে কোন নযর তোমরা গ্রহণ কর না কেন, আল্লাহ নিশ্চয়ই তা অবগত হন। আর অত্যাচারীদের কোনই সাহায্যকারী নেই' *(বাক্বারাহ ২/২৭০)*।

আমরা যে সমস্ত টাকা-পয়সা ব্যয় করি এবং আল্লাহ্র নৈকট্য অর্জনের জন্য যে কোন মানত করি সবই তিনি জানেন ও এর প্রতিদান দেন। সুতরাং মানত কেবল তাঁর জন্যই হ'তে হবে। অন্যের জন্য করাই শিরক। আর আল্লাহ্র জন্য নযর করলে তা পূরণ করতে হবে এবং অন্যের জন্য করলে তা পরিত্যাগ করতে হবে। নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন,

مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيْعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلاَ يَعْصِه

'যে লোক আল্লাহ্র আনুগত্য করার মানত করে সে যেন তাঁর আনুগত্য করে। আর যে লোক আল্লাহ্র অবাধ্যতা করার মানত করে সে যেন তাঁর অবাধ্যতা না করে'।[৪] উপরের আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, মানত হচ্ছে ইবাদত। আর ইবাদত শুধু আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্যই করতে হবে। কোন সৎকাজের মানত করলে তা পূরণ করতে হবে এবং অন্যায় কাজে ও আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে মানত করলে তা পরিত্যাগ করতে হবে। আর মানত ভঙ্গের জন্য কাফফারা আদায় করতে হবে।

এরূপ শপথ ভঙ্গের কাফফারা হ'ল, দশজন অভাবগ্রস্তকে মধ্যম মানের খাদ্য প্রদান করবে যা তোমরা সাধারণতঃ খেয়ে থাক, অথবা তাদেরকে অনুরূপ মানের পোষাক প্রদান করবে

১. *আহমাদ হা/১২৪০৬; মিশকাত হা/৩৫।*
২. *বুখারী হা/৩৪; আহমাদ হা/ ৬৭৬৮; মুসলিম হা/৫৮।*
৩. *আহমাদ হা/ ৮৬৮৫; বুখারী হা/৩৩; মুসলিম হা/৫৯।*
৪. *বুখারী হা/৬৬৯৬; মিশকাত হা/৩৪২৭।*

অথবা একটি ক্রীতদাস বা দাসী মুক্ত করে দিবে। এগুলির কোনটা না পারলে একটানা তিনদিন ছিয়াম পালন করবে। এটাই তোমাদের কসম সমূহের কাফফারা যখন তোমরা তা করবে' *(মায়েদাহ ৫/৮৯)*।

(৩১) মহান আল্লাহ্র শুকরিয়া করা ওয়াজিব :

আল্লাহ তা'আলার অসংখ্য নে'মত রয়েছে এগুলির গণনা করে শেষ করা যাবে না। এই জন্য মহান আল্লাহ বলেন, وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ 'বল, সকল প্রশংসা কেবল আল্লাহ্রই জন্য' (*বনী ইস্রাঈল ১৭/১১১)*। তিনি আরো বলেন, وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا 'যদি তোমরা আল্লাহ্র অনুগ্রহ গণনা কর, তবে তা গুণে শেষ করতে পারবে না' *(নাহল ১৬/১৮)*। মহান আল্লাহ বলেন, فَاذْكُرُوْنِىْٓ اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْا لِىْ وَلَا تَكْفُرُوْنِ 'অতএব তোমরা আমাকে স্মরণ কর আমি তোমাদের স্মরণ করব। আর তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, অকৃতজ্ঞ হয়ো না' *(বাক্বারাহ ২/১৫২)*। মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন, لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ 'যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর, তাহ'লে আমি অবশ্যই তোমাদেরকে বেশী বেশী করে দেয়। আর যদি অকৃতজ্ঞ হও, তাহ'লে (মনে রেখ) নিশ্চয়ই আমার শাস্তি অত্যন্ত কঠোর' *(ইবরাহীম ১৪/৭)*।

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার সম্পর্কে আমার বান্দার যেরূপ ধারণা পোষণ করে আমি অনুরূপ এবং সে যখন আমাকে স্মরণ করে আমি (ইলম, হিফয, সাহায্যের মাধ্যমে) তার সাথে থাকি। যখন সে আমাকে মনে মনে স্মরণ করে আমিও তাকে নিজে স্মরণ করি। আর যদি সে জামা'আত বদ্ধভাবে আমাকে স্মরণ করে তাহ'লে আমি এর চেয়েও উত্তম জামা'আত (ফিরিশতাদের মাঝে) স্মরণ করে থাকি যা তার জামা'আত থেকে উত্তম। আর সে যদি আমার দিকে এক বিঘত এগিয়ে আসে তাহ'লে আমি তার দিকে এক হাত এগিয়ে যাই। আর যদি সে আমার দিকে এক হাত এগিয়ে আসে তাহ'লে আমি তার দিকে এক গজ পরিমাণ অগ্রসর হই। আর বান্দা যদি আমার দিকে হেঁটে হেঁটে অগ্রসর হয় তাহ'লে আমি তার দিকে দৌঁড়ে অগ্রসর হই'।[৫] সুতরাং সদা সর্বদা আল্লাহ্র প্রশংসা করতে হবে।

(৩২) জিহ্বাকে হিফাযত করা : মিথ্যা কথা, গীবত, অপবাদ, অপ্রয়োজনীয় কথা ও সকল অশ্লীল কথা-বার্তা থেকে নিজের জিহ্বাকে হিফাযত করা। সত্যবাদী হওয়া ও সত্য কথা বলা। মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا–

'নিশ্চয় মুসলিম পুরুষ ও নারী, মুমিন পুরুষ ও নারী, অনুগত পুরুষ ও নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও নারী, বিনীত পুরুষ ও নারী, দানশীল পুরুষ ও নারী, ছিয়াম পালনকারী পুরুষ ও নারী, যৌনাঙ্গ হেফাযতকারী পুরুষ ও নারী, আল্লাহকে অধিকহারে স্মরণকারী পুরুষ ও নারী, এদের জন্য আল্লাহ প্রস্তুত রেখেছেন ক্ষমা ও মহা পুরস্কার' *(আহযাব ৩৩/৩৫)*। মহান আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক' *(তওবাহ ৯/১১৯)*।

আল্লাহ অন্যত্র বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا– 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল' *(আহযাব ৩৩/৭০)*।

(ক) যে বিষয়ে মানবজাতির জ্ঞান নেই সি বিষয়ে কথা না বলা : মহান আল্লাহ বলেন, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ 'যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই তার পিছে পড়ো না' *(বনী ইস্রাইল ১৭/৩৬)*।

(খ) সত্য বিষয়কে গ্রহণ করতে হবে মিথ্যা বিষয়কে বর্জন করতে হবে : মহান আল্লাহ বলেন, فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ– 'অতঃপর তার চাইতে বড় যালেম আর কে আছে যে আল্লাহ্র উপর মিথ্যারোপ করে এবং সত্যকে (কুরআনকে) মিথ্যা সাব্যস্ত করে যখন সেটি তাদের কাছে আগমন করে? *(যুমার ৩৯ /৩২)*। তিনি আরো বলেন, وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ 'বস্তুতঃ যে ব্যক্তি সত্যসহ আগমন করেছে ও যে ব্যক্তি তাকে সত্য বলে মেনে নিয়েছে, তারাই তো আল্লাহভীরু' *(যুমার ৩৯ /৩৩)*। মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন,

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ–

'তোমরা তোমাদের যবানে যেভাবে মিথ্যা বলে থাক, সেভাবে আল্লাহ্র উপর মিথ্যারোপ করে বলো না যে, এটি হালাল ও

৫. বুখারী হা/৭৪০৫; আহমাদ হা/৭৪২২; মুসলিম হা/২৬৭৫।

এটি হারাম। নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ্‌র উপর মিথ্যারোপ করে, তারা সফলকাম হয় না' *(নাহল ১৬/১১৬)*। হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رضى الله عنه عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِى إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِى إِلَى الْجَنَّةِ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا، وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِى إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِى إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ، حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا–

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয় সত্যবাদিতা (মানুষকে) কল্যাণের পথে নিয়ে যায় এবং কল্যাণ (মানব জাতিকে) জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়। আর মানুষ সত্য কথা বলতে বলতে শেষ পর্যন্ত ছিদ্দীক (সত্যবাদী) হিসাবে গন্য হয়। পক্ষান্তরে মিথ্যা কথা (মানুষকে) পাপের দিকে ধাবিত করে এবং পাপ তাকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। মানুষ মিথ্যা বলতে থাকে শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্‌র নিকট জঘন্য মিথ্যাবাদী হিসাবে তার নাম লিখা হয়'।[৬] অন্যত্র এসেছে,

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رضى الله عنه قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم رَأَيْتُ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِى قَالاَ الَّذِى رَأَيْتَهُ يُشَقُّ شِدْقُهُ فَكَذَّابٌ يَكْذِبُ بِالْكَذْبَةِ تُحْمَلُ عَنْهُ حَتَّى تَبْلُغَ الآفَاقَ فَيُصْنَعُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ–

সামুরা ইবনু জুন্দুব (রাঃ) বর্ণনা করেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, আমি (স্বপ্নে) দেখলাম, দু'জন লোক আমার নিকট এসে বলতে লাগলো, আপনি (মি'রাজের রাতে) যে লোকটি দেখতে পেয়েছিলেন, তার মুখ চিরে ফেলা হচ্ছিল, সে জঘন্য মিথ্যাবাদী ছিল। আর সে এমনভাবে মিথ্যা রটাতো যে দুনিয়ার প্রতি কোণে কোণে তা ছড়িয়ে যেত। ক্বিয়ামত পর্যন্ত এ মিথ্যাবাদীর অনুরূপ শাস্তি হ'তে থাকবে'।[৭]

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ يَضْمَنْ لِى مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ–

সাহল ইবনু সা'দ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি তার দু'চোয়ালের মাঝের বস্তু (জিহ্বা) এবং দু'রানের মাঝখানের বস্তু (লজ্জাস্থান)-এর যামানত আমাকে দিবে, আমি তার জান্নাতের যিম্মাদার'।[৮]

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا، أَوْ لِيَصْمُتْ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يُؤْذِ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ–

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং শেষ দিনের প্রতি বিশ্বাস রাখে সে যেন ভাল কথা বলে নতুবা চুপ থাকে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি বিশ্বাস রাখে সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনে বিশ্বাস রাখে সে যেন তার মেহমানকে সম্মান করে'।[৯]

(৩৩) আমানত কৃত বস্তু তার হক্বদার ব্যক্তির নিকট ঠিকভাবে পৌঁছে দেওয়া :

মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا– 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা আমানত সমূহকে তার যথার্থ হকদারগণের নিকট পৌঁছে দাও' *(নিসা ৪/৫৮)*। মহান আল্লাহ বলেন, فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ– 'আর যদি তোমরা একে অপরকে বিশ্বাস কর, তবে যাকে বিশ্বাস করা হয়েছে, তার উচিৎ আমানত (যথাযথভাবে) আদায় করা' *(বাক্বারাহ ২/২৮৩)*। হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلاَ تَخُنْ مَنْ خَانَكَ–

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তোমার নিকট কোন ব্যক্তি (কোন কিছু কথা-বার্তা বা ধন সম্পদ) আমানত রাখলে সে আমানত ঠিকভাবে বুঝিয়ে দিও'। আর কোন ব্যক্তি তোমার আমানতের খিয়ানত করলে তুমি (তার মত) খিয়ানত কর না'।[১০]

(৩৪) কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হারাম :

মহান আল্লাহ বলেন,

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا–

'যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মুমিনকে হত্যা করে, তার শাস্তি হ'ল জাহান্নাম। সেখানেই সে চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন, তাকে অভিসম্পাৎ করেছেন এবং তার জন্য ভীষণ শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন' *(নিসা ৪/৯৩)*। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

---

৬. বুখারী হা/৬০৯৪; আহমাদ হা/৩৭২৭; মুসলিম হা/২৬০৭।
৭. বুখারী হা/৬০৯৬।
৮. বুখারী হা/৬৪৭৪; আহমাদ হা/২২৮২৩।
৯. বুখারী হা/৬৪৭৫; মুসলিম হা/৪৭; আহমাদ হা/৭৬২৬।
১০. আবু দাউদ হা/৩৫৩৫; তিরমিযী হা/১২৬৪; সনদ ছহীহ।

Contents

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ-

'দরিদ্রতার ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানদের হত্যা করবে না। আমরাই তোমাদেরকে ও তাদেরকে জীবিকা প্রদান করে থাকি। প্রকাশ্য বা গোপন কোন অশ্লীলতার নিকটবর্তী হবে না। ন্যায্য কারণ ব্যতীত কাউকে হত্যা করবে না, যা আল্লাহ হারাম করেছেন। এসব বিষয় তিনি তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যাতে তোমরা অনুধাবন করো' *(আন'আম ৬/১৫১)*। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا-

'আর আল্লাহ যাকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন, তাকে তোমরা অন্যায়ভাবে হত্যা করো না। যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে নিহত হয়, আমরা তার উত্তরাধিকারীকে (ক্বিছাছ অথবা ক্ষমা করার) অধিকার দিয়েছি। অতএব সে যেন হত্যার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি না করে (অর্থাৎ হত্যার পর তার অঙ্গছেদন না করে কিংবা হত্যাকারী ব্যতীত অন্যকে হত্যা না করে)। আর সে (আইনগতভাবে প্রতিশোধ গ্রহণে) সাহায্য প্রাপ্ত হবে'*(বনী ইস্রাঈল ১৭/৩৩)*।

হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فِى الدِّمَاءِ-

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন 'ক্বিয়ামতের দিন মানুষের মধ্যে সর্ব প্রথম হত্যার বিচার করা হবে'।[১১]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَنْ يَزَالَ الْمُؤْمِنُ فِى فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ ، مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا-

আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'একজন মুমিন ব্যক্তি তার দ্বীনের ব্যাপারে পূর্ণভাবে আজাদীর মধ্যে থাকে। যদি না সে কোন ব্যক্তিকে অবৈধভাবে হত্যা করে'।[১২]

(৩৫) লজ্জা স্থানকে হারাম কাজ থেকে হিফাযত করা :

মহান আল্লাহ বলেন, قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ- وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ 'তুমি মুমিন পুরুষদের বলে দাও, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে। এটা তাদের জন্য পবিত্রতর। নিশ্চয়ই তারা যা করে সে বিষয়ে আল্লাহ সম্যক অবহিত। আর তুমি মুমিন নারীদের বলে দাও, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থান সমূহের হেফাযত করে' *(নূর ২৪/৩০-৩১)*। মহান আল্লাহ বলেন, وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ 'যারা তাদের যৌনাঙ্গ ব্যবহারে সংযত' *(মুমিনূন ২৩/৫)*। মহান আল্লাহ বলেন, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا- 'তোমরা ব্যভিচারের নিকটবর্তী হয়ো না। নিশ্চয়ই এটা অশ্লীল কাজ ও নিকৃষ্ট পথ' *(বনী ইস্রাইল ১৭/৩২)*। হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم لاَ يَزْنِى الزَّانِى حِينَ يَزْنِى وَهْوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهْوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهْوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهْوَ مُؤْمِنٌ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'কোন ব্যভিচারী মুমিন অবস্থায় ব্যভিচার করে না। কোন মদ্যপায়ী মুমিন অবস্থায় মদ্যপান করে না। কোন চোর মুমিন অবস্থায় চুরি করে না। কোন লুটতরাজকারী মুমিন অবস্থায় এরূপ লুটতরাজ করে না যে যখন সে লুটতরাজ করে তখন তার প্রতি লোকজন চোখ তুলে তাকিয়ে থাকে'।[১৩]

(৩৬) অন্যায়ভাবে কারো সম্পদ ভক্ষণ করা থেকে বিরত থাকা :

মুমিনের কর্তব্য হ'ল কারা কারো সম্পদ চুরি করবে না; লুটতরাজ, ছিনতাই-ডাকাতি করবে না, সূদ-ঘুষ খাওয়া এবং দেওয়া থেকে বিরত থাকবে। মহান আল্লাহ বলেন,

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ-

'আর তোমরা অন্যায়ভাবে পরস্পরের সম্পদ ভক্ষণ করো না এবং অন্যের সম্পদ গর্হিত পন্থায় গ্রাস করার উদ্দেশ্যে তোমরা জেনেশুনে তা বিচারকদের নিকট পেশ করো না'

১১. *তিরমিযী হা/১৩৯৭; ইবনু মাজাহ হা/২৬১৫; তাফসীর কুরতুবী ৫/৩১৫।*

১২. *আহমাদ হা/৫৬৮১; বুখারী হা/৬৮৬২।*

১৩. *বুখারী হা/২৪৭৫; আহমাদ হা/৯০০; মুসলিম হা/৫৭।*

(বাক্বারাহ ২/১৮৮)। মহান আল্লাহ বলেন, وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ- وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ- 'দুর্ভোগ মাপে কম দানকারীদের জন্যম যারা লোকদের কাছ থেকে মেপে নেয়ার সময় পূর্ণ মাত্রায় নেয় এবং যখন লোকদের মেপে দেয় বা ওযন করে দেয়, তখন কম দেয়' (মুতাফফিফীন ৮৩/১)। মহান আল্লাহ বলেন, وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا- 'তোমরা মাপের সময় পূর্ণভাবে মেপে দিবে এবং সঠিক দাঁড়িপাল্লায় ওযন করবে। এটাই উত্তম ও পরিণামে শুভ' (বানী ইসরাইল ১৭/৩৫)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের রক্ত, তোমাদের ধন-সম্পদ, তোমাদের সম্মান তোমাদের পরস্পরের জন্য হারাম'।[১৪]

(৩৭) হারাম খাদ্য ও পানীয় পানাহার করা থেকে বিরত থাকা আবশ্যক :

হারাম খাদ্য সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ -

'তোমাদের উপর হারাম করা হ'ল মৃত, রক্ত, শূকরের মাংস, আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে উৎসর্গীত পশু, শ্বাসরোধে হত্যা করা পশু, প্রহারে মৃত পশু, পতনে মৃত পশু, শিংয়ের আঘাতে মৃত পশু, হিংস্র জন্তুতে খাওয়া পশু, তবে যা তোমরা যবেহ দ্বারা হালাল করেছ, তা ব্যতীত এবং যে পশু পুজার বেদীতে বলি দেওয়া হয়েছে। আর জুয়ার তীর দ্বারা ভাগ্য নির্ণয় করা তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে। কেননা এসবই পাপের কাজ' (মায়েদাহ ৫/৩)। মহান আল্লাহ বলেন, قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ- 'তুমি বলে দাও, আমার নিকট যে সকল বিধান অহী করা হয়েছে, সেখানে ভক্ষণকারীর জন্য আমি কোন খাদ্য হারাম পাইনি যা সে ভক্ষণ করে, কেবল মৃত প্রাণী, প্রবাহিত রক্ত ও শূকরের গোশত ব্যতীত। কেননা এগুলি নাপাক বস্তু এবং ঐ প্রাণী ব্যতীত, যা অবাধ্যতাবশে আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গ করা হয়েছে। তবে যে ব্যক্তি ক্ষুধায় কাতর হয়ে বাধ্যগত অবস্থায় (জীবন রক্ষার্থে) তা খায় কোনরূপ আকাংখা ও সীমালংঘন ছাড়াই, (তার ব্যাপারে) আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান' (আনআম ৬/১৪৫)। মহান আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ- إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ- 'হে বিশ্বাসীগণ! নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, বেদী ও শুভাশুভ নির্ণয়ের তীর সমূহ নাপাক ও শয়তানী কাজ। অতএব তোমরা এসব থেকে বিরত থাকো যাতে তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হও। শয়তান তো কেবল চায় মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে এবং আল্লাহ্‌র স্মরণ ও ছালাত হ'তে তোমাদেরকে বিরত রাখতে। অতএব এক্ষণে তোমরা নিবৃত্ত হবে কি? (মায়েদাহ ৫/৯০-৯১)। মহান আল্লাহ বলেন, يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ- 'লোকেরা তোমাকে প্রশ্ন করছে মদ ও জুয়া সম্পর্কে। তুমি বল যে, এ দু'য়ের মধ্যে বড় পাপ রয়েছে এবং মানুষের জন্য কিছু উপকার রয়েছে। তবে এ দু'টির পাপ তার উপকার অপেক্ষা গুরুতর। আর তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করছে কি পরিমাণ ব্যয় করবে? তুমি বল, উদ্বৃত্ত থেকে ব্যয় কর। এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য আয়াত সমূহ ব্যাখ্যা করেন, যাতে তোমরা চিন্তা-গবেষণা করতে পার' (বাক্বারাহ ২/২১৯)। মহান আল্লাহ বলেন, قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

'তুমি বল, নিশ্চয়ই আমার প্রভু প্রকাশ্য ও গোপন সকল প্রকার অশ্লীলতা হারাম করেছেন এবং হারাম করেছেন সকল প্রকার পাপ ও অন্যায় বাড়াবাড়ি। আর তোমরা আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করো না যে বিষয়ে তিনি কোন প্রমাণ নাযিল করেননি এবং আল্লাহ সম্বন্ধে এমন কথা বলো না যে বিষয়ে তোমরা কিছু জানো না' (আ'রাফ ৭/৩৩)। মহান আল্লাহ বলেন, الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 'যারা এই রাসূলের আনুগত্য করে যিনি নিরক্ষর নবী, যার বিষয়ে তারা তাদের কিতাব তাওরাত

১৪. *বুখারী হা/৬৭; আহমাদ হা/২০৩৮৭; মুসলিম হা/১৬৭৯।*

Contents

ও ইনজীলে লিখিত পেয়েছে। যিনি তাদেরকে ন্যায়ের আদেশ দেন ও অন্যায় থেকে নিষেধ করেন। যিনি তাদের জন্য পবিত্র বিষয় সমূহ হালাল করেন ও নাপাক বিষয় সমূহ নিষিদ্ধ করেন এবং তাদের উপর থেকে বোঝা ও বন্ধন সমূহ নামিয়ে দেন যা তাদের উপরে ছিল। অতএব যারা তার উপরে বিশ্বাস স্থাপন করেছে, তাকে শত্রু থেকে প্রতিরোধ করেছে ও সাহায্য করেছে এবং সেই জ্যোতির (কুরআনের) অনুসরণ করেছে যা তার সাথে নাযিল হয়েছে, তারাই হ'ল সফলকাম' *(আ'রাফ ৭/১৫৭)।* মহান আল্লাহ তা'আলা মানব জাতির জন্য যে সমস্ত বস্তু হালাল করেছেন সেগুলো তার ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনের জন্য কল্যাণকর। অনুরূপভাবে তিনি যে সমস্ত বস্তু হারাম করেছেন সেগুলো তার উভয় জীবনে ক্ষতির কারণ *(ইবনে কাছীর ৬/৪১৫)।*

আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে 'বিতা' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তিনি বলেন, সর্বপ্রকার নেশা জাতীয় পানীয় হারাম'।[১৫] আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে 'বিতা' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। বিতা হ'ল মধু হ'তে তৈর নাবীয। ইয়ামনের লোকেরা তা পান করত। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যে সকল পানীয় যা নেশা সৃষ্টি করে তা হারাম'।[১৬] ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'সমস্ত নেশা জাতীয় দ্রব্যই মদ। অতএব সমস্ত মদই হারাম'।[১৭] আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে ব্যক্তি দুনিয়ায় মদ পান করেছে অতঃপর তা থেকে তাওবাহ করেনি, সে আখিরাতে তা থেকে বঞ্চিত থাকবে'।[১৮]

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিন বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে রাতে আমার মি'রাজ হয়েছিল সে রাতে আমার সম্মুখে দু'টি পেয়ালা আনা হ'ল। তার একটিতে ছিল দুধ আর অপরটিতে ছিল শরাব। তখন জিবরাইল (আঃ) বললেন, এ দু'টির মধ্যে যেটি চান আপনি পান করতে পারেন। আমি দুধের পেয়ালাটি নিলাম এবং তা পান করলাম। তখন বলা হ'ল আপনি-স্বভাব প্রকৃতিকে বেঁছে নিয়েছেন। দেখুন আপনি যদি শরাব নিয়ে নিতেন, তাহ'লে আপনার উম্মতগণ পথভ্রষ্ট হয়ে যেত'।[১৯] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'কোন মদ্যপায়ী মুমিন অবস্থায় মদপান করে না'।[২০]

মানুষের উচিত হবে পবিত্র ও হালাল জিনিস ভক্ষণ করা অপবিত্র ও হারাম জিনিস ভক্ষণ করা থেকে দূরে থাকা। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'হে মানব জাতি! নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ পবিত্র। তাই তিনি পবিত্র জিনিস ছাড়া (অপবিত্র) গ্রহণ করেন না। আর মহান আল্লাহ সমস্ত মুমিন ব্যক্তিদের (পবিত্র জিনিস ভক্ষণেরই) আদশে করেন যে আদেশটি সমস্ত নবী-রাসূলগণকে করেছিলেন। এ মর্মে আল্লাহ্‌র বাণী يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ– 'হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু হ'তে আহার কর এবং সৎকর্ম কর। নিশ্চয়ই তোমরা যা কর, সব বিষয়ে আমি অবগত' *(মুমিনূন ২৩/৫১)।* মহান আল্লাহ আরো বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ– 'হে বিশ্বাসীগণ! আমরা তোমাদের যে রূযী দান করেছি, সেখান থেকে পবিত্র বস্তু সমূহ ভক্ষণ কর। আর আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, যদি তোমরা কেবল তাঁরই দাসত্ব করে থাক' *(বাক্বারাহ ২/১৭২)।* অতঃপর তিনি এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেন। যে ব্যক্তি দূরে সফরের কারণে তার (কেশ) ধুলায় ধূসরিত, এলোমলো হয়ে আছে এমতাবস্থায় সে তার উভয় হস্তদয় আসমানের দিকে উত্তোলন করে বলছে, হে আমার প্রতিপালক! হে আমার প্রতিপারক! আমার দো'আ কবুল কর! অথচ তার খাদ্য হারাম, তার পানীয় হারাম তার পরিধানের পোষাকটিও হারাম, সে হারামই খেয়ে থাকে। তাহ'লে এমন ব্যক্তির দো'আ আল্লাহ্‌র নিকট কেমন করে কবূল হবে?'[২১]

নু'মান ইবনু বাশীর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন আমি আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, হালাল স্পষ্ট এবং হারাম স্পষ্ট। আর দু'য়ের মাঝে রয়েছে সন্দেহজনক বিষয় যা অনেকেই জানে না। যে ব্যক্তি সেই সন্দেহজনক বিষয় সমূহ হ'তে বেঁচে থাকবে সে তার দ্বীন ও মর্যাদা রক্ষা করতে পারবে। আর যে সন্দেহজনক বিষয়সমূহে লিপ্ত হয়ে পড়ে তার উদাহরণ সে রাখালের ন্যায় যে তার পশু বাদশাহ্‌র সংরক্ষিত চারণভূমির আশেপাশে চরায়, অচিরেই সে পশু গুলি সেখানে ঢুকে পড়ার আশংকা রয়েছে। আরো জেনে রেখ যে আল্লাহর যমীনে তার সংরক্ষিত এলাকা হ'ল তার নিষিদ্ধ কাজসমূহ'।[২২] আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত নাবী (ছাঃ) বলেন, 'আমি আমার ঘরে ফিরে যাই আমার বিছানায় খেজুর পড়ে থাকতে দেখি। খাওয়ার জন্য আমি তা তুলে নেই। পরে আমার ভয় হয় যে, হয়ত তা ছাদাক্বার খেজুর হবে তাই আমি তা রেখে দেই'।[২৩] ইবরাহীম বিন হুশাইম তার সাথীকে বিদায়ের সময় উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন, 'তুমি সৎ আমল কর এবং পবিত্র বস্তু ভক্ষণ কর'।[২৪] (ক্রমশঃ)

[লেখক : লিসান্স ও এম.এ, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব]

---

১৫. বুখারী হা/৫৫৮৫; মুসলিম হা/২০০১।
১৬. আহমাদ হা/২৪৬৫২; বুখারী হা/৫৫৮৬; মুসলিম হা/২০০১।
১৭. আহমাদ হা/৪৮৩০; মুসলিম হা/২০০৩।
১৮. আহমাদ হা/৪৬৯০; বুখারী হা/৫৫৭৫; মুসলিম হা/ ২০০৩।
১৯. আহমাদ হা/৭৭৮৯; বুখারী হা/৩৩৯৪; মুসলিম হা/২০০৯।
২০. আহমাদ হা/৯০০৭; বুখারী হা/২৪৭৫; মুসলিম হা/ ৫৭।
২১. আহমাদ হা/৮৩৪৮; মুসলিম হা/১০১৫ ।
২২. আহমাদ হা/১৮৩৭৪; বুখারী হা/৫২; মুসলিম হা/১৫৯৯।
২৩. আহমাদ হা/৮২০৬; বুখারী হা/২৪৩২; মুসলিম হা/১০৭০।
২৪. ইমাম আব্দুর রহমান গাযবীনী ইমাম বায়হাক্বী মুখতাছার শু'আবিল ঈমান পৃঃ ৬৫; বায়হাক্বী শু'আবিল ঈমান ৭/৩৯১।

মৃত্যুর আগে যা বললেন ইসলামে দীক্ষিত যাজক

[রোমান ক্যাথলিক যাজক ইদ্রিস তৌফিক্ব। প্রায় ১৫ বছর আগে তিনি কিসের টানে ইসলামে ধর্মান্তরিত হন তার সেই অভিজ্ঞতা সবার সঙ্গে শেয়ার করেছেন। তিনি ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারীতে অসুস্থতাজনিত কারণে যুক্তরাজ্যে মারা যান। তিনি বেশ কয়েক বছর যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন স্কুলে ধর্মীয় শিক্ষার প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এখানে তুলে ধরা হ'ল তার সেই জীবনের মোড় পরিবর্তনকারী সুমহান ইসলামে আসার কাহিনী যা তিনি মৃত্যুর আগে নিজের জীবন সম্পর্কে লিখে গেছেন]।

আমি একজন যাজক হিসেবে কয়েক বছর মানুষের সেবা করেছি এবং তা আমি উপভোগ করেছি। যাইহোক, এর পরেও ভিতরে ভিতরে আমি খুশী ছিলাম না এবং আমার কাছে কেবল মনে হয়েছে, সেখানে কিছু একটা সঠিক নয়। সৌভাগ্যবশত এবং আল্লাহ্র ইচ্ছায় আমার জীবনে ঘটে যাওয়া কিছু ঘটনা কাকতালীয়ভাবে আমাকে ইসলামের পথে নিয়ে যায়।

আমার ধারণা ছিল মিসর হচ্ছে পিরামিড, উট, বালি এবং খেজুর গাছের দেশ। আসলে আমি মিসরের হুর্ঘদায় একটি সফরে গিয়েছিলাম। এটা মিসরের প্রধান পর্যটন কেন্দ্র এবং দেশটির দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর। শহরটি লোহিত সাগর উপকূলে অবস্থিত।

এটা অনেকটা ইউরোপীয় কিছু সমুদ্র সৈকতের অনুরূপ, যা আমাকে বিস্মিত করেছিল। আমি প্রথমে বাসযোগে কায়রো যাই। সেখানে আমি আমার জীবনের সবচেয়ে বিস্ময়কর একটি সপ্তাহ অতিবাহিত করি। প্রথমবারের মতো আমি সেখানে ইসলাম ও মুসলমানদের সান্নিধ্যে আসি। সেখানে আমি খেয়াল করলাম, মিসরীয়রা কতটা ভদ্র ও ভাল মানুষ; কিন্তু দৈহিকভাবে খুবই শক্তিশালী।

ওই সময় মুসলমানদের সম্পর্কে সব ব্রিটিশদের মতো আমার চিন্তাধারাও ছিল একই রকম। মুসলিমরা হচ্ছে বোমাবাজ ও যোদ্ধা, যা মিডিয়া ও টেলিভিশন থেকে বারবার শুনে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। অন্য সবার মতো আমারও ধারণা ছিল, ইসলাম একটি অশান্তির ধর্ম। তবে কায়রোতে এক সপ্তাহ অতিবাহিত করার পর আমি আবিষ্কার করলাম ইসলাম কতটা সুন্দর ও শান্তির ধর্ম।

মসজিদ থেকে আযানের শব্দ শুনতে পেয়ে রাস্তায় পণ্য বিক্রি করা অত্যন্ত সাধারণ মানুষগুলোকে তাদের বেচাকেনা ফেলে রেখে আল্লাহ্র দিকে তাদের মুখ নির্দেশ করে মুহূর্তের মধ্যে ছালাতে দাঁড়িয়ে যেতে দেখেছি। আল্লাহ্র প্রতি তাদের দৃঢ় বিশ্বাস আমাকে মুগ্ধ করে। মৃত্যুর পর স্বর্গ লাভের প্রত্যাশায় তারা নিয়মিত ছালাত ও ছিয়াম পালন করা, অভাবগ্রস্তকে সাহায্য করে এবং মক্কায় গিয়ে হজ্জ পালনের স্বপ্ন দেখে।

সেখান থেকে প্রত্যাবর্তনের পর আমি আমার পুরানো পেশা ধর্মীয় শিক্ষার কাজে ফিরে যাই। ব্রিটিশ শিক্ষা ব্যবস্থায় একমাত্র বাধ্যতামূলক বিষয় হচ্ছে ধর্ম শিক্ষা অধ্যয়ন। আমি খ্রিস্টান, ইসলাম, ইহুদীধর্ম, বৌদ্ধ এবং অন্যান্য ধর্ম সম্পর্কে শিক্ষা দিতাম। তাই প্রতিদিন আমাকে এসব ধর্ম সম্পর্কে পড়তে হতো। আমার ছাত্রদের অনেকে ছিল আরবের মুসলিম শরণার্থী। মোটকথা, ইসলাম সম্পর্কে শিক্ষা দিতে গিয়ে আমি এ ধর্ম সম্পর্কে অনেক কিছু শিখতে পারি।

সাধারণত কিশোর-কিশোরী বয়সে অনেক ছেলে-মেয়েই কিছুটা দুষ্টু প্রকৃতির হয়ে থাকে। কিন্তু এই আরব মুসলিম শরণার্থী শিশুরা ভাল মুসলমানের উদাহরণ স্থাপন করে। এই ছাত্র-ছাত্রীরা ছিল খুবই ভদ্র এবং দয়ালু। তাই তাদের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব গভীর হতে থাকে। রামাযান মাসে ছালাতের জন্য আমার শ্রেণীকক্ষ তারা ব্যবহার করতে পারবে কিনা সে সম্পর্কে তারা আমার মতামত জিজ্ঞাসা করে।

সৌভাগ্যবশত কেবল আমার রুমটিতেই কার্পেট বিছানো ছিল। আমি কার্পেটের ওপর শিশুদের মাসব্যাপী ছালাত পড়ার অনুমতি দেই। এসময় প্রতিদিন আমি পিছনে বসে তাদের প্রার্থনা পর্যবেক্ষণ করতাম। এটা আমাকে তাদের সাথে রামাযানের ছিয়াম রাখতে উৎসাহ যুগিয়েছিল। যদিও আমি তখনো পর্যন্ত মুসলিম ছিলাম না।

একবার ক্লাসে পবিত্র কুরআনের অনুবাদ পড়াতে গিয়ে করতে গিয়ে আমি একটি আয়াতে পৌঁছাই। এতে বলা হয়েছে, وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ‘আর যখন তারা শোনে যা রাসূলের প্রতি নাযিল হয়েছে (অর্থাৎ কুরআন), তখন তুমি তাদের চক্ষুগুলিকে দেখবে, অবিরল ধারে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছে, এ কারণে যে, তারা সত্যকে চিনে নিয়েছে। তখন তারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা ঈমান এনেছি। তখন তারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা ঈমান এনেছি। অতএব তুমি আমাদেরকে মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত করে নাও’ *(মায়েদাহ ৫/৮৩)*।

আমি আবেগে বিস্মিত হয়ে যাই। আমি অনুভব করলাম আমার চোখে অশ্রু ছলছল করছে এবং আমি শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে তা আড়াল করতে কঠোর চেষ্টা করলাম।

পরের দিন আমি আন্ডারগ্রাউন্ডে যাই এবং সেখানে গিয়ে খেয়াল করলাম মানুষ ইসলাম সম্পর্কে কতটা আতঙ্কগ্রস্ত।

ব্রিটেনে মানুষের এই ধরণের মনোভাবে আমি ভয় পেয়ে যাই। ওই সময়ে পশ্চিমারা এই ধর্ম নিয়ে ভয় পেতে শুরু করে এবং তারা এটিকে সন্ত্রাসবাদের জন্য দায়ী করে।

তবে মুসলমানদের সঙ্গে আমার আগের অভিজ্ঞতা আমাকে একটি ভিন্ন দিকে নিয়ে যায়। আমি ভাবতে শুরু করি, কেন আমরা কিছু মানুষের সন্ত্রাসীদের কর্মের জন্য ধর্ম হিসেবে ইসলামকে দোষারোপ করি। যখন কিছু খ্রীষ্টান একই কাজ করছে; তখন কেন কেউ খ্রীষ্টধর্মকে সন্ত্রাসবাদের ধর্ম বলে অভিযুক্ত করে না?

এই ধর্ম সম্পর্কে জানতে আমি একদিন লন্ডনের সবচেয়ে বড় মসজিদে যাই। লন্ডনের কেন্দ্রীয় মসজিদের প্রবেশ পথে আমি ইউসুফ ইসলামকে পাই। তিনি ছিলেন একজন পপ গায়ক। সেখানে বৃত্তাকারে বসে ইসলাম সম্পর্কে কিছু মানুষের কথা শুনলাম। একটা সময় আমার মন আমাকে জিজ্ঞাসা করতে থাকে, আপনি কি সত্যিই একজন মুসলিম হ'তে চলেছেন?

সেখানে আমাকে একজন বললেন, মুসলমানেরা এক আল্লাহ্‌র ওপর বিশ্বাস করে, প্রতিদিন পাঁচবার ছালাত আদায় করে এবং রামাযান মাসে ছিয়াম পালন করে। আমি তাকে এই বলে থামিয়ে দিলাম, আমি এর সবই বিশ্বাস করি এবং এমনকি রামাযানে আমি ছিয়ামও রেখেছি।

তখন তিনি আমাকে বললেন, তাহলে আপনি কিসের জন্য এখনো অপেক্ষা করছেন? কোন জিনিস আপনাকে এ পথে আসতে বাধা দিচ্ছে?

আমি বলেছিলাম, না, আমি ধর্মান্তরিত হ'তে মনস্থ করিনি।

সেই মুহূর্তে মসজিদটিতে আযান দেয়া হলে সবাই প্রস্তুত হয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে ছালাতে দাঁড়িয়ে যায়। আর আমি পিছনে বসে অনবরত ক্রন্দন করতে লাগলাম। তারপর আমি নিজেকে বললাম, আমি মূর্খের মত কি করছি?

তাদের ছালাত শেষ হলে আমি ইউসুফ ইসলামের কাছে যাই এবং তাকে অনুরোধ করি আমাকে কালেমা শিক্ষা দেয়ার জন্য; যাতে আমি ইসলামে ধর্মান্তর হতে পারি। তিনি প্রথমে আমাকে ইংরেজিতে কালেমার অর্থ ব্যাখ্যা করে শোনান। পরে আমি তার সঙ্গে সঙ্গে আরবিতে এটি পাঠ করি। এর অর্থ হচ্ছে, **'আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য মা'বূদ নেই এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহ্‌র রাসূল'**।

কালেমা পাঠ করার পরে আমি আমার চোখের পানি ধরে রাখতে পারিনি।

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কর্তৃক আয়োজিত সম্মেলন, মুহতারাম আমীর জামা'আত প্রদত্ত জুম'আর খুৎবা এবং সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠকে প্রদত্ত বক্তব্যের নিয়মিত আপডেট পেতে ব্রাউজ করুন-

আমাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

www.ahlehadeethbd.org/audiovideo.html

Youtube চ্যানেল

ahlehadeeth andolon bangladesh

ফেসবুক পেজ

www.facebook.com/Monthly.At.tahreek

রেজিঃ নং রাজ ৫০৯১

আল-'আওন

প্রতিষ্ঠাকাল : ২৩শে ফেব্রুয়ারী ২০১৭

মাদক মুক্ত রক্তদান সুস্থ থাকবে জাতির প্রাণ

স্বেচ্ছাসেবী নিরাপদ রক্তদান সংস্থা

(ASSOCIATION FOR VOLUNTARY SAFE BLOOD DONATION)

(আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ-এর একটি সমাজকল্যাণ সংগঠন)

আল্লাহ বলেন, 'তোমরা সৎকর্মে ও আল্লাহভীরুতার কাজে পরস্পরকে সাহায্য কর' (মায়েদাহ ২ আয়াত)।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ বান্দার সাহায্যে অতক্ষণ থাকেন, যতক্ষণ বান্দা তার ভাইয়ের সাহায্যে থাকে' *(মুসলিম হা/২৬৯৯)*

লক্ষ্য : রোগীকে রক্তদানের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করা।

উদ্দেশ্য : রক্তের গ্রুপ সমূহ নির্ধারণ করে যেলা ভিত্তিক রক্তদাতাদের তালিকা প্রস্তুত করা এবং প্রয়োজন মুহূর্তে অসহায় রোগীকে চাহিবা মাত্র রক্ত দাতার সন্ধান দেওয়া।

মানব সেবার এই মহতী কর্মে এগিয়ে আসুন! পরস্পরকে বাঁচাতে সাহায্য করুন!!

কেন্দ্রীয় কার্যালয় : আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা), নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩

মোবাইল : ০১৭২৩-৯৩৮৩৯৩ (বিকাল ৪টা - রাত ৮টা), E-mail : alawonbd@gmail.com

Contents

কবিতা

ছহীহ ছালাত

-মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম
গোপালপুর, রাণীনগর, নওগাঁ

জায়নামাযের দো'আ পড়ে মানুষ ছালাতে
জায়নামাযের দো'আ নেই কুরআন হাদীছে।
ছালাতের নিয়ত অন্তরে হয়
মুখে পড়ার জন্য নয়।
ছহীহ হাদীছ মতে হাত বাঁধতে হবে বুকে
জাল হাদীছের ভিত্তিতে হাত বাঁধে নাভীর নীচে।
সূরা ফাতিহা পড়তে হয় প্রতি ছালাতে
হাদীছটা আছে ছহীহ বুখারীতে
জোরে আমীন বললে বান্দার পাপ মোচন হয়
ছহীহ হাদীছে থাকলেও অনেকের বোধগম্য নয়।
ছালাত শেষে সবাই মিলে করছে মুনাজাত
কেউ ভেবে দেখে না কাজটা বিদ'আত।
জাল হাদীছের ভিত্তিতে চলছে নবীর ছালাত
এভাবে ছালাত আদায় করে হবে না নাজাত।
সঠিক পদ্ধতিতে ছালাত পড়তে ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পড়ি
ছালাতটা বিশুদ্ধ করে জান্নাতের পথ সুগম করি।

মাহে রামাযান

হামীদাহ বিনতে আব্দুর রশীদ
দওপাড়া হাউজ বিল্ডিং, টংগী, ঢাকা

রহমত, বরকত, মাগফিরাতের মাস মাহে রামাযান
এই মাসেতেই নাযিল হয়েছে পবিত্র আল-কুরআন।
৭০ হাযার ফেরেশতা সবাই ছিয়ামকারীর তরে
ইস্তেগফার করতে থাকে সারাটি দিবস ভরে।
রামাযানের লায়লাতুল ক্বদর এক রজনীর মান
হাযার মাস হ'তেও উত্তম এ যে আল্লাহ্রই দান।
নেকীর আশায় রামাযান মাসের ছিয়ামের পূর্ণমান
বিগত সকল গুনাহ-খাতা মাফ হওয়াই তার প্রতিদান।
ছিয়াম হ'ল আল্লাহ্র জন্য তিনিই দিবেন প্রতিদান
কল্যাণের জন্য এ মাসে শুরুতে জারী হয় ফরমান।
ছিয়াম ও কুরআন করবে সুপারিশ হাশরের ময়দান
ছিয়াম পালনকারীকে মাফ কর, তুমি বড়ই মেহেরবান।
তাই জান্নাতের পানে দ্রুত হওরে আগুয়ান
ছিয়ামপালকারীকে ডাকছে জান্নাত আর-রাইয়ান।
রহমত, বরকত, মাগফিরাতের মাস মাহে রামাযান!

জেগে ওঠো

মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ
নলত্রী, পানিহার, গোদাগাড়ী, রাজশাহী

ওহে নিদ্রামগ্ন জেগে ওঠো
হাঁকিছে আযান তোমায়
ওযু করে মসজিদেতে
প্রথম কাতারে দাঁড়ায়।
গভীর ঘুম, অলস মনে
থেকোনা আর শুয়ে
নিদ্রা টুটে দো'আ পড়ে
শয়তানের প্রথম গিঁট খুলে।
ঘুমের চেয়ে ছালাত ভাল
ডাকছে মুয়ায্যিন
শিগগির তুমি জেগে ওঠ
ওহে ঘুমন্ত মুমিন।
ওযু করে ধুয়ে ফেল
শয়তানের দ্বিতীয় গিঁট
সুস্থ মনে ছালাত পড়ে
খুলে ফেল শয়তানের শেষ গিঁট।

হে চির মহান

আবু নাফিয
যশপুর, তানোর, রাজশাহী

হে রব! তুমি ব্যতীত সব বাকি সব মিথ্যে
আহাদ, ইলাহ তুমি শির্কের উর্ধ্বে।
রাজার রাজা তুমি প্রভু কর্তার
শ্রবণ কর মোর যত আবদার।
ভ্রান্ত পথে সদা ফেলেছি ধাপ
তাক্বলীদে, মাযহাবে, ফির্কা-বিবাদ।
আশারিয়া, মু'তাযিলা, খারেজী, মুর্জিয়া
মাযহাবে শোরগোল হানাফী শী'আ।
গোরপূজা, পীরপূজা, যত মীলাদ
বুঝিনি কখনো তা শিরক-বিদ'আত।
পালন করেছি সব বৃথায় বৃথায়
পণ্ড হয়েছে শ্রম, ছওয়াবের আশায়।
ক্ষমা কর ওহে প্রভু! হাকীমে আকবার
তাওফীক্ব দাও মোরে, সঠিক আমল করার।
কুরআন-হাদীছ যেন হয় পথ চলার বিধান
আবারও ক্ষমা চাহি হে চির মহান।

Contents

সংগঠন সংবাদ

কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য প্রশিক্ষণ

নওদাপাড়া, রাজশাহী ১২-১৪ই এপ্রিল বুধবার-শুক্রবার : অদ্য বাদ ফজর 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া, রাজশাহীর পূর্ব পার্শ্বস্থ ভবনে ৩ দিন ব্যাপী কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, দফতর ও যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম, প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক দুররুল হুদা, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক আবুল বাশার আব্দুল্লাহ 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি নূরুল ইসলাম প্রমুখ। প্রশিক্ষণে সঞ্চালক ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আবুল কালাম।

অন্যান্য সাংগঠনিক রিপোর্ট

(১) লালজুম্মা, জলঢাকা, নীলফামারী পূর্ব, ২৫শে এপ্রিল'১৭ মঙ্গলবার :

অদ্য সকাল ১০-টায় দক্ষিণ গয়াবাড়ী লালজুম্মা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে নীলফামারী পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয় । যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আশরাফ আলীর সভাপতিত্বে উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক আবুল কালাম। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর বিভিন্নস্তরের দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ।

(২) বাড়াইপাড়া, নীলফামারী সদর, নীলফামারী পশ্চিম, ২৬শে এপ্রিল'১৭ বুধবার :

অদ্য সকাল ১০-টায় দক্ষিণ গয়াবাড়ী লালজুম্মা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে নীলফামারী পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি ওয়ালিউল ইসলামের সভাপতিত্বে উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক আবুল কালাম। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর বিভিন্নস্তরের দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ।

(৩) কুলানিয়া, পাবনা সদর, পাবনা ২০শে এপ্রিল'১৭ বৃহস্পতিবার :

অদ্য বাদ মাগরিব কুলানিয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি বেলালুদ্দীনের সভাপতিত্বে উক্ত সুধী সমাবেশে 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, অধ্যাপক মাওলানা দুরুল হুদা ও ইহসান ইলাহী যহীর প্রমুখ। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ' ও 'সোনামণি' সংগঠনের বিভিন্নস্তরের দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ।

(৪) চরমিরকামারী ঈশ্বরদী, পাবনা ২১শে এপ্রিল'১৭ শুক্রবার :

অদ্য বাদ জুম'আ চরমিরকামারী (পশ্চিম দাইড়পাড়া) আহলেহাদীছ আত-তাক্বওয়া জামে মসজিদে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। পাবনা যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি হাসানের সভাপতিত্বে উক্ত সুধী সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ঈশ্বরদী উপযেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আরীফুল ইসলাম, ঈশ্বরদী উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ছিদ্দীকুর রহমান, সেক্রেটারী যহূরুল ইসলাম প্রমুখ।

(৫) গোবরচাকা, সোমাডাঙ্গা, খুলনা ২৪ শে এপ্রিল'১৭ সোমবার:

অদ্য বাদ আছর গোবরচাকা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে খুলনা সাংগঠনিক যেলা 'যুবসংঘ'-এর দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আলী, সেক্রেটারী মোযাম্মেল হক্ব, সাহিত্য ও সংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক আব্দুল মুকীত মোল্লা প্রমুখ।

(৬) কালদিয়া, গোটাপাড়া, বাগেরহাট ২৫শে এপ্রিল '১৭ মঙ্গলবার :

অদ্য বাদ যোহর আল-মারকাযুল ইসলামী কালদিয়া মাদরাসা মিলনায়তনে যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। উক্ত পুনর্গঠন অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর। আরো উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি সরদার আশরাফ হোসাইন ও সাধারণ সম্পাদক মাওলানা যুবায়ের ঢালী। উক্ত অনুষ্ঠানে আব্দুল্লাহকে সভাপতি ও হারূনুর রশীদকে সাধারণ সম্পাদক করে যেলা যুবসংঘের কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

(৭) সোহাগদল পঞ্চায়েত বাড়ী, নেছারাবাদ (স্বরূপকাঠী) পিরোজপুর ২৬ শে এপ্রিল'১৭ বুধবার :

অদ্য বাদ মাগরিব দারুস সালাম আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাস্টার শাহ আলম ও যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি তাওহীদুল ইসলাম ও প্রচার সম্পাদক চাঁন মিয়া সহ স্থানীয় গন্যমান্য ও পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে আগত মুছল্লীবৃন্দ।

(৮) উযিরপুর, বরিশাল ২৭ শে এপ্রিল '১৭ বৃহস্পতিবার :

অদ্য বাদ আছর দক্ষিণ মাদারশী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'যুবসংঘ'-এর দায়িত্বশীলদের নিয়ে এক প্রশিক্ষণ ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা

Contents

'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ইবরাহীম কাওছার সালাফী ও সাধারণ সম্পাদক মুস্তাফীযুর রহমান।

(৯) সাড়ে সাতরশি, ফরিদপুর সদর, ফরিদপুর, ২৮শে এপ্রিল '১৭ শুক্রবার :

অদ্য বাদ জুম'আ সাড়ে সাতরশি সৈয়দ মঞ্জিলস্থ আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সুধী সমাবেশের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব দেলোয়ার হোসাইন, সহ-সভাপতি জনাব আব্দুছ ছামাদ, সাধারণ সম্পাদক নু'মান, সাংগঠনিক সম্পাদক নূরুল ইসলাম, অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ ফযলুল হক্ব প্রমুখ ।

(১০) পিরুজালী, গাযীপুর, ০৬ই মে'১৭ শনিবার :

অদ্য বাদ মাগরিব পিরুযালী সড়কঘাট বাযার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সুধী সমাবেশের আয়োজন করা হয়। গাযীপুর যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি শরিফুল ইসলামের সভাপতিত্বে উক্ত সুধী সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন খাইরুল ইসলাম সাবেক সহ-সভাপতি 'যুবসংঘ'-এর গাযীপুর যেলা, আলহাজ্জ আব্দুস সাত্তার ও মীযানুর রহমান দফতর সম্পাদক গাযীপুর যেলা।

(১১) পাটুলীপাড়া, টাঙ্গাইল সদর, টাঙ্গাইল ৭ই মে'১৭ রবিবার :

অদ্য বাদ আছর ভবানীপুর পাটুলীপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র যেলা দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব ওয়াজেদ আলী ও সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মামূন।

(১২) কাঞ্চন বাযার, নারায়ণগঞ্জ সদর, নারায়ণগঞ্জ ২১শে এপ্রিল'১৭ শুক্রবার :

অদ্য বাদ আছর কাঞ্চন উত্তর বাযার আহলেহাদীছ জামে মসজিদের উদ্যোগে এক তাবলীগী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা আন্দোলনের সভাপতি মাওলানা শফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রকাশনা সম্পাদক মুস্তাফিযুর রহমান সোহেল। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের বিভিন্নস্তরের দায়িত্বশীলবৃন্দ। 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' চট্টগ্রাম

(১৩) উত্তর পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম সদর, চট্টগ্রাম ২৮শে এপ্রিল'১৭ শুক্রবার :

অদ্য বাদ জুম'আ উত্তর পতেঙ্গা বায়তুর রহমান আহলেহাদীছ জামে মসজিদে চট্টগ্রাম যেলা 'যুবসংঘ'-এর দায়িত্বশীলদের নিয়ে এক প্রশিক্ষণ ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। চট্টগ্রাম সাংগঠনিক যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মাওলানা রফিকুল ইসলামের সভাপত্বিতে উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আবুল কালাম, কেন্দ্রীয় ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর ও সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মুখতারুল ইসলাম। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রামে যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডাঃ শামীম আহমাদ ও সংগঠনের বিভিন্নস্তরের দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ।

(১৪) পাহাড়তলী, কক্সবাজার সদর, কক্সবাজার ২৯শে এপ্রিল'১৭ শনিবার :

অদ্য বাদ মাগরিব পাহাড়তলী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে কক্সবাযার যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আবুল কালাম, ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর ও সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মুখতারুল ইসলাম। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কক্সবাযার যেলা 'আন্দোলন'-এর কোটাখালী শাখার সভাপতি মুখতার আহমাদ ও সংগঠনের বিভিন্নস্তরের দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ।

(১৫) জামদই, মান্দা, নওগাঁ ৪ঠা এপ্রিল মঙ্গলবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' নওগাঁ যেলার মান্দা থানাধীন জামদই ও বৈলশিং এলাকার যৌথ উদ্যোগে স্থানীয় বৈদ্যপুর ফুটবল ময়দানে এলাকা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুস সাত্তারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার ও ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক এহসান এলাহী যহীর। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন ঢাকার মাদারটেক আহলেহাদীছ জামে মসজিদের খতীব মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল (পাবনা), যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি আফযাল হোসাইন, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক শহীদুল ইসলাম ও প্রচার সম্পাদক আফযাল হোসাইন প্রমুখ। সম্মেলনে ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন মুহাম্মাদ এনামুল হক।

(১৬) পাঁচদোনা, নরসিংদী ১লা মে সোমবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার পাঁচদোনা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদ সংলগ্ন মাদ্রাসায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' নরসিংদী যেলার উদ্যোগে এক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আমীনুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ তাসলীম সরকার, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আবুল কালাম, ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক এহসান এলাহী যহীর, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মুখতারুল ইসলাম, সমাজকল্যাণ সম্পাদক মুস্তাফীযুর রহমান সোহেল ও নরসিংদী যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক ইকবাল কবীর ও সাধারণ সম্পাদক দেলোয়ার হোসাইন প্রমুখ। অনুষ্ঠানে যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর দায়িত্বশীলসহ বিপুল সংখ্যক কর্মী উপস্থিত ছিলেন।

Contents

সাধারণ জ্ঞান (সাম্প্রতিক বাংলাদেশ)

১. কত তারিখে ক্বওমী মাদরাসার (দাওরায়ে হাদীছকে) সর্বোচ্চ সনদকে সাধারণ স্নাতকোত্তর ডিগ্রীর স্বীকৃতি দেয়া হয়? উত্তর : ১১ই এপ্রিল'১৭।
২. ঢাকায় পবিত্র মসজিদুল হারাম ও মসজিদে নববীর কোন কোন ইমাম আসেন?
উত্তর : মসজিদুল হারামের ড. শায়খ মুহাম্মাদ বিন নাসের আল খুযাইম এবং মসজিদে নববীর খতীব ড. আব্দুল মুহসিন বিন মুহাম্মাদ আল কাসিম।
৩. বর্তমানে চামড়াশিল্প নগরী কোথায় অবস্থিত?
উত্তর : সাভার।
৪. নিচের কোন জায়গায় জমির সামাজিক মালিকানা নেই?
উত্তর : চট্টগ্রাম ।
৫. বর্তমানে দেশে কার্যক্রম চলছে এমন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কতটি? উত্তর : ৩৯ টি।
৬. বর্তমানে দেশে সরকারী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় কতটি?
উত্তর : ৩টি।
৭. রাজশাহী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য কে?
উত্তর : অধ্যাপক ডা. মাসুম হাবিব।
৮. বাংলাদেশের সংবিধানে কোন অনুচ্ছেদে ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সমিতি ও সংগঠনের কথা বলা হয়েছে?
উত্তর : ৩য় ভাগে, ৪১ অনুচ্ছেদে ও ৩৮ অনুচ্ছেদে।
৯. প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ ছাড়া কোন কাজ রাষ্ট্রপতি এককভাবে করতে সক্ষম? উত্তর : প্রধান বিচারপতির নিয়োগ দান।
১০. বাংলাদেশের কোন যেলাটি বাংলাদেশ-ভারতের সীমান্তের মধ্যে নয়? উত্তর : কক্সবাজার।
১১. সক্রিয় ফেসবুক ব্যবহারে বিশ্বে শীর্ষ শহর কোনটি?
উত্তর : ঢাকা।
১২. আবুল মনসুর আহমেদ কোথায়, কত সালে জন্মগ্রহণ করেন?
উত্তর : আবুল মনসুর আহমেদ ময়মনসিংহ জেলার ধানিখোলা গ্রামে ১৮৯৮ সালে জন্মগ্রহণ করে।
১৩. ৬ এপ্রিল ২০১৭ দেশের ৬৯তম পাসপোর্ট অফিস উদ্বোধন হয়?
উত্তর : বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৪. প্রমথ চৌধুরীর পৈতৃক নিবাস কোথায়?
উত্তর পাবনা যেলার চাটমোহর উপযেলার হরিপুরে।
১৫. চর্যাপদের ইংরেজী অনুবাদকৃত বইয়ের নাম?
উত্তর : মিস্টিক পোয়েট্রি অব বাংলাদেশ।
১৬. কাজী নজরুল ইসলামের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ কোনটি? উত্তর : অগ্নিবীণা।
১৭. গুগল ট্রান্সলেটরে বাংলা ভাষা চালু হয় কবে?
উত্তর : ২০১১ সালে।
১৮. মাইক্রোসফট ট্রান্সলেটর বাংলা ভাষা চালু হয় কবে?
উত্তর : ২০১৭ সালে।
১৯. ২০১৬ সালে প্রবাসী আয় বা রেমিট্যান্স অর্জনে বাংলাদেশের অবস্থান কত? উত্তর : অষ্টম।
২০. নিচের কোনটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান নয়?
উত্তর : দুর্নীতি দমন কমিশন।

সাধারণ জ্ঞান (সাম্প্রতিক বিশ্ব)

১. ২০১৬ সালে প্রবাসী আয় বা রেমিট্যান্স অর্জনে শীর্ষ দেশ কোনটি? উত্তর : ভারত।
২. ২ এপ্রিল ২০১৭ কোন দু'টি দেশ (IPU)-এর সদস্য লাভ করে?
উত্তর : টুভালু ও আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র।
৩. ৩ মার্চ ২০১৭ কোন দেশ (WCO)-এর ১৮১তম সদস্যপদ লাভ করে?
উত্তর : কসোভো।
৪. দক্ষিণ এশিয়ার দীর্ঘতম সেতুর নাম কী?
উত্তর : 'ঢোলা-সাদিয়া সেতু' (ভারত)।
৫. ফ্রাঙ্কফুর্ট (জার্মানি) শহরটি যে জন্য বিখ্যাত?
উত্তর : বইমেলা।
৬. এন্টার্কটিকা মহাদেশে কোন খনিজ দ্রব্য পাওয়া যায়?
উত্তরঃ কয়লা
৭. সক্রিয় ফেসবুক ব্যবহারে বিশ্বে শীর্ষ দেশ কোনটি?
উত্তর : যুক্তরাষ্ট্র
৮. কৃত্রিম ডিম উৎপাদন ও বাজারজাতকারী দেশ কোনটি?
উত্তর : চীন, ২০০৪ সাল থেকে।
৯. যুক্তরাষ্ট্র কোন দেশে থেকে সর্বাধিক রপ্তানি করে?
উত্তর : কানাডা।
১০. যুক্তরাষ্ট্র কোন দেশে থেকে সর্বাধিক আমদানী করে?
উত্তর : চীন
১১. জাতিসংঘের সর্বকনিষ্ঠ শান্তিদূত কে?
উত্তর : মালালা ইউসুফজাঈ, পাকিস্থান।
১২. কোন দেশ ধর্মীয় অসহিষ্ণুতায় শীর্ষ?
উত্তর : সিরিয়া।
১৩. বিশ্বের শীর্ষ অর্থনীতির দেশ কোনটি?
উত্তর : যুক্তরাষ্ট্র।
১৪. কোন দেশে বিদ্যুৎবিহীন জনগোষ্ঠী বেশী?
উত্তর : ভারত।
১৫. ভারতের কোন রাজ্যে গরু যবায়ের শাস্তি যাবজ্জীবন?
উত্তর : গুজরাটে।
২২. Dreams From My Father বইটির লেখক কে?
উত্তর : বারাক ওবামা।
১৭. কত তারিখে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্র্যাম্পের হোয়াইট হাউসে পদার্পণের ১০০তম দিন পূর্তি হয়?
উত্তর : ২৯শে এপ্রিল'১৭।
১৮. সোমালিয়ার নতুন প্রেসিডেন্টের নাম কী?
উত্তর : মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ।
১৯. কোন দেশের প্রেসিডেন্ট নিজের দেশকে যুদ্ধকবলিত অঞ্চল ঘোষণা করে? উত্তর : সোমালিয়া।
২০. জিব্রাল্টার দ্বীপের আয়তন কত? উত্তর : আড়াই বর্গমাইল।
২১. ন্যাটোর একমাত্র মুসলিম সদস্য দেশ কোনটি?
উত্তর : তুরস্ক।

Contents

সাধারণ জ্ঞান (ইসলাম)

কুরআন বিষয়ক

১। 'কুরআন' শব্দের আভিধানিক অর্থ কি?
উত্তর : পাঠগ্রন্থ, পঠিত।
২। 'কুরআন' কাদের ধর্মগ্রন্থ?
উত্তর : সমগ্র মানবজাতির।
৩। মহা পবিত্র 'কুরআন' কার উপর অবতীর্ণ হয়?
উত্তর : হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপর।
৪। মহা পবিত্র 'কুরআন' প্রথম কোথায় অবতীর্ণ হয়?
উত্তর : হেরা পর্বতে।
৫। কুরআনের প্রথম সূরা কোনটি?
উত্তর : সূরা আলাক্ব।
৬। কুরআনের শেষ সূরা কোনটি?
উত্তর : সূরা তাওবা।
৭। কুরআন প্রথম সূরা কোথায় অবতীর্ণ হয়?
উত্তর : মক্কায়।
৮। কুরআনের শেষ সূরা কোথায় অবতীর্ণ হয়?
উত্তর : মক্কায় (সূরাটি মাদানী; যেহেতু হিজরতের পরে নাযিল হয়েছে)।
৯। কুরআনের আয়াত কত প্রকার ও কি কি?
উত্তর : দু'প্রকার। মুহকামাত মুতাশাবিহাত।
১০। কুরআনে মোট কতগুলি সূরা আছে?
উত্তর : ১১৪টি।
১১। কুরআনে কত সংখ্যক আয়াত আছে?
উত্তর : ৬২০৪-৬২৩৬টি ।
১২। কুরআনের মোট পারা (অংশ) আছে?
উত্তর : ৩০ পারা।
১৩। মক্কায় কয়টি সূরা অবতীর্ণ হয়?
উত্তর : ৮৮টি।
১৪। মদিনায় কয়টি সূরা অবতীর্ণ হয়?
উত্তর : ২৬টি।
১৫। কুরআনে মোট রুকূ'র সংখ্যা কত?
উত্তর : ৫৪০টি।
১৬। কুরআনে মোট কয়টি 'মনযিল' আছে?
উত্তর : ৭টি।
১৭। কুরআনে মোট শব্দ সংখ্যা কত?
উত্তর : ৮৬,৪৩০ টি।
১৮। কুরআনে মোট অক্ষর সংখ্যা কত?
উত্তর : ৩,২৩,৭৬০টি।
১৯। কুরআনে মোট যবর সংখ্যা কত?
উত্তর : ৫৩,২২৩টি।
২০। কুরআনে মোট যের সংখ্যা কত?
উত্তর : ৩৯,৫৮২টি।
২১। কুরআনে পেশ সংখ্যা কত?
উত্তর : ৮,৮৫৪টি।
২২। কুরআনে মদ সংখ্যা কত?
উত্তর : ১৭৭১টি।
২৩। কুরআনে তাশদীদ সংখ্যা কত?
উত্তর : ১২৭৪টি।
২৪। কুরআনে নুক্বতা সংখ্যা কত?
উত্তর : ১,০৫৬৮৮টি।
২৫. কুরআনের সবচেয়ে বড় সূরা কোনটি?
উত্তর : সূরা বাক্বারাহ।
২৬. কুরআনে সবচেয়ে ছোট সূরা কোনটি?
উত্তর : সূরা কাওছার।
২৭. কুরআন কত হরফে (কতভাবে) নাযিল হয়েছে?
উত্তর : ৭ হরফে।
২৮. কুরআন অবতীর্ণ হয় কত হিজরীতে?
উত্তর : ১১ হিজরীতে।
২৯। কুরআনে দু'বার করে বলা হয়েছে এমন আয়াত কতগুলি?
উত্তর : ২৭৭৫টি।
৩০। কুরআনে ছালাতের কথা কতবার এসেছে?
উত্তর : ৮২ বার।
৩১। কুরআনে 'কুরআন' শব্দটি কতবার আছে?
উত্তর : ৬১ বার।
৩২। কুরআনে 'মুহাম্মাদ' (ছাঃ) শব্দ কত জায়গায় আছে?
উত্তর : ৪ জায়গায় (আলে ইমরান ৩/১৪৪; মুহাম্মাদ ৪৭/২; ফাতহ ৪৮/২৯; আহযাব ৩৩/৪০)।
৩৩। কুরআনে 'আহমাদ' শব্দ কতবার আছে?
উত্তর : ১বার (সূরা আছ-ছফ্ ৬১/৬)
৩৪। নবীদের নামে সূরা কয়টি আছে?
উত্তর : ৬টি সূরা (ইউনুস, হুদ, ইফসুফ, ইবরাহীম, নূহ, মুহাম্মাদ)।
৩৫। কুরআনে (বিসমিল্লাহির রহমা-নির রহীম) কতবার আছে?
উত্তর : ১৪৪ বার।
৩৬। কুরআনে যাকাতের কথা কতবার আছে?
উত্তর : ৮২ বার।
৩৭। কুরআনে ছিয়ামের কথা কতবার আছে?
উত্তর : ২৬ বার।
৩৮। কুরআনে 'হজ্জ' এর কথা কতবার আছে?
উত্তর : ১০২ বার।
৩৯। ছালাতের সঙ্গে যাকাতের কথা কুরআনে কতবার আছে?
উত্তর : ৩৭ বার।
৪০। কুরআনে সিজদার আয়াত কতটি?
উত্তর : ১৪টি (ইমাম শাফেঈ (রহঃ) -এর মতে ১৫টি)।
৪১। কুরআনে 'ইমাম' শব্দটি কতবার আছে?
উত্তর : ১২বার।
৪২। কুরআনে জিহাদের কথা কতবার আছে?

Contents

উত্তর : ৬৮ বার।
৪৩। কুরআনে 'সূরা' শব্দটি কতবার আছে?
উত্তর : ৭বার।
৪৪। কুরআনে কতজন নবী-রাসূলের নাম উল্লেখ আছে?
উত্তর : ২৫ জন।
৪৫। কুরআনে কতটি মসজিদের নাম আছে?
উত্তর : মসজিদুল হারাম (মক্কা), মসজিদুল আকসা (জেরুজালেম), মসজিদে যেরার (মদিনা), মসজিদে কুবা (মদিনা) ও মসজিদে নববী (মদিনা)।
৪৬। কুরআনে 'ফাসেক্ব' শব্দ কতবার আছে?
উত্তর : ৫৪বার।
৪৭। কুরআনে 'ফাজের' শব্দ কতবার আছে?
উত্তর : ১৪বার।
৪৮। কুরআনে 'দ্বীন' শব্দ কতবার আছে?
উত্তর : ৮৯ বার।
৪৯। কুরআনে 'রব' শব্দ কতবার আছে?
উত্তর : ৯৭৮বার।
৫০। কুরআনে 'ফুরক্বান' শব্দ কতবার আছে?
উত্তর : ৭বার।
৫১। কুরআনে 'আল-হুদা' শব্দ কতবার আছে?
উত্তর : ৭৯ বার।
৫২। কুরআনে যিকর শব্দ কতবার আছে?
উত্তর : ১২।
৫৩। কুরআনে একটি আয়াত সর্বাধিকবার ব্যবহার হয়েছে, সেটি কি এবং কতবার?
উত্তর : সূরা রহমান ফাবি আইয়ি আলা ই রব্বিকুমা তুকায্যিবান'। ৩১বার।
৫৪। কুরআনে হাকীম শব্দ কতবার আছে?
উত্তর : ৯৭বার
৫৫। কুরআনে 'অহী' শব্দ কতবার আছে?
উত্তর : ৭৮বার।
৫৬। কুরআনে 'নূর' শব্দ কতবার আছে?
উত্তর : ৩৩ বার।
৫৭। কুরআনে কতজন ফিরিশতার নাম রাখা হয়েছে?
উত্তর : ৪ জন। জিবরাইল, মিকাইল, হারুত ও মারুত (আঃ)।
৫৮। কুরআন সহজে তেলাওয়াতের উদ্দেশ্যে 'পারা' ব্যবহার হয় কত হিজরীতে?
উত্তর : ৭৫ হিজরীতে।
৫৯। কুরআনে হরকত (যবর, যের, পেশ) ব্যবহার হয় কত হিজরীতে?
উত্তর : ৮৬ হিজরীতে।
৬০। কুরআনে কোন নবীর নাম সর্বাধিক বলা হয়েছে?
উত্তর : হযরত মূসা (আঃ)-এর নাম (১৩৫বার)।
৬১। কুরআনে একমাত্র কোন ছাহাবীর নাম উল্লেখ আছে?
উত্তর : হযরত যায়েদ বিন হারেছা (রাঃ)-এর।
৬২। কুরআনে নবী (ছাঃ)এর কোন আত্মীয়ের নাম উল্লেখ আছে?
উত্তর : চাচা আবু লাহাব।
৬৩। কুরআনে কোন সূরার শুরুতে 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম' নেই।
উত্তর : তাওবাহ।
৬৪। কুরআনে কোন সূরায় দু'বার 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম' আছে?
উত্তর : সূরা নামলে /৩১।
৬৫। কুরআনে 'বিনাযুদ্ধে জয়' কোন ঘটনাকে বলা হয়েছে?
উত্তর : হোদায়বিয়ার সন্ধিকে।
৬৬। কুরআনে কোন সূরায় 'হোদায়বিয়ার সন্ধির' কথা বলা হয়েছে?
উত্তর : সূরা আল-ফাতাহ।
৬৭। কুরআনের জননী বলা হয় কাকে?
উত্তর : সূরা ফাতেহাকে।
৬৮। কুরআনে 'আয়াতের সর্দার' বলা হয় কাকে?
উত্তর : আয়াতুল কুরসীকে।
৬৯। কুরআনে কোন সূরায় মিম অক্ষর নেই?
উত্তর : কাউসার।
৭০। কুরআনে কোন সূরায় 'ফা' অক্ষর নেই?
উত্তর : সূরা ফাতেহা।
৭১। কুরআনের কোন কাহিনী 'আহসানুল ক্বাছাছ' (উত্তম কাহিনী) নামে অভিহিত হয়েছে?
উত্তর : হযরত ইফসুফ (আঃ)-এর কাহিনীকে।
৭২। কুরআনে কয়টি পাহাড়ের নাম আছে?
উত্তর : ৫টি; তূর, সাফা, মারওয়া, আরাফাহ, জুদী।
৭৩। কুরআনের বৃহত্তম আয়াত কোনটি?
উত্তর : বাক্বারাহ ২/২৮২ নং আয়াত।
৭৪। কুরআনে সর্বকনিষ্ঠ আয়াত কি?
উত্তর : সূরা আর-রহমান ৫৫/৬৪ নং আয়াত।
৭৫। কুরআনের কোন সূরায় 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' শব্দ ব্যবহার হয়েছে?
উত্তর : আহযাব ৩৩/৪০।
৭৬। কুরআনের কোন সূরায় একটি আয়াতে সর্বাধিক 'মীম' আছে?
উত্তর : সূরা হাজ্জে।
৭৭। কুরআনে কোন সূরায় একটি আয়াতেই এক রুকু?
উত্তর : সূরা মুযযাম্মিল ৭৩/২০ নং আয়াত।
৭৮। কুরআনের কোন সূরাকে ' দো'আ বা প্রার্থনার সূরা বলা হয়?
উত্তর : সূরা ফাতেহাকে।
৭৯। কুরআনে মদীনাকে কি নামে উল্লেখ করা হয়েছে?
উত্তর : ইয়াছরিব *(আহযাব ৩৩/১৩)*।
৮০। কুরআনে জিবরাইল (আঃ)- কে কি নামে ডাকা হয়েছে?
উত্তর : রুহুল আমীন, রুহুল কুদুস।